

‘দুয়ারে চিকিৎসা’ থেকে ১০ লক্ষ চাকরি-প্রতিশ্রুতি মমতার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ২০ মার্চ : আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে একাধিক জনমুখী প্রতিশ্রুতি নিয়ে ইন্তেহার প্রকাশ করল তৃণমূল কংগ্রেস। শুক্রবার ‘প্রতিজ্ঞা’ নামের এই ইন্তেহার প্রকাশ করেন দলের নেত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। চতুর্থবার সরকার গঠনের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও প্রশাসনিক সংস্কার-এই চার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ইন্তেহারের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ‘দুয়ারে চিকিৎসা’ প্রকল্প। সুস্বাস্থ্যের অধিকার, বাংলার সবার-এই স্লোগানকে সামনে রেখে তৃণমূল প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, ক্ষমতায় এলে রাজ্যের প্রতিটি রক ও শহরে প্রতিবছর স্বাস্থ্য শিবির আয়োজন করা হবে। এই উদ্যোগের লক্ষ্য, সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় উন্নত চিকিসা পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া। শুধু স্বাস্থ্য নয়, শিক্ষাক্ষেত্রেও বড়সড় পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। ‘শিক্ষায় সম্পদ ও ভবিষ্যৎ নিরাপদ’-এই ভাবনায় ‘বাংলায় শিক্ষায়তন’ প্রকল্প চালু করার কথা বলা হয়েছে। এর মাধ্যমে রাজ্যের সমস্ত সরকারি স্কুলের পরিকাঠামো উন্নয়ন করা হবে, যাতে ছাত্রছাত্রীরা আরও উন্নত পরিবেশে পাঠশালা করতে পারে। কর্মসংস্থানও ইন্তেহারের একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে। তৃণমূলের প্রতিশ্রুতি, রাজ্যের সামগ্রিক পরিকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে প্রায় ১০ লক্ষ নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা হবে। শিল্প ও পরিষেবা খাতে এই কর্মসংস্থান বৃদ্ধির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এর পাশাপাশি, ইতিমধ্যেই চালু থাকা একাধিক সামাজিক প্রকল্পের পরিসর বাড়ানোর কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।

এসআইআর তালিকা নিয়ে বিস্ফোরক মমতা ‘টাগেট করে নাম বাদ’

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ২০ মার্চ : বঙ্গের নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে ঘিরে নতুন করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে এসআইআর (স্পেশাল ইন্সেনসিভ রিশেশন) তালিকা প্রকাশের পর। এই ইস্যুতেই তীব্র উদ্বেগ প্রকাশ করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, ইচ্ছাকৃতভাবে সময় নষ্ট করছে নির্বাচন কমিশন এবং একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। সম্ভ্রুতি প্রকাশিত চূড়ান্ত এসআইআর তালিকা অনুযায়ী, প্রায় ৬০ লক্ষ ভোটারের নাম এখনও বিচারধীন অবস্থায় রয়েছে। পাশাপাশি, প্রায় ৬৩ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। যদিও এই বিষয়টি বর্তমানে বিচারধীন, এবং সুপ্রিম কোর্ট-এর নির্দেশ অনুযায়ী বিচারপতিরাই এই নামগুলির ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবেন। নির্দেশ অনুযায়ী, নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে বিচারধীন ভোটারদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে তারপর একটি অতিরিক্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করার কথা। কিন্তু ভোট ঘোষণার পরেও এখনও সেই অতিরিক্ত তালিকা প্রকাশ না হওয়ায় প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে বিভিন্ন মহলে। এই পরিস্থিতিতে সরব হয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দলীয় ইন্তেহার প্রকাশের অনুরোধে তিনি বলেন, অতিরিক্ত তালিকা এখনও দেওয়া হয়নি। ইচ্ছা করে সময় নষ্ট করা হচ্ছে। একটা নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কে টার্গেট করে নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। তবে একইসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন, শুধু একটি সম্প্রদায় নয়-অনেক হিন্দু, মতুয়া এবং রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষের নামও তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। তিনি পরিসংখ্যান তুলে ধরে জানান, বিচারধীন প্রায় ৬০ লক্ষ নামের মধ্যে প্রায় ১০ লক্ষ নাম ইতিমধ্যেই বাদ পড়েছে এবং ২২ লক্ষ নামের নিষ্পত্তি হয়েছে। তাঁর দাবি, এই প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে এবং তা ভোটের আগে উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে নির্বাচন কমিশনের বক্তব্য, ধাপে ধাপে সমস্ত নামের যাচাই-বাহাই চলছে এবং নির্দিষ্ট নিয়ম মেনেই কাজ এগোচ্ছে। কমিশন জানিয়েছে, কোনও তথ্যহুতো না করে আইন অনুযায়ী প্রতিটি নাম যাচাই করা হচ্ছে। শুক্রবারই অতিরিক্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে তা স্থগিত রাখা হয়। সূত্রের খবর, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে আসন্ন ঈদের সময় যাতে কোনও উত্তেজনা বা বিশৃঙ্খলা না তৈরি হয়, সেই কারণেই তালিকা প্রকাশ পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই বিষয়ে কলকাতা হাই কোর্ট-এ একটি নিরাপত্তা সংক্রান্ত বৈঠকও হয়েছে বৃহস্পতিবার। সেখানে প্রশাসনের তরফে মত দেওয়া হয়, সংবেদনশীল সময়ের মধ্যে তালিকা প্রকাশ করলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠতে পারে। সব মিলিয়ে, ভোটের আগে এসআইআর তালিকা নিয়ে তৈরি হওয়া এই জটিলতা রাজনৈতিক উত্তেজনা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। একদিকে শাসকদলের অভিযোগ, অন্যদিকে কমিশনের ধাপে ধাপে কাজের দাবি-এই টানাপোড়েনে সাধারণ ভোটারদের ধোঁও অনিশ্চয়তা বাড়ছে। এখন নজর সেই অতিরিক্ত ভোটার তালিকার দিকে।

মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকার আস্থাহানি, কৌশলে বড় লক্ষ্য নয়াদিল্লির

নয়াদিল্লি, ২০ মার্চ : বিশ্বরাজনীতির ইতিহাসে বহুবার দেখা গেছে-যুদ্ধ শুধু মানচিত্র বদলায় না, বদলে দেয় শক্তির ভারসাম্যও। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ এর মতো বড় সংঘাত যেমন বিশ্বব্যবস্থাকে নতুন করে আকস্মিকভাবে, তেমনই সাম্প্রতিক ইরান-ইউনাইটেড -ও মধ্যপ্রাচ্যের ভূরাজনীতিতে নতুন প্রশ্ন তুলেছে। বিশেষ করে, সুপারপাওয়ার হিসেবে ইউনাইটেড স্টেট-এর প্রতি আস্থা যে কিছুটা হলেও নড়বড়ে হয়েছে, তা এখন স্পষ্ট। সাম্প্রতিক সংঘাতে ইরান এবং আমেরিকার মধ্য উত্তেজনা চরমে পৌঁছায়। ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানের মাটিতে আমেরিকা ও ইজরায়েল-

এর যৌথ হামলায় তেহরান-সহ একাধিক এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সেই হামলায় মৃত্যু হয় ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আলি কামেইন-রা। এর জবাবে ইরান পাল্টা হামলা চালায় মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে থাকা মার্কিন ঘাঁটি ও ইজরায়েলের উপর। এই সংঘাতে Kuwait, Bahrain, Oman, Jordan, Iraq, United Arab Emirates, Saudi Arabia, Syria & Turkey-সহ গোটা অঞ্চল জুড়েই ক্ষেপণাস্রম ও ড্রোন হামলার প্রভাব পড়ে। প্রায় তিন সপ্তাহ ধরে যুদ্ধের আবহে কেঁপে ওঠে মধ্যপ্রাচ্য। এই পরিস্থিতিতে একটি বড় প্রশ্ন সামনে এসেছে-মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি কি এখনও আগের মতোই

আমেরিকার নিরাপত্তা ছাত্রের উপর নির্ভর করতে পারবে? বিশেষকদের মতে, এই আস্থাহানিই ভবিষ্যতে ওই অঞ্চলের প্রতিরক্ষা কৌশলে বড় পরিবর্তন আনতে পারে। যুদ্ধ থামার পর সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, সৌদি আরব, ইরাক বা কুয়েতের মতো দেশগুলি নিজেদের প্রতিরক্ষা শক্তি আরও জোরদার করার পথে হাঁটবে, তা প্রায় নিশ্চিত। আর এখানেই সুযোগ দেখছে ভারত। নয়াদিল্লি বুঝতে পারছে, মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি এখন অস্ত্র ও প্রতিরক্ষা প্রযুক্তিতে নতুন অশ্বিনার খুঁজতে পারে। এই পরিস্থিতিতে ভারত নিজেকে একটি নিরবযোগ্য বিকল্প

হিসেবে তুলে ধরতে চাইছে। সম্প্রতি প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং জানিয়েছেন, আগামী কয়েক বছরের মধ্যে ভারতকে একটি বৈশ্বিক ড্রোন উপাদান কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে। মিশন মোডে এই কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে বলেও তিনি আশ্বাস দিয়েছেন। ভারতের প্রতিরক্ষা উপাদানের পরিসংখ্যানও সেই আশ্বাস দিয়েছে। ভারতের প্রতিরক্ষা উপাদান ১.৭৫ লক্ষ কোটিতে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে, আর ২০২৯ সালের মধ্যে তা ৬ লক্ষ কোটিতে পৌঁছানোর লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের বর্তমান পরিস্থিতি এই লক্ষ্য পৌঁছতে বড় সুযোগ এনে দিতে পারে। কারণ যুদ্ধের অভিজ্ঞতার পর ওই অঞ্চলের

পৌঁছেছে। একইসঙ্গে রণাঙ্গির ক্ষেত্রেও নজরকড়া বৃদ্ধি হয়েছে-২০১৪ সালে যেখানে প্রতিরক্ষা রণাঙ্গির ছিল মাত্র ১ হাজার কোটি টাকা, সেখানে এখন তা বেড়ে হয়েছে ২৬ হাজার কোটিরও বেশি। এই সাফল্যের উপর ভর করেই ভারত এখন আরও বড় লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। চলতি অর্থবর্ষে প্রতিরক্ষা উপাদান ১.৭৫ লক্ষ কোটিতে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে, আর ২০২৯ সালের মধ্যে তা ৬ লক্ষ কোটিতে পৌঁছানোর লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের বর্তমান পরিস্থিতি এই লক্ষ্য পৌঁছতে বড় সুযোগ এনে দিতে পারে। কারণ যুদ্ধের অভিজ্ঞতার পর ওই অঞ্চলের

দেশগুলি নিশ্চিতভাবেই তাদের প্রতিরক্ষা বাজেট বাড়াবে। যুদ্ধবিমান, ড্রোন, মিসাইল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা-সব ক্ষেত্রেই তারা আরও শক্তিশালী হতে চাইবে। ভারতের জন্য বাড়তি সুবিধা হল, মধ্যপ্রাচ্যের প্রায় সব দেশের সঙ্গে তার কৌশলগত সম্পর্ক সশক্তিশীল। সেই সুসম্পর্ককে কাজে লাগিয়ে নয়াদিল্লি প্রতিরক্ষা রণাঙ্গির বাজার আরও বাড়তে চাইছে। সব মিলিয়ে, আমেরিকার প্রতি আশ্রয় চান না। পরিস্থিতি এবং মধ্যপ্রাচ্যের নিরাপত্তা উদ্বেগ-এই দুইয়ের মিলিত প্রভাবেই নতুন সুযোগ তৈরি হয়েছে বৈশ্বিক অস্ত্রবাজার। আর সেই সুযোগকে কাজে লাগাতে ‘ ভারত’ কৌশল নিয়ে এগোতে চাইছে নয়াদিল্লি।

হাওড়ায় রামনবমী মিছিলের অনুমতি হাই কোর্টের



নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ২০ মার্চ : হাওড়ার কাজিপাড়ায় রামনবমীর শোভাযাত্রা ঘিরে তৈরি হওয়া অনিশ্চয়তার অবসান ঘটাল কলকাতা হাই কোর্ট। আদালত শর্তসাপেক্ষে এই শোভাযাত্রার অনুমতি দিয়েছে, তবে সেই অনুমতির সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিধিনিষেধ। শুক্রবার বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য-র বৈধ স্পষ্ট করে জানিয়ে দেয়, নির্দিষ্ট নিয়ম মেনেই আয়োজন করতে হবে, নচেৎ অনুমতি বাতিল হতে পারে। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, আগামী ২৬ মার্চ বিকেল ৩টো থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত এই শোভাযাত্রা করা যাবে। সময়সীমা নির্দিষ্ট করে দিয়ে বিচারপতি জানান, এই সময়ের মধ্যেই পুরো কর্মসূচি শেষ করতে হবে। একইসঙ্গে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যাও সীমিত রাখা হয়েছে-সর্বাধিক ৫০০ জন এই মিছিলে অংশ নিতে পারবেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশগুলির মধ্যে একটি হল, শোভাযাত্রায় কোনও ধরনের ধাতব অস্ত্র বহন বা প্রদর্শন করা যাবে না। তবে ধর্মীয় রীতির অংশ হিসেবে প্রতীকী অস্ত্র ব্যবহার করা যেতে পারে বলে আদালত জানিয়েছে। এর পাশাপাশি আদালত জোর দিয়ে বলেছে, পুরো শোভাযাত্রা শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে হবে এবং কোনও রকম উত্তেজনামূলক আচরণ বা ব্লোলান এড়াতে হবে। এই মামলার সূত্রপাত হয় যখন কাজিপাড়ায় রামনবমীর শোভাযাত্রা আয়োজনের জন্য স্থানীয় প্রশাসনের কাছে আবেদন জানানো হয়। কিন্তু শোভাযাত্রার নির্ধারিত রুট নিয়ে আপত্তি তোলে পুলিশ, ফলে অনুমতি দেওয়া হয়নি। এরপরই আয়োজকরা আদালতের দ্বারস্থ হন এবং শোভাযাত্রার অনুমতির দাবি জানান। মামলার শুনারিতে আদালত একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরে। বিচারপতি উল্লেখ করেন, গত বছর একই রুটে রামনবমীর শোভাযাত্রার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। সেই প্রেক্ষিতে এবছর হটা করে রুট নিয়ে আপত্তি তোলায় প্রশ্ন ওঠে। আদালতের পর্যবেক্ষণ, এই ধরনের আপত্তি নতুন করে অবধা সংস্কার ও উত্তেজনার পরিবেশ তৈরি করতে পারে, যা এড়ানো উচিত। এই সিদ্ধান্তের ফলে আয়োজকদের জন্য যেমন পথ খুলল, তেমনই প্রশাসনের ওপরও দায়িত্ব বেড়ে গেল শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার ক্ষেত্রে। কারণ ইতিমধ্যেই রাজ্যে ভোটের ঘোষণা হয়ে গিয়েছে, ফলে রাজনৈতিকভাবে সংবেদনশীল পরিস্থিতিতে কোনও ধরনের অশান্তি এড়ানো অত্যন্ত জরুরি। রামনবমী উপলক্ষে রাজ্যজুড়ে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে হিন্দু জাগরণ মঞ্চ। বিভিন্ন জায়গায় শোভাযাত্রা ও ধর্মীয় কর্মসূচির পরিকল্পনা চলছে। এই অবহে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি যাতে কোনওভাবেই বিঘ্নিত না হয়, সে বিষয়ে বিশেষ সতর্ক রয়েছে প্রশাসন। পুলিশ প্রশাসন ইতিমধ্যেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছে। বিশেষ করে কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় নজরদারি বাড়ানো হচ্ছে। দায়িত্ব নেওয়ার পরই কলকাতার পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দা এই বিষয়ে উচ্চস্বাভাৱে বৈঠক করেছেন বলে জানা গিয়েছে। সেই বৈঠকে রামনবমী উপলক্ষে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয়েছে। প্রশাসনের তরফে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে, ধর্মীয় উত্সব পালনে কোনও বাধা নেই, তবে তা বেন শান্তিপূর্ণ ও আইনসম্মত হবে। বিশেষ করে নির্বাচনের আবেহ কোনও উদ্ভ্রামূলক ঘটনা বা সংঘর্ষ এড়াতে সব পক্ষকেই দায়িত্বশীল আচরণ করতে হবে। এই প্রেক্ষাপটে আদালতের নির্দেশকে অনেকেই একটি ভারসাম্যপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখছেন। একদিকে ধর্মীয় অধিকারের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, অন্যদিকে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে কঠোর শর্ত আরোপ করা হয়েছে। সব মিলিয়ে, হাওড়ার কাজিপাড়ার এই শোভাযাত্রা এখন কেবল একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, বরং তা হয়ে উঠেছে প্রশাসনিক সতর্কতা, আইনি নির্দেশ এবং রাজনৈতিক সংবেদনশীলতার এক গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাক্ষেত্র। ২৬ মার্চের এই আয়োজন কতটা শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়, এখন সেদিকেই নজর থাকবে সকলের।

বামেদের সঙ্গে ২৯ আসনে সমঝোতা আইএসএফের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ২০ মার্চ : আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে জোট রাজনীতিতে নতুন সমীকরণ তৈরি হচ্ছে বাংলায়। আইএসএফ এবং বামেদের মধ্যে অবশেষে আসন্ন সমঝোতা হয়েছে। হুগলির ফুরকদা শরণিক এ সাংবাদিক বৈঠক করে এই কথা জানান আইএসএফ নেতা নওশাদ সিদ্দিকি। তিনি জানান, প্রাথমিকভাবে ৭৩টি আসন নিয়ে আলোচনা হলেও শেষপর্যন্ত বামেদের সঙ্গে ২৯টি আসনে সমঝোতা হয়েছে। পাশাপাশি আরও চারটি আসন নিয়ে এখনও দর কষাকষি চলছে। তবে এবারের নির্বাচনে কংগ্রেস-এর সঙ্গে কোনও জোট হয়নি বলেও স্পষ্ট করে দেন তিনি। নওশাদ সিদ্দিকির কথায়, আমরা প্রথমে ৭৩টি আসনের প্রস্তাব দিয়েছিলাম। কিন্তু সেই বিষয়ে বামেদের তরফে ইতিবাচক সাড়া মেলেনি। পরে আলোচনা এগিয়ে ২৯টি আসনে সমঝোতা হয়েছে। এখনও চারটি আসন নিয়ে কথা চলছে। যে ২৯টি আসনে আইএসএফ প্রার্থী দেবে, তার মধ্যে রয়েছে-খানাকুল, হরিপাল, মোখাবাড়ি, সুজাপুর, সামশেরগঞ্জ, রঘুনাথগঞ্জ, হরিহরপাড়া, নাকশিপাড়া, অশোকনগর, মধ্যগ্রাম, আলমডাঙা, দেগঙ্গা, হাডোয়া, মিনাখা, বসিরহাট উত্তর, বাদুড়িয়া, বাসন্তী, কুপশি, মল্লিক্কাবাজার, ক্যানিং পূর্ব ও ক্যানিং পশ্চিম, মগরাহাট, ভাওড়, উলুবেড়িয়া পূর্ব, জগদল্লভপুর, মহিষদাল, শালবনি, বারাবনি এবং বোলপুর। তবে জট রয়ে গিয়েছে চারটি গুরুত্বপূর্ণ আসন নিয়ে-নন্দীগ্রাম, পাঁশকুড়া পশ্চিম, ভগবানগোলা এবং মুরারই। এই কেন্দ্রগুলিতে লড়তে আগ্রহী আইএসএফ, কিন্তু বামপন্থীরা ইতিমধ্যেই সেখানে নিজেদের প্রার্থী ঘোষণা করে দিয়েছে। ফলে এই চারটি আসন নিয়ে শেষপর্যন্ত সী সিদ্ধান্ত হয়, তা এখনও স্পষ্ট নয়। নওশাদ জানান, জোট গড়ার লক্ষ্যে তিনি আইএসএফ ট সোয়ারম্যান বিমান বেসকে চিঠি লিখেছিলেন। সেই উদ্যোগের ফলেই এই সমঝোতা সম্ভব হয়েছে বলে তাঁর দাবি। তবে একটি বিষয় পরিষ্কার-এই জোট কংগ্রেস নেই। ফলে ২০২১ সালের মতো ত্রিপাক্ষিক জোট আর দেখা যাবে না। উল্লেখ্য, গত বিধানসভা নির্বাচনে বাম, কংগ্রেস এবং আইএসএফ একসঙ্গে লড়েছিল সংযুক্ত মোর্চা নামে। কিন্তু সেই জোট ভোটবাজে উল্লেখযোগ্য সাফল্য পাননি। সে সময় বামফ্রন্ট ও কংগ্রেস একটি আসনও জিততে পারেনি। একমাত্র আইএসএফ-ই জয় পায়, তাও ভান্ডল কেন্দ্রে নওশাদ সিদ্দিকির হাত ধরে। সংযুক্ত মোর্চার একমাত্র সাফল্য ছিল সেই আসনটি। এই অভিজ্ঞতার পর এবার নতুন কৌশল নিয়েছে আইএসএফ। কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র বামেদের সঙ্গে সমঝোতা করেই তারা ভোটের লড়াইয়ে নামতে চাইছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এটি এক ধরনের ‘ অ্যালায়ন্স’-যেখানে কম আসনে লড়েও প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করা হচ্ছে। প্রার্থী তালিকা নিয়েও কৌতূহল তৈরি হয়েছে। এখনও পর্যন্ত আইএসএফ কোনও কেন্দ্রেই প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেনি। নওশাদ জানিয়েছেন, ইদের পরই ধাপে ধাপে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হবে। সব মিলিয়ে, আসন্ন নির্বাচনে আইএসএফ-বাম সমঝোতা নতুন রাজনৈতিক সমীকরণ তৈরি করেছে। তবে বাকি চারটি আসনের জট না কাটলে এই জোট কতটা সম্ভবভাবে এগোবে, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। এখন দেখার, ইদের পর প্রার্থী তালিকা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে এই জোটের চূড়ান্ত রূপ কতটা স্পষ্ট হয়।

নববর্ষে সরযু তীরে সূর্যকে অর্ঘ্য, অযোধ্যায় ভক্তদের সমাগম



অযোধ্যা, ২০ মার্চ
জ্ঞানবনস্পর্সর তথা বিক্রম সংব ২০৮৬-র সূচনায় বৃহৎপতিবার ভোরে সরযু নদীর তীরে উদীয়মান সূর্যকে অর্ঘ্য নিবেদন করেন ভক্তরা। এই পবিত্র দিবস উপলক্ষ্যে অযোধ্যায় ধর্মীয় আবহে দিনটি’র সূচনা হয়।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের অবধের প্রাপ্ত প্রচারক কৌশল, অযোধ্যা পুরনিগমের মেয়র গিরীশ পতি ত্রিপাঠী এবং সরযু আরতি সমন্বয়ক মহন্ত শশিকান্ত দাস।পুরনিগমের মেয়র গিরীশ পতি ত্রিপাঠী বলেন, নবসম্বসরের এই পবিত্র দিনে অযোধ্যাবাসীর সুখ-সমৃদ্ধি কামনা করা হয়েছে। তিনি প্রার্থনা করেন, এই দিনটি সকলের জীবনে নতুন উদ্যম, উসাহ ও ইতিবাচক শক্তি নিয়ে আসুক। পাশাপাশি সকলকে হিন্দু নববর্ষের শুভেচ্ছাও জানান তিনি। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নববর্ষের প্রথম দিনকে স্বাগত জানাতে ভোর থেকেই সরযু তীরে ভক্তদের ভিঃ লক্ষ্য করা যায়।

কমনওয়েলথ যুব গেমস শুরু হবে আগামী বছর ২৯ অক্টোবর



মাল্টা, ২০মার্চ : আগামী বছর ২৯ অক্টোবর থেকে ৪ নভেম্বর মাল্টা ও গোজোতে অষ্টম কমনওয়েলথ যুব গেমস শুরু হবে। ২৯ অক্টোবর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে এবং এরপর ৬০ অক্টোবর থেকে ৪ নভেম্বর পর্যন্ত ছয় দিনব্যাপী এই গেমস চলবে। গেমসে আটটি খেলা অন্তর্ভুক্ত থাকবে-সাঁতার ও প্যারা সাঁতার, অ্যাথলেটিক্স ও প্যারা অ্যাথলেটিক্স, নেটবল, সেইলিং, স্কোয়াশ, ট্রায়াথলন, ওয়াটার পোলো এবং ভারোত্তোলন।মাল্টা একটি রোমাঞ্চকর ও প্রতিযোগিতা মূলক পরিবেশের প্রতিনিধিত্ব করেছে, যা মাল্টার ক্রীড়াঙ্গকে তুলে ধরবে। বিশ্বমানের সুযোগ-সুবিধা আমাদের তরুণ ক্রীড়াবিদদের এক সত্যিকারের রূপান্তরকারী অভিজ্ঞতা দেবে, যা আগামী দিনের তারকাদের অনুপ্রাণিত করতে ও গড়ে তুলতে সাহায্য করবে, বৃহস্পতিবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে কমনওয়েলথ স্পোর্টের প্রধান নির্বাহী কেটি স্যাডল্‌য়ের একথা বলেছেন।মাল্টা কমনওয়েলথের ৭৪টি দেশ ও অঞ্চল থেকে ১৪-১৮ বছর বয়সী প্রায় ১,২০০ ক্রীড়াবিদকে আতিথ্য দেওয়ার প্রত্যাশা করছে।ডেন্মার্কুলির মধ্যে রয়েছে কটনেরা ইনভেরর পুল, তাল-ক্রোক ম্যাশনাল পুল, মার্সি অ্যাথলেটিক্স স্টেডিয়াম, মার্সি স্পোর্টস সেন্টার, মেলিহা বে, গোজো ইনভেরর স্পোর্টস সেন্টার। এই হাসপাতালে পাণ্ডিলিয়ন, মার্শালফর্ম বে।

নজিবাবাদে আটার খাবার খেয়ে অসুস্থ ১০ জন গ্রামবাসী

বিজনৌর, ২০ মার্চ : উত্তর প্রদেশের বিজনৌর জেলার নাজিবাবাদ থানা এলাকার বিভিন্ন গ্রামে আটার খাবার খেয়ে অন্তত ১০ জন গ্রামবাসী অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। খাদ্যে বিয়ক্রিয়ার লক্ষণ দেখা দেওয়ায় তাঁদের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বর্তমানে সকলের অবস্থাই স্থিতিশীল বলে জানা গেছে।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে এই ঘটনা ঘটে। একটি বিশেষ আটার খাবার খাওয়ার পরই আক্রান্তদের মধ্যে বমি ও পেটের সমস্যা শুরু হয়। আক্রান্তদের মধ্যে রয়েছেন জয়প্রকাশ (৪৫), তাঁর ছেলে রোহিত (১৫) ও মেয়ে প্রীতি (১৯)। তাঁদের একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। এই হাসপাতালে হারেওয়ালির বাসিন্দা স্বপ্না (২৫)-

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথায্যতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চে নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

ঐতিহাসিক পতনঃডলারের সাপেক্ষে ৯৬ ছুঁলো টাকা, অর্থনীতিতে নতুন উদ্বেগের সুর

মুম্বই(সংবাদ সংস্থা), ২০ মার্চঃ ভারতীয় অর্থনীতির জন্য এক নতুন সতর্কবার্তা যেন সামনে এল শুক্রবার সকালে। সপ্তাহজুড়ে ধারাবাহিক দুর্বলতার পর এদিন বাজার খুলতেই ডলারের সাপেক্ষে আরও তালানিতে পৌঁছল ভারতীয় টাকা। বিনিময় হার ছুঁয়ে ফেলল ৯৬- যা দেশের মুদ্রা ইতিহাসে এক নজিরবিহীন ঘটনা। এর আগে কখনও এতটা নিম্নমানের টাকার মান। দিনের শুরুতেই ডলারের বিপরীতে টাকার দর ছিল ৯২.৯৪, যা ইতিমধ্যেই রেকর্ড নিম্নস্তর হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তা আরও পড়ে গিয়ে ৯৬-এর গতিপ্ত স্পর্শ করে, তৈরি হয় নতুন ইতিহাস।এই পতনের ধারাবাহিকতা কিন্তু আচমকা নয়। চলতি সপ্তাহে একাধিক দিন ধরেই টাকার উপর চাপ বাড়তে দেখা গিয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে অনিশ্চয়তা, বিনিয়োগকারীদের উদ্বেগ এবং বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা দ্বন্ধির ফলে টাকার দামে ক্রমাগত দুর্বলতা দেখা দিয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই পতন শুধুমাত্র একটি সংখ্যার পরিবর্তন নয়, বরং বৃহত্তর অর্থনৈতিক চাপে জর্জরিত এক বাস্তবতার প্রতিফলন।বাজার বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, পশ্চিম এশিয়ায় চলমান ডু-রাজনৈতিক অস্থিরতা এই পরিস্থিতির অন্যতম প্রধান কারণ। ওই অঞ্চলে অশান্তির জেরে আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের দাম বেড়ে চলেছে। ভারতের মতো একটি আমদানিনির্ভর অর্থনীতির ক্ষেত্রে



এই বৃদ্ধি সরাসরি চাপ সৃষ্টি করে। দেশের মোট জ্বালানি চাহিদার একটি বড় অংশই বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়। ফলে তেলের দাম বাড়লে আমদানি ব্যয়ও বেড়ে যায়, যার সরাসরি প্রভাব পড়ে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদার উপর।এই পরিস্থিতিতে ডলারের চাহিদা বেড়ে যায়, কারণ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বেশিরভাগ লেনদেনই ডলারে সম্পন্ন হয়। যখন আমদানির খরচ বাড়ে, তখন ডলার কিনতে হয় বেশি, ফলে টাকার উপর চাপ বাড়ে এবং তার মান কমে। অর্থনীতির এই মৌলিক সমীকরণই এখন ব্যবসে প্রতিফলিত হচ্ছে।কবে শুধুমাত্র জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধিই নয়, বৈদেশিক বিনিয়োগের প্রবাহও এই পরিস্থিতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে। আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ কারীরা অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে বৃকিপূর্ণ বাজার থেকে অর্থ সরিয়ে নিরাপদ সম্পদের দিকে ঝুঁকতে শুরু করেন। ফলে ভারতের মতো উদীয়মান অর্থনীতিতে বিনিয়োগ

কমে যায়, যা আবার টাকার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। বিদেশি পোর্টফোলিও বিনিয়োগকারীদের এই প্রত্যাহার মুদ্রার মানকে আরও দুর্বল করে তোলে।অন্যদিকে, আমেরিকার অর্থনৈতিক নীতিও এই পরিস্থিতিকে প্রভাবিত করছে। মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভের সুদের হার সংক্রোন্ত সিদ্ধান্ত এবং ডলারের শক্তিশালী অবস্থান বিশ্বব্যাপী অন্যান্য মুদ্রার উপর চাপ তৈরি করছে। ডলার যত শক্তিশালী হয়, অন্যান্য মুদ্রার তুলনায় তার মূল্য তত বাড়ে, ফলে টাকার মতো মুদ্রা আরও দুর্বল হয়ে পড়ে। এই প্রেক্ষাপটে প্রশ্ন উঠছে, এই পতন কতটা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। অর্থনীতিবিদদের মতে, যদি আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি দ্রুত উন্নতি না ঘটে এবং জ্বালানি তেলের দাম নিয়ন্ত্রণে না আসে, তবে টাকার উপর চাপ অব্যাহত থাকতে পারে। একই সঙ্গে, দেশের বাণিজ্য ঘাটতি এবং চলতি হিসাবের ভারসাম্যও এই পরিস্থিতিতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।

আমদানি বেশি এবং রপ্তানি তুলনামূলক কম হলে বৈদেশিক মুদ্রার উপর চাপ বাড়ে, যা মুদ্রার মান কমিয়ে দেয়।তবে আশার দিকও রয়েছে। ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক পরিস্থিতি সামাল দিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পারে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ব্যবহার করে বাজারে হস্তক্ষেপ, সুদের হার সংক্রোন্ত নীতি পরিবর্তন অথবা অন্যান্য আর্থিক কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে টাকার পতন কিছুটা রোধ করা সম্ভব হতে পারে। অতীতেও এমন পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে।তবে সামগ্রিকভাবে এই পরিস্থিতি দেশের অর্থনীতির জন্য একটি সতর্কবার্তা হিসেবে দেখা হচ্ছে। শুধুমাত্র স্বল্পমেয়াদি সমাধান নয়, দীর্ঘমেয়াদে আমদানিনির্ভরতা কমানো, জ্বালানি ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা বাড়ানো এবং রপ্তানি বৃদ্ধির মতো পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি হয়ে উঠছে। অর্থনীতির ভিত যত মজবুত হবে, ততই বৈদেশিক ঝুঁকী সামলাতো।

সহজ হবো।শুক্রবারের এই রেকর্ড পতন তাই শুধুমাত্র একটি আর্থিক পরিসংখ্যান নয়, বরং একটি বৃহত্তর অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের প্রতীক। আগামী দিনে এই পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নেয়, তা নির্ভর করবে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, নীতিনির্ধারকদের পদক্ষেপ এবং বাজারের মনোভাব-সব কিছুর উপরই। তবে আপাতত স্পষ্ট, টাকার এই পতন নতুন করে উদ্বেগ বাড়িয়েছে দেশজুড়ে।

অসুস্থ সতপাল মহারাজ, হাসপাতালে গিয়ে দেখা করলেন মুখ্যমন্ত্রী ধামি

ঋষিকেশ, ২০ মার্চ :অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি উত্তরাখণ্ডের মন্ত্রী সতপাল মহারাজ। উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পূঙ্ন্ব সিং ধামি গত বৃহস্পতিবার রাজ্যের মন্ত্রী সতপাল মহারাজের স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নিতে এইমস ঋষিকেশ-এ যান এবং হাসপাতালে ভর্তি তিনি। আগের চিকিৎসকদের কাছ থেকে তাঁর

শারীরিক অবস্থার সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে খোঁজখবর নেন।উল্লেখ্য, স্বাস্থ্যের অবনতি হওয়ায় ক্যাবিনেট মন্ত্রী সত পাল মহারাজকে চিকিৎসার জন্য এইমস ঋষিকেশে ভর্তি করা হয়েছে। এখনও হাসপাতালে ভর্তি তিনি। আগের থেকে অনেকটাই সুস্থ রয়েছেন।

বাংলাদেশের হাইকমিশনারের সঙ্গে সাক্ষাৎ জয়শঙ্করের



নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২০ মার্চ : ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার রিয়াজ হামিদুল্লাহের সঙ্গে শুক্রবার বৈঠক হলো ভারতের বিশেষমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের। জানা গেছে, বৈঠকে দুই দেশের পারস্পরিক সম্পর্কে আরও মজবুত করার পাশাপাশি ভারত-বাংলাদেশের অগ্রগতির বিষয়ে কথা হয়েছে।এ দিন

সমাজ মাধ্যম এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করে এই সাক্ষাতের বিষয়ে জানিয়েছেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। তিনি বলেন যে, বাংলাদেশের হাই কমিশনার রিয়াজ হামিদুল্লাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে। আমাদের আলোচনার মূল বিষয় ছিল দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও এগিয়ে নেওয়া।

উত্তরাখণ্ডে বৃষ্টি ও তুষারপাত

দেহরাদুন, ২০ মার্চ : উত্তরাখণ্ডে গত বৃহস্পতিবার থেকে দফায় দফায় বৃষ্টি অব্যাহত রয়েছে।পাহাড়ি এলাকায় তুষারপাত এবং সমতল জেলাগুলিতে টানা বৃষ্টির ফলে রাজ্যজুড়ে শীতের তীব্রতা বেড়েছে।শুক্রবার অবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, দেহরাদুন, উত্তরকাশী,

চামোলি, রুদ্রপ্রয়াগ, বাগেশ্বর ও পিথোরোড জেলায় এদিনও কমলা সতর্কতা জারি রয়েছে। এই জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টি, বোড়ো হাওয়া ও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়ের আশঙ্কা রয়েছে। পাশাপাশি রাজ্যের অন্যান্য জেলায় হৃদুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে, যেখানে হালকা

মমতা দিদি বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জিতবেন’, জানালেন মুখ্যমন্ত্রী ওমর

শ্রীনগর, ২০ মার্চ : নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে ‘ৱেরথ’ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে দাঁড়ালেন জন্ম ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ। রাজ্যের প্রায় ৫০ জনের বেশি আধিকারিককে কমিশনের বদলির প্রতিবাদ জানিয়েছেন মমতা সমাজ মাধ্যমেও সেই পোস্ট শেয়ার করে জন্ম আবদুল্লাহ শুক্রবার সমাজ এই ব্যাপক বদলি শুধুমাত্র বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গেই হওয়ার কিছু নেই। তবে, পদক্ষেপ নিতে পারে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ব্যবহার করে বাজারে হস্তক্ষেপ, সুদের হার সংক্রোন্ত নীতি পরিবর্তন অথবা অন্যান্য আর্থিক কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে টাকার পতন কিছুটা রোধ করা সম্ভব হতে পারে। অতীতেও এমন পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে।তবে সামগ্রিকভাবে এই পরিস্থিতি দেশের অর্থনীতির জন্য একটি সতর্কবার্তা হিসেবে দেখা হচ্ছে। শুধুমাত্র স্বল্পমেয়াদি সমাধান নয়, দীর্ঘমেয়াদে আমদানিনির্ভরতা কমানো, জ্বালানি ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা বাড়ানো এবং রপ্তানি বৃদ্ধির মতো পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি হয়ে উঠছে। অর্থনীতির ভিত যত মজবুত হবে, ততই বৈদেশিক ঝুঁকী সামলাতো।

গ্যাসের মজুত পরীাপ্ত, কালোবাজারি অভিযোগ নেই-বিধানসভায় জানালেন খাদ্যমন্ত্রী



আগরতলা, ২০ মার্চ : ত্রিপুরায় রান্নার গ্যাসের মজুত নিয়ে কোনও সংকট নেই এবং কোথাও কালোবাজারি অভিযোগও পাওয়া যায়নি বলে জানালেন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী সুশান্ত টৌথুরী। গত বৃহস্পতিবার বিধানসভায় কংগ্রেস বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায়ের এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি এ কথা বলেন।সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের গ্যাস সিলিভারের মূল্য বৃদ্ধির ঘোষণার পর দেশজুড়ে গ্যাস সংকট ও মূল্য নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। এর প্রভাব রাজ্যেও পড়েছে। এই প্রেক্ষিতে বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায় জানতে চান, ত্রিপুরায় গ্যাসের কালোবাজারি হচ্ছে কিনা এবং রাজ্য সরকার কোনও ভর্তুকি দেওয়ার পরিকল্পনা করছে কি না।উত্তরে খাদ্যমন্ত্রী জানান, বর্তমানে রাজ্যে গ্যাসের সরবরাহ স্বাভাবিক রয়েছে এবং প্রায় এক মাসের মজুত আছে। কোথাও কালোবাজারির সুনির্দিষ্ট অভিযোগ নেই বলেও তিনি উল্লেখ করেন। তবে এ ধরনের কোনও অভিযোগ থাকলে তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানাতে তিনি আহ্বান জানান।মন্ত্রীর উত্তরে সন্তুষ্ট না হয়ে পয়েন্ট অফ ক্লিয়ারিফিকেশন তুলে গোপাল চন্দ্র রায় বলেন, গ্যাস সিলিভারের দাম হাজার টাকারও বেশি হয়ে যাওয়ায় সাধারণ মানুষের ওপর চাপ বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকার ভর্তুকি দেবে কিনা, সেই বিষয়ে স্পষ্ট উত্তর না পাওয়ায় তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

গাড়ি দুর্ঘটনায় আইআইটি বম্বের তিন পড়ুয়ার মৃত্যু

মুম্বই, ২০ মার্চ : আইআইটি বম্বের তিন পড়ুয়ার মৃত্যু হল গাড়ি দুর্ঘটনায়।মুম্বই-পুणे এক্সপ্রেসওয়ের ঘটনা।জানা গেছে, ওই তিন পড়ুয়া পাহাড় থেকে সূর্যোদয় দেখতে বৃহস্পতিবার রাতে বেরিয়েছিলেন। শুক্রবার সকালে ক্যান্সারে ফেরার পথে তাদের গাড়ি দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনা’স্থলেই মৃত্যু হয় তিন জনের।শুক্রবার সকালে মুম্বই-পুणे এক্সপ্রেসওয়েতে একটি ট্রাকটিকে স সঙ্গে সজোরে ধাক্কা লাগে ওই পড়ুয়াদের গাড়ি।

গাড়ির। সংঘর্ষের অভিঘাতে দুমড়েমুচড়ে যায় তাদের গাড়িটি। গাড়ির ভেতরে আটকে পড়েন পড়ুয়ারা। পুলিশ এসে তাদের উদ্ধার করে এমজিএম হাসপাতালে নিয়ে যায় সেখানে চিকিৎসকা। তিন জনকেই মৃত ঘোষণা করেন।একজন বাস চালক এই দুর্ঘটনার খবর দেন পুলিশকে। তিনি বলেন, এক্সপ্রেসওয়ের ভাটান টানেলের কাছে ওই ট্রাকটিকে অতিক্রম করতে যায় পড়ুয়াদের গাড়িটি।

আরজি করে লিফটে আটকে একজনের অস্বাভাবিক মৃত্যু, ক্ষোভ অন্যান্য রোগীর পরিজনদের

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ২০ মার্চ :আরজি কর হাসপাতালের লিফটে আটকে অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। এবার সেই ঘটনার ক্ষোভ উগরে দিলেন হাসপাতালে আসা অন্যান্য রোগীর আত্মীয়েরা। তাঁদের অভিযোগ, হাসপাতালের কোনও ভবনেই লিফটম্যান চিক্কাৎ থাকেন না। তাঁরা বলেন, এই ঘটনার পরে আতঙ্কে রয়েছি। আমাদের দাবি, হাসপাতালের প্রতিটি লিফটে অপারেটর চাই। তাঁদের এও অভিযোগ, সিঁড়ি দিয়েও ওঠা যায় না। কুকুর-বেড়ালে ভর্তি।উল্লেখ্য, আরজি কর হাসপাতালে লিফটে আটকে মৃত্যু হয় অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে ওই ব্যক্তির। শুক্রবার ভোরে এই দুর্ঘটনা ঘটে। প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, মৃত ব্যক্তি দমদমের বাসিন্দা। ভোর চোঁ নাগাদ তিনি হাসপাতালের ট্রাা কোয়ার সেন্টারের লিফটে চেপে পাত তলায় যাচ্ছিলেন। লিফটে আটকে মৃত্যু হয় তাঁরা। চার বছরের ছেলে ও স্ত্রীয়েও সঙ্গে আরজি কর হাসপাতালে এসেছিলেন তিনি। তাঁর ছেলের হাত ভাঙা থাকায় হাসপাতালে অস্ত্রোপচারের কথা ছিল। হাসপাতাল সূত্রে খবর, এ দিন ভোরে ছেলের অস্ত্রোপচারের সঙ্গে ট্রাা কোয়ার বিল্ডিংয়ের পাঁচ তলায় লিফটে করে যাচ্ছিলেন অরুণ। সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্ত্রী ও ছেলে। কিন্তু পাঁচ তলায় ওঠার বদলে লিফটটি হঠাৎ নীচে নামতে থাকে। সেটি বেসমেন্টে চলে যায়। সেখানেই আটকে পড়েন শিশু-সহ তিন জন। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, ঘটনার সময় লিফটে কোনও অপারেটর ছিলেন না। আটকে পড়া মানুষদের চিকিৎসা শুনে সাহায্যের জন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেন অনেকে। কিন্তু অভিযোগ, প্রায় এক ঘণ্টা ঘটে গেলেও লিফট থেকে আটকে পড়া মানুষদের উদ্ধার করার জন্য কাউকে পাওয়া যায়নি। পরে উদ্ধারকারীরা এসে লিফটের দরজা খুলে ভিতর থেকে ওই ব্যক্তির নিখর দেহ উদ্ধার করে।

কোন্নগরের রাজরাজেশ্বরী মঠে বাসন্তী পূজা উপলক্ষে নবরাত্রি পালন

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, কোন্নগর, হুগলি,২০ মার্চঃ জগৎগুরু শ্রী শ্রী শঙ্করাচার্য প্রতিষ্ঠিত কোন্নগর রাজরাজেশ্বরী মঠে বাসন্তী পূজোর সূত সুচনার মধ্য দিয়ে আয়োজিত হলো মাতা জগদম্মার বিশেষ পূজা নবরাত্রি পালন, দেবী মাতার কলস স্থাপন ও নবদুর্গার স্ররূপ হিসেবে মাতা। রাজরাজেশ্বরী দেবীর আরাধনা। প্রতিবছরের মতো এ বছরও বাসন্তী পূজা অনুষ্ঠিত হতে এবারও তিনি জয়ের ব্যাপারে আশ্বাবিশ্বাসী।একই সঙ্গে উন্নয়ন ইস্যুকেও সামনে আনেন বিজেপি নেতা। তার কথায়, বিজেপি বরাবরই উন্নয়নমুখী রাজনীতিতে বিশ্বাসী এবং সেই বার্তাই মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। এলাকার মানুষ উন্নয়নের প্রশ্নে সচেতন এবং সেই কারণেই তাঁরা বিজেপির পাশে থাকবেন বলে মনে করছেন তিনি।রাজ্যের রাজনৈতিক সমীকরণ যে ক্রমশ জটিল হচ্ছে, তা এই ধরনের বক্তব্য থেকেই স্পষ্ট। একদিকে শাসকদের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ, অন্যদিকে বিজেদের জয়ের ব্যাপারে আশ্বাবিশ্বাস-সব মিলিয়ে নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক ময়দান যে আরও উত্তপ্ত হতে চলেছে, তা বলাই যায়। আগামী দিনে এই লড়াই কোন দিকে মোড় নেয়, এখন সেটাই দেখার।



জ্যোতিষপিঠ পন্ডিত আচার্য রবি শঙ্কর দ্বিবেদী। এখানে প্রতিমাকে জীবন্ত নব দুর্গার স্ররূপ রূপে পূজা করা হয়। মন্দিরের গর্ভ গৃহে শুরু হয় অখণ্ড জ্যোতি প্রজ্জ্বলন। নবরাত্রির এই বিশেষ পূজা উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন ঝাড়খণ্ড টাটানগর থেকে আগত শ্রী হুন্ডজি মল্লিক, জ্যোতিষ্পীঠ পণ্ডিত আচার্য রবিশঙ্কর দ্বীবেদী, মঠের প্রধান পুরোহিত ব্রহ্মচারী সচি চন্দ্ররূপ ও মঠের উপপ্রধান পুরোহিত শ্রীধর দ্বিবেদী সহ বিশিষ্ট জনেরা। এই পূজার বিশেষ আয়োজনে ছিলেন মহারাজ প্রভাত পাটোয়ারি, অনুপ পোদ্দার, লক্ষ্মী পোদ্দার, ঋত্বিক মিশ্রা, সৌরভ মিশ্রা, রবি চৌবে প্রমুখ। এই পূজা উপলক্ষে বহু ভক্তের সমাবেশ ঘটেছে।

রাশিফল

মেঘঃ জাতক জাতিকাঁদের নেতৃত্বগুণ বা নেতৃত্বের দক্ষতাকে সঠিক ভাবে কাজে লাগানো উচিত। এটি অন্যদের অনুপ্রাণিত করার সময়। আর্থিক বিষয়গুলোতে সতর্ক থাকা এবং হট করে বা চিন্তাভাবনা না করে কোনও বিনিয়োগ করা থেকে বিরত থাকা অত্যন্ত জরুরি। বৃহঃ শারীরিক লাভে বিশেষ করে মানসিক দুঢ়তার জন্য ধ্যান এবং যোগ করতে শুরু করনা। বাড়িতে কোনও অনুষ্ঠানের আয়োজনের কারণে আপনাকে আজ প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হবে। সংসারে শান্তি।

মিথুনঃ এই দিনটি মিথুন রাশির জাতক জাতিকাঁদের কৌতূহল এবং অনুসন্ধিসু মন তাঁদের জন্য নতুন সাফল্য বয়ে আনতে পারে। শুভদিন কর্কট রাশিঃস্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আপনি আজ এই সূচীত বুঝতে পারবেন যে বিনিয়োগ প্রায়শই আপনায় জন্য খুব উপকারী হিসাবে প্রমাণিত হয়, যে কোনও পুরানো বিনিয়োগ আপনার দ্বারা প্রস্তাবিত লাভজনক রিটার্ন হিসাবে। শুভদিন সিংহঃ এই দিন সিংহ রাশির জাতক জাতিকাঁদের সামাজিক জীবন আজ বেশ সক্রিয় থাকবে নতুন বন্ধু তৈরি করার এবং পুরনো সম্পর্কগুলোকে আরও মজবুত করার চমকক সুযোগ তৈরি হবে। কার্যক উন্নতি কন্যাঃবন্ধুরা আপনাকে কোন বিশেষ ব্যক্তির সাথে আলাপ করাকে যিনি আপনায় চিন্তায় লক্ষ্যণীয় প্রভাব ফেলবেন। প্রাচীন জিনিস অর্জন গয়নায় বিনিয়োগ লাভ এবং সমৃদ্ধি আনবে। নানাতানিয়ার প্রাচুর্যপূর্ণ খুশি উৎস হবে। বিদেশ যাত্রা শুভ তুলাঃজাতক জাতিকারা কোনও পুরনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলে আনন্দপ্রিত হবেন এবং পুরনো স্মৃতিগুলো পুনরায় জীবন হয়ে উঠবে। সন্তান হতে পারে আজকে বৃচ্চিকঃআপনার স্বামী বা স্ত্রীর বিশৃপ্ত হৃদয় এবং সাহসী মেজাজ খুশি দিতে পারে। বিশেষ জাত আছে এমন যে কোন কিছুতে আর্থিক জোগান দিতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির তৈরী থাকবেন। শুক্র রং লালহবে ধনুঃএই দিনটি ধনু রাশির জাতক জাতিকাঁদের জন্য উসাহ ও উদ্দীপনায় পরিপূর্ণ একটি দিন হতে চলেছে। কাজের সুযোগ আজ হবে মকরঃ আপনার আত্মবিশ্বাস এবং শক্তি আজ খুব বেশী হবে। আপনার সন্তানদের কারণে আজ আপনি অর্থনৈতিক সুবিধা অর্জন করতে পারেন। এটি আপনাকে খুব আনন্দিত করবে। বিবাহের যোগ।

কুন্তঃ এই দিন কুন্ত রাশির জাতক জাতিকাঁদের আর্থিক অবস্থার উন্নতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, তবে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া অত্যন্ত জরুরি। আর্থিক উন্নতি হতে পারে মীনঃ আপনার জন্য কোনটি শ্রেষ্ট তা কেবল আপনিই জানেন- কাজেই শক্ত হোন এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফলাফলের সাথে বিচার জন্য তৈরী হোন। সংসারে শান্তি ফিরে আসতে পারে আজকে। বিবাহের যোগ হতে পারে আজ।

আবহাওয়া

বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প ফলভায়ে প্রবেশ করছে। তার ফলে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ঝড়বৃষ্টির অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। আগামী কয়েক দিন ঝড়বৃষ্টি চলতে পারে জেলায় জেলায়। দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি, ঝড় এবং শিলাবৃষ্টি হতে পারে। ঝড়ের গতি হতে পারে ৬০ থেকে ৭০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা। উত্তরবঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। সেই সঙ্গে উত্তরের জেলাগুলিতে হতে পারে শিলাবৃষ্টিও। আপাতত একাধিক জেলায় কমলা সতর্কতা জারি করেছে হাওয়া অফিস। কলকাতাতেও বৃষ্টি হবে। তবে এখানে ভারী বৃষ্টি বা প্রবল ঝড়ের সম্ভাবনা এখনই নেই। বিক্ষিপ্ত ভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি এবং ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে শহরে।শুক্রবার ঝড়বৃষ্টি হতে পারে দক্ষিণবঙ্গে। পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, বাকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, হুগলি এবং হাওড়ায় ৭০ কিলোমিটার বেগে ঝড়ের সতর্কতা রয়েছে। সঙ্গে হতে পারে শিলাবৃষ্টি। বাকি জেলাগুলিতে ঝড়ের বেগ থাকবে ৫০-৬০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা। উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ারে অতি ভারী বর্ষণের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ভারী বৃষ্টি এবং শিলাবৃষ্টি হবে দার্জিলিং, কালিঙ্গপুর এবং জলপাইগুড়ির কোনও কোনও অংশে।আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯০শত কতা এবং বর্ধমান ৫৫ শতকরা হতে পারে। বৃষ্টিপাত হয়েছে বলে জানা যায়।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ১১টা ৫৫মিনিট এবং রাত ০৮ টা ৫৫মিনিট। ভাটা-দুপুর ১২টা ৫৪মিনিট এবং রাত ১০টা ৫৪মিনিট। সূর্য:উদয় :সকাল ৫টা ৫৪মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত্য হবে আজ ৫টা ৪৭মিনিটে হতে পারে।

যানজটমুক্ত করার লক্ষে জিততে মরিয়া জয়নগরের এস ইউ সি আই-র নিরঞ্জন নস্কর

দূরস্ববার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর, ২০ মার্চ : এক সময় জয়নগরই ছিল এস ইউ সি আই এর দুর্গা শিবদাস ঘোষ, সুবোধ ব্যানার্জী থেকে শুরু করে দেবপ্রসাদ সরকার, তরুণ কলিকতা নস্করের মতন মানুষ বিধায়ক ছিলেন জয়নগরে। রাজ্যে বামফ্রন্টের অবসান ঘটে ২০১১ সালে। আর সেই বছর তৃণমূলের জেটি শরিক হয়ে এস ইউ সি আই জয়নগর আসনটি তাদের দখলে রাখে। পরে জেটি ভেঙে গেলে ২০১৬ সাল থেকে এই আসন তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে চলে যায়। তবে আসন হাতছাড়া হলেও লড়াইয়ের ময়দান থেকে তারা পিছু হটে নি। ২০২৪ এর পর আবার ২০২৬ ও এই কেন্দ্রে তাদের প্রার্থী নিরঞ্জন নস্কর। ২০২৪ সালে লোকসভা ভোটে এসইউসিআই এর হয়ে জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রে লড়েছিলেন নিরঞ্জন নস্কর। তিনিই আবার জয়নগর বিধানসভা কেন্দ্রে এসইউসিআই প্রার্থী। প্রার্থীর নাম ঘোষণা হতেই নেমে পড়েছেন কমীরা দেওয়াল লিখনের কাজে। প্রার্থী নিজে দেওয়াল লিখনের পাশাপাশি জনসংযোগে নজর দিয়েছে। জয়নগর-মজিলপুর পৌর শহরে যানজট একটি প্রবল সমস্যা। আর এই সমস্যা থেকে শহরকে মুক্ত করাই প্রধান লক্ষ্য নিরঞ্জনবাবুর। জয়নগর মজিলপুর পুরসভা এলাকার সাত নং ওয়ার্ডের তিলিপিডায় বাড়ি নিরঞ্জন বাবুর। তিনি এসইউসিআই দলের ট্রেড কমিটির সদস্য ও বারুইপুর সাংগঠনিক জেলার দলের সম্পাদক। ভোটের প্রচারে বেশিবেে নিরঞ্জনবাবু বলেন, আমি দলের পুরনো কর্মী। লোকসভা ভোটে পরাজিত হওয়ার পরেও জনসংযোগে পিছিয়ে যাইনি। তাই দল প্রার্থী করেছে। গোটা বিধানসভার মধ্যে জয়নগর শহরে ঢোকার মুখে মিত্রগঞ্জ বাজার থেকে শুরু করে জয়নগর স্টেশন মোড় পর্যন্ত সবসময় তীব্র যানজট তিত্তিবিরক্ত মানুষ। শাসক দলের বিধায়ক বিম্বনাথ দাস এই ব্যাপারে উদাসীন। এই যানজট দূর করাই আমার প্রধান লক্ষ্য। প্রয়োজনে এই এলাকায় বহিষাস নির্ধারণে চিন্তা ভাবনাও আছে। আমি বাড়ি বাড়ি ঘুরে চাচারে জোর দিচ্ছি। জয়নগর বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটারেরা বদল চান দুবারের বিধায়কের। দুর্নীতি আর স্বজনপোষক দেখতে দেখতে মানুষ বিরক্ত। তাই আমি জেতার ব্যাপারে আশাবাদী।

বাজাজ জেনারেল ইনস্যুরেন্স বাণিজ্যিক গাড়ির জন্য ‘ইকো অ্যাশিওর’ চালু

দূরস্ববার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ মার্চ : বাজাজ জেনারেল ইনস্যুরেন্স লিমিটেড (পূর্বে বাজাজ অ্যুটোমোবাইল জেনারেল ইনস্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড নামে পরিচিত), ভারতের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় প্রাইভেট জেনারেল ইনস্যুরার, আজ বাণিজ্যিক গাড়ির জন্য ইকো অ্যাশিওর চালু করার কথা ঘোষণা করেছে, একটি নতুন আড়-অন কভার যা বাণিজ্যিক গাড়ির মালিকদের নূনতম নিয়োগ সাথে তাদের গাড়িগুলির মেয়ামতের খরচ আরও দক্ষতার সাথে পরিচালনা করতে সাহায্য করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, সারা ভারত জুড়ে লজিস্টিক, সল্লাই চেনা এবং ব্যবসায়িক গতিশীলতাতে সমর্থন করার ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক গাড়িগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে, মেয়ামতের খরচ বৃদ্ধি, বুদ্ধিগত ও বক্ষণাবেক্ষণের খরচ এবং বাণিজ্যিক গাড়ির দুর্বলতা, প্রায়শই গাড়ির মালিক এবং অপারেটরদের জন্য মেয়ামত ব্যয়বহুল করে তোলে। বিস্তৃত মেয়ামতের কভারেজ, নির্ভরযোগ্য মেয়ামতের বিকল্প এবং উন্নত সুরক্ষা সুবিধা প্রদান করে এই চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবিলা করার জন্য ইকো অ্যাশিওর তৈরি করা হয়েছে। আড়-অন দুটি বিকল্প উপলব্ধ ইকো অ্যাশিওর এমেনশিয়াল এবং ইকো অ্যাশিওর অ্যাডভান্সেজ, কাস্টমারদের তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী একটি প্ল্যান বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রিবিলিতি দেয়। ইকো রিপেয়ার কভারের মুক্ত সুবিধাগুলি হল যে এটি মেয়ামতের জন্য রিকশিনশন করা পার্টস ব্যবহার করার সময় ডেভিসিয়েশনের উপর ১০০ শতাংশ ছাড় অফার করে মেয়ামতের খরচ কম করতে সাহায্য করে। যদি নতুন পার্টস মেয়ামত করার জন্য বেছে নেওয়া হয়, তাহলে এটি নির্বাচিত প্ল্যানের উপর নির্ভর করে ২৫ শতাংশ পর্যন্ত ডেভিসিয়েশন ছাড় প্রদান করে। ইকো অ্যাশিওর – বাণিজ্যিক গাড়ির জন্য, ক্রেতার সময় বাধ্যতামূলক ক্কেট নেওয়ার যোগ্য পরিমাণও দূর করে, যা কাগজপত্রের মেয়ামতের সময় তাত্ক্ষণিক পকেট থেকে হওয়া খ রচ কমাতে সাহায্য করে। আড়-অনের মধ্যে সাধারণত ক্ষতিগ্রস্ত উপাদান যেমন ব্যাট্‌স, ব্যাপ্পার, বোল্টেঁ এবং সাইড পার্টসের জন্য ইনবিল্ট সুরক্ষা কভারেজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা নিয়মিত মেয়ামতের পরিহিতির জন্য বিস্তৃত কভারেজ নিশ্চিত করে।

এলপিজির দামে ধাক্কা

অটো-বাস সঙ্কটে ভোগান্তির আশঙ্কা কলকাতায়

দূরস্ববার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, ২০ মার্চ : নির্বাচনের আবহে কলকাতার গণপরিবহণ ব্যবস্থায় ক্রমশ জটিলতা বাড়ছে। এরই মধ্যে অটোতে ব্যবহৃত এলপিজির দামে নতুন করে বৃদ্ধি পরিস্থিতিকে আরও কঠিন করে তুলেছে। বৃহস্পতিবার মধ্যরাত থেকে শহরে প্রতি লিটার এলপিজির দাম বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭০ টাকা ৬৮ পয়সা;এক লাফে প্রায় ৮ টাকা বৃদ্ধি। এর আগে মার্চের শুরুতেই দাম ৫৭.৬৮ টাকা থেকে বেড়ে ৬২.৬৮ টাকায় পৌঁছেছিল। এই মূল্যবৃদ্ধির জেরে এমনিতেই রাস্তায় অটোর সংখ্যা কমে গিয়েছে প্রায় ৩০ শতাংশ।



হেঙুলি চলাছে, সেগুলিও অনিয়মিত এবং অনেক ক্ষেত্রে ভাড়া দ্বিগুণ নেওয়ার অভিযোগ উঠছে। ফলে সাধারণ যাত্রীদের নিত্যযাত্রায় চরম ভোগান্তির মুখে পড়তে হচ্ছে। অন্যদিকে, বিধানসভা নির্বাচনের কারণে আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই রাস্তায় বাসের সংখ্যাও কমতে শুরু করবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। নির্বাচন পরিচালনার কাজে ইতিমধ্যেই বিপুল সংখ্যক সরকারি ও বেসরকারি বাস রিকুইজিশন করা হয়েছে। বাসমালিকদের দাবি, প্রায় ১৬০০ বেসরকারি বাস ইতিমধ্যেই তুলে

নেওয়া হয়েছে, যেগুলি নির্বাচনী বাহিনীর যাতায়াতে ব্যবহার করা হবে। পরিবহণ দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, কলকাতা-সহ বিভিন্ন আরটিও এলাকা থেকে আরও বাস, স্কুলবাস, অ্যাপ ক্যাব ও পুলকার সংগ্রহ করা হবে। আগামী মাসের ৫ তারিখ থেকে বাসের সংখ্যা আরও কমতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন বাসমালিকরা। এছাড়াও, অসমের নির্বাচনের জন্য উত্তরবঙ্গ থেকে বাস পাঠানোর পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে। ফলে শহর ও শহরতলিতে পরিবহণ সংকট আরও ঘনীভূত হতে পারে। পরিস্থিতি আরও জটিল করাছে আন্তর্জাতিক অস্থিরতার প্রভাব। ইরান থেকে দূপুর বারোটো পর্যন্ত পন্যবাহী গাড়ি চলাচল বন্ধ থাকবে বলে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। এই সময় কলকাতা বন্দর মুখী যান চলাচলের উপরেও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। আজ রাত দশটা থেকে আগামীকাল দুপুর বারোটো পর্যন্ত মধ্য কলকাতার রোড রোডে যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে। লেনিন সরণি ও বকি আহমেদ কিপওয়াই রোডেও ভোর চারটে থেকে দুপুর বারোটো পর্যন্ত ট্রাম চলাচল করবে না। এছাড়াও ৮২ টি রাস্তায় যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

ডিজিটাল প্রচারে কড়া নজর নির্বাচন কমিশনের, সোশ্যাল মিডিয়া বিজ্ঞাপনে স্বচ্ছতার নতুন বিধি

দূরস্ববার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, ২০ মার্চ : পশ্চিমবঙ্গের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে বাসের রেখে আদর্শ আচরণবিধি জারি হওয়ার পর থেকেই প্রচার প্রক্রিয়ায় কড়াকড়ি বাড়াচ্ছে নির্বাচন কমিশন। তবে এবার নতুন কেবল ময়দানের সভা বা দেওয়াল লিখনে নয়; বরং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মেও। বর্তমান সময়ে ফেসবুক, এক্স (প্রাক্তন টুইটার) এবং ইউটিউবের মতো সোশ্যাল মিডিয়া মাধ্যম রাজনৈতিক প্রচারের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। এই বাস্তবতাকে মাথায় রেখেই ডিজিটাল প্রচারের খরচ এবং বিজ্ঞাপনের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে একাধিক নতুন নির্দেশিকা জারি করেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী, যেকোনো রাজনৈতিক দল বা প্রার্থী যদি টেলিভিশন, রেডিও, খবরের



টাকার ব্যবহার রূপতে কমিশন জানিয়েছে, ভোট প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার ঠিক ৭৫ দিনের মধ্যে প্রতিটি রাজনৈতিক দলকে তাদের ডিজিটাল ও নেট মাধ্যমের প্রচারের যাবতীয় ব্যয়ের হিসাব জমা দিতে হবে। কোন প্ল্যাটফর্মে কত টাকা খরচ করা হয়েছে, তার ভাউচার এবং তথ্যপ্রমাণ সহ এই রিপোর্ট জমা দিতে হবে। যদি কোনো দল এই সময়সীমার মধ্যে হিসাব দিতে ব্যর্থ হয়, তবে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে। খবরের ছদ্মবেশে বিজ্ঞাপন বা ‘পেইড নিউজ’ ভারতীয় নির্বাচনের একটি দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা। নির্বাচন কমিশন স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, এমসিএমসি (এমসিএর রাজ্য স্তরে ২৪ খণ্টা নজরদারি চালাবে। যদি কোনো খবর ‘পেইড নিউজ’ হিসেবে প্রমাণিত হয়, তবে সেই খবরের জন্য বয় হওয়া অর্থশ

ংশিষ্ট প্রার্থীর নির্বাচনী ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সংবাদমাধ্যম এবং প্রার্থীর বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হবে। কমিশন সূত্রে খবর, পশ্চিমবঙ্গসহ আসন্ন ভোটমুখী রাজ্যগুলিতে ইতিমধ্যেই কয়েকশো ব্যাব পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। তারা জেলা শাসকের দপ্তরের অধীনে থাকা এমসিএমসি সেলের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করবেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রভাবশালীদের মাধ্যমে করানো প্রচারের খরচও এবার প্রার্থীর ব্যয়ের খাতায় ধরা হবে। জাতীয় নির্বাচন কমিশনের এই ধারাবাহিক নির্দেশিকা রাজনৈতিক মহলে যথেষ্ট আলোড়ন তুলেছে। অনেকেই একে কমিশনের ‘ডিজিটাল সার্জিক্যাল স্ট্রাইক’ বলেই অভিহিত করছেন, যার মূল লক্ষ্য নির্বাচনী প্রচারে অর্থের অপব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা এবং সাধারণ ভোটারদের কাছে নির্ভুল ও স্বচ্ছ তথ্য পৌঁছে দেওয়া। এখন দেখার বিষয়, এই উদ্ভেজনাপূর্ণ নির্বাচনী লড়াইয়ে রাজনৈতিক দলগুলি কতটা নিয়ম মেনে নিজেদের প্রচার চালায়।

হাওড়ার কাজিপাড়ায় রামনবমী শোভাযাত্রায় সবুজ সংকেত

হাই কোর্টের, শর্ত অংশগ্রহণ ও সময়সীমা সম্পর্কিত

দূরস্ববার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, ২০ মার্চ : হাওড়ার কাজিপাড়ায় রামনবমী উপলক্ষে শোভাযাত্রা করার ক্ষেত্রে শর্তন্যাপেক্ষে অনুমতি দিল কলকাতা হাই কোর্ট। শুক্রবার বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য-এর বৈধে আগামী ২৬ মার্চ বিকেল ৩ট থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত শোভাযাত্রা করার অনুমতি দিয়েছে। তবে এই অনুমতির সঙ্গে একাধিক বিবিনিযেধও জুড়ে দেওয়া হয়েছে, যাতে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকে। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, সর্বাধিক ৫০০ জন অংশগ্রহণকারীকে নিয়েই শোভাযাত্রা আয়োজন করা যাবে। কোনওরকম ধাতব অস্ত্র বহন বা প্রদর্শন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যদিও প্রতীকী অস্ত্র ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে বিচারপতির নির্দেশ, শোভাযাত্রা যেন সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয় এবং নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যেই শেষ করতে হবে। উল্লেখ্য, কাজিপাড়ার রামনবমীর শোভাযাত্রার জন্য আয়োজকদের তরফে আগে পুলিশের কাছে অনুমতি চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু শোভাযাত্রার রুট নিয়ে আপত্তি জানিয়ে অনুমতি দেয়নি পুলিশ প্রশাসন। এরপরই আয়োজকরা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন। মামলার গুনানিতে

বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য পর্যবেক্ষণ করেন, গত বছর একই রুটে শোভাযাত্রার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। ফলে এ বছর নতুন করে আপত্তি তোলা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে এবং তা সংশ্লিষ্ট জম্ম দিতে পারে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। এদিকে, রাজ্যে ইতিমধ্যেই রামনবমী উদ্‌যাপনের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে হিন্দু জগরণ মঞ্চ। অন্যদিকে, বিধানসভা নির্বাচনের আবহে কোনও রকম অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে তৎপর পুলিশ প্রশাসনও। আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে কলকাতার পুলিশ কমিশনার অরুণ নন্দা দাখিল নেওয়ার পরই বিষয়টি নিয়ে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করেন। শহর ও সংলগ্ন এলাকায় নজরদারি জোরদার করার পাশাপাশি সংদেরশীল এলাকাগুলিতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েননের পরিকল্পনাও করা হয়েছে। সব মিলিয়ে, নির্বাচন ও উৎসবের আবহে যাতে কোনও অশান্তি না ছড়ায়, সেদিকে নজর রেখে আদালত ও প্রশাসন উভয়েই সতর্ক ভূমিকা নিচ্ছে। এখন দেখার, নির্ধারিত শর্ত মেনে কতটা শান্তিপূর্ণভাবে শোভাযাত্রা সম্পন্ন করা যায়।

একদিনে দুই সরকারি হাসপাতালে দেহ উদ্ধার, আর জি করের পর এসএসকেএমেও চাঞ্চল্য

দূরস্ববার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, ২০ মার্চ : একই দিনে রাজ্যের দুই গুরুত্বপূর্ণ সরকারি হাসপাতালে দেহ উদ্ধারের ঘটনা কৈরা কৈরা ছড়িয়েছে। শুক্রবার সকালে এসএসকেএম হাসপাতাল-এ এক যুবকের ব্লুস্‌ট দেহ উদ্ধারের ঘটনায় উদ্বেগ বাড়ছে। এর কয়েক ঘণ্টা আগেই আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল-এ আর এক ব্যক্তির অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা সামনে আসে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এসএসকেএম হাসপাতালে কম তৃণমূলের নাম ইমরান সর্দার (২২)। তিনি গ্যাস্ট্রো বিভাগে চুক্তিভিত্তিক সাফাইকর্মী হিসেবে কর্মরত ছিলেন। শুক্রবার সকালে হাসপাতালের কর্মীরা তাঁর ব্লুস্‌ট দেহ দেখতে পান। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশে খবর দেওয়া হয়। দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, এটি আত্মহত্যার ঘটনা হতে পারে। তবে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে ময়নাতদন্তের রিপোর্টের অপেক্ষায় রয়েছে পুলিশ। একইসঙ্গে, যদি আত্মহাতী হয়ে থাকেন, তবে কী কারণে তিনি এমন চরম সিদ্ধান্ত নিলেন, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। ঘটনার জেরে হাসপাতাল

‘গুডউইল-ভরসা-জনসমর্থন’,

অসিত ইস্যুতে সাংসদ রচনার পর্যবেক্ষণ

দূরস্ববার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, ২০ মার্চ : টিকিট না-পাওয়া নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করলেও শোকেমস দলের সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছেন স্থগিরি চুঁচুড়ার বিদ্যায় বিধায়ক অসিত মজুমদার। দলের সভভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর সঙ্গে কথা হওয়ার পর পরিস্থিতি অনেকটাই স্বাভাবিক হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এমনকি তিনি এখন প্রকাশ্যে দাবি করছেন, চুঁচড়া কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী দেবাং ডভ্টাচার্য প্রায় ৪০ হাজার ভোটে জয়ী হবেন। দলের অন্দরে অশান্তির জল্পনার মাঝেই অসিতের অনুগামী কাউন্সিলর ও পঞ্চায়েত প্রতিনিধিরা ইতিমধ্যেই দেবাংর সমর্থনে দেওয়াল লিখন শুরু করে দিয়েছেন। অন্যদিকে, স্থগিরি সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়-ও প্রচার পরিকল্পনায় সক্রিয় ভূমিকা নিচ্ছেন। শুক্রবার প্রচারপর্ব চলাকালীন তিনি জানান, প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে দলের শীর্ষ নেতৃত্ব একাধিক বিষয় বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়। রচনার কথায়, “আগের প্রার্থীকে যদি আমরা আবার আনতে চাই, তা হলে তার গুডউইল (সুনাম), মানুষের বিশাস, রাষ্ট্রা আছে কি না, ভালবাসা কতটা, তা দেখার প্রয়োজন হয়। সে নিয়ে ‘সার্ভে’ (সমীক্ষা) করা হয়। এই জায়গাগুলিতে যদি জয়ী হতে পারেন, তবেই পুরনো প্রার্থীকে ‘রিপিট’ করা হয়। এই ভাবে দল সিদ্ধান্ত নেয়।” অসিতের ক্ষেত্রে কি সেগুলোই কোনওটার অভাব ছিল? তৃণমূল সাংসদের জবাব, এগুলো তাঁরা জানেন না। মমতা এবং অভিষেক

বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে শেষ কথা। তাঁদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। চুঁচুড়ার তৃণমূল প্রার্থীর ভূয়সী প্রশংসা করে রচনা বলেন, “দেবাংও আমার থেকে রাজনীতিতে পুরনো। দিদি (মমতা) এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ওঁকে পাঠিয়েছেন। ওঁর উপর আস্থা রেখেছেন।” রচনা এ-ও জানিয়েছেন, এখন গোষ্ঠীধ্বজ নিয়ে ভাবাবার সময় নেই। দ্বন্দ্ব ভুলে সকলের কাঁধে পাতে হবে। প্রসঙ্গত, গত বৈশাখের নির্বাচনে চুঁচড়া বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল পিছিয়ে পড়েছিল। সেই ফলাফলের পেছনে দলীয় গোষ্ঠীধ্বজে অন্যতম কারণ হিসেবে মনে করা হয়। তবে এবার সেই বিভাজন ভুলে একযোগে প্রচারে নামার ডাক দিয়েছেন নেতারা। দেবাংও ভট্টাচার্যও আত্মবিশ্বাসী। তাঁর দাবি, “পাঁচ বছর আগে একটি রিয়ালিটি শোয়ে রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার পরিচয়। দিদি অ্যাক্সারিৎ করছিলেন। আমি গুরুত্ব রাউতে পিছিয়ে ছিলাম। আস্তে আস্তে প্রথম হয়েছিলাম। এখানেও দিদি অ্যাক্সরিৎ করছেন। লাস্ট রাউন্ডে গিয়ে এখানেও ছন্ডা হাকিয়ে জিতব।” অন্যদিকে, অসিত মজুমদার জানান, ‘গোষ্ঠীধ্বজ’ শব্দটাই সংবাদমাধ্যম তৈরি করেছে। প্রার্থী না হওয়ায় সাময়িক অভিমান তৈরি হয়েছিল টিকিট, কিন্তু এখন তা কাটিয়ে উঠে তিনি দলের প্রার্থীর জয়ের লক্ষ্যে কাজ করছেন। সে মিলিয়ে, ভোটের আগে চুঁচুড়ার তৃণমূলের অন্দরের মতভেদ মিটিয়ে এক্ষের বার্তা দেওয়ার চেষ্টা স্পষ্ট।

ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষে বিভিন্ন রাস্তায় যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করবে কলকাতা পুলিশ

দূরস্ববার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, ২০ মার্চ : আগামীকাল ঈদ উল ফিতর উপলক্ষে কলকাতা পুলিশ শহরের বিভিন্ন রাস্তায় যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করাবে। অজিঞ্জন, এলপিজি, সিলিগুরা, সিএনজি গ্যাস, ওষুধ, সবজি বহনকারী গাড়ি ছাড়া কলকাতা পুলিশের আওতাধীন সব থানা এলাকায় ভোর চারটে থেকে দুপুর বারোটো পর্যন্ত পন্যবাহী গাড়ি চলাচল বন্ধ থাকবে বলে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। এই সময় কলকাতা বন্দর মুখী যান চলাচলের উপরেও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। আজ রাত দশটা থেকে আগামীকাল দুপুর বারোটো পর্যন্ত মধ্য কলকাতার রোড রোডে যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে। লেনিন সরণি ও বকি আহমেদ কিপওয়াই রোডেও ভোর চারটে থেকে দুপুর বারোটো পর্যন্ত ট্রাম চলাচল করবে না। এছাড়াও ৮২ টি রাস্তায় যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

মা কালীর শরণাপন্ন মুর্শিদাবাদের ডেভিড

দূরস্ববার্তা, মিশ্র হালদার, ২০ মার্চ : বিধানসভা নির্বাচনে জিততে এবার মা কালীর শরণাপন্ন হলেন তৃণমূলের বহরমপুর-মুর্শিদাবাদ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অণুব্র স সরকার। ২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের প্রচার শুরুর আগেই শুক্রবার দুপুরে কান্দি শহরের বিখ্যাত শোশাইর-আনুখা কালীমন্দিরে হাজির কান্দির বিদ্যায় তৃণমূল বিধায়ক অণুব্র সরকার ডেভিড। অণুব্র সরকারের এই পদক্ষেপকে রাজনৈতিক মহলে বেশ গুরুত্বও দেওয়া হচ্ছে। মুর্শিদাবাদ জেলার সাংগঠনগঠিত বাদিন্দা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের হলেও হিন্দু সম্প্রদায়েরও উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি রয়েছে। মন্দিরে পূজা দিয়ে প্রচার শুরু করা তৃণমূলের একটি কৌশলগত সিদ্ধান্ত বলে মনে করা হচ্ছে, যাতে সকল সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে সৌভাভূম্যের বার্তা পৌঁছানো যায়। তৃণমূলের বিরুদ্ধে বিজেপি-র মতো বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো বারবার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষকে তোষণের অভিযোগ এনেছে। তাই মন্দিরে পূজা দিয়ে প্রচার শুরু করে প্রথমেই বিজেপি-র প্রচারের অন্যতম একটি অস্ত্রকে ভেঁাতা করে দিতে চাইছে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। এর আগেও বিভিন্ন নির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থীরা মন্দির, মসজিদ বা অন্যান্য ধর্মীয় স্থানে গিয়ে আশীর্বাদ নিয়ে প্রচার শুরু করেছেন, যা দলের ‘সবার জন্য’ নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ২০০৬ সালে অধীর চৌধুরী সমর্থিত নিলল প্রার্থী হিসেবে কান্দি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে প্রথমবার জিতে বিধানসভায় গিয়েছিলেন অণুব্র সরকার। এরপর তৃণমূল কংগ্রেসের যোগ দিয়ে লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা পর্যন্ত তিনি কান্দি বিধানসভার কংগ্রেস বিধায়ক ছিলেন। ২০১৯ সালে কান্দি বিধানসভা উপনির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী সফিউল আমান খান বনু ওই কেন্দ্রে জয়ী হন। এই ঘটনার দু’বছর কাটতে না কাটতেই ২০২১ সালে ফের একবার কান্দি বিধানসভা আসনে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতীকে জয়ী হয়ে বিধানসভায় যান অণুব্র সরকার। জয়ের এই ধারা অব্যাহত রাখার জন্য চোটো প্রচারের প্রথম দিনই কান্দি শহরের জগন্নাথ যশোহাইর-আনুখা কালীমন্দিরে গিয়ে দেবীর আশীর্বাদ নেন অণুব্র সরকার। সেই সময় তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন কান্দি বিধানসভা এলাকার অন্তর্গত বিভিন্ন পঞ্চায়েত, কান্দি পঞ্চায়েত সন্ডিভ এবং পুরসভা ও ব্লক স্তরের একাধিক নেতা। মন্দিরে পূজা দেওয়ার পর তৃণমূল কংগ্রেস সাংগঠনিক জেলা সভাপতি আজ দলের নোকর্মীদেরকে নিয়ে যশোহাইর -১ গ্রাম পঞ্চায়েতের রাস্তায় হেঁটে এবং বাড়িতে গিয়ে নির্বাচনী প্রচার রাখেন। আগামী দিনও একইভাবে বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার চলাবে বলে কান্দি বিদ্যায় বিধায়ক জানিয়েছেন।

কান্দি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে প্রথমবার জিতে বিধানসভায় গিয়েছিলেন অণুব্র সরকার। এরপর তৃণমূল কংগ্রেসের যোগ দিয়ে লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা পর্যন্ত তিনি কান্দি বিধানসভার কংগ্রেস বিধায়ক ছিলেন। ২০১৯ সালে কান্দি বিধানসভা উপনির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী সফিউল আমান খান বনু ওই কেন্দ্রে জয়ী হন। এই ঘটনার দু’বছর কাটতে না কাটতেই ২০২১ সালে ফের একবার কান্দি বিধানসভা আসনে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতীকে জয়ী হয়ে বিধানসভায় যান অণুব্র সরকার। জয়ের এই ধারা অব্যাহত রাখার জন্য চোটো প্রচারের প্রথম দিনই কান্দি শহরের জগন্নাথ যশোহাইর-আনুখা কালীমন্দিরে গিয়ে দেবীর আশীর্বাদ নেন অণুব্র সরকার। সেই সময় তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন কান্দি বিধানসভা এলাকার অন্তর্গত বিভিন্ন পঞ্চায়েত, কান্দি পঞ্চায়েত সন্ডিভ এবং পুরসভা ও ব্লক স্তরের একাধিক নেতা। মন্দিরে পূজা দেওয়ার পর তৃণমূল কংগ্রেস সাংগঠনিক জেলা সভাপতি আজ দলের নোকর্মীদেরকে নিয়ে যশোহাইর -১ গ্রাম পঞ্চায়েতের রাস্তায় হেঁটে এবং বাড়িতে গিয়ে নির্বাচনী প্রচার রাখেন। আগামী দিনও একইভাবে বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার চলাবে বলে কান্দি বিদ্যায় বিধায়ক জানিয়েছেন।

কান্দি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে প্রথমবার জিতে বিধানসভায় গিয়েছিলেন অণুব্র সরকার। এরপর তৃণমূল কংগ্রেসের যোগ দিয়েছেন। তার ফলে দল আরও শক্তিশালী হয়েছে বলে জানিয়েছেন অণুব্র সরকার বলেন, এই বিধানসভা এলাকার সমস্ত পথঘাট, মানুষ আমরা চেনে। নির্বাচনের আগে সকলের বাড়ি বাড়ি যাওয়া এবং আদেদন রাখছি বাংলা বিরোধী শক্তি, বিজেপিকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য। প্রসঙ্গত কান্দি বিধানসভা আসনে এবছর বিজেপি তাদের দলের তরফ থেকে গান্ধী দাস ঘোষকে প্রার্থী করেছে। রাজ্যের মন্ত্রী ফিরাহা হাকিমের প্রাক্তন জামাই ইয়াসের হাদাদপুরে ওই কেন্দ্রে প্রার্থী করেছে হুমায়ুন কবীরের রাজনৈতিক দল, আম জনতা উয়ান পাটি। কংগ্রেস এখনও তাদের দলের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেনি।

নিউটাউনে অ্যাপ কাবে মিলল ২৫ লক্ষ টাকা, ভোটের আগে তল্লাশিতে বড় সাফল্য পুলিশের

দূরস্ববার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, ২০ মার্চ : ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণার পর থেকেই রাজ্যজুড়ে কড়া নজরদারি শুরু করেছে পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগ। তারই মধ্যে নিউটাউনে তল্লাশি অভিযানে বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থ উদ্ধারের ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। শুক্রবার সকালে নিউটাউন সিটি সেন্টার সংলগ্ন এলাকা থেকে একটি অ্যাপ ক্যাবের ভিতর থেকে প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনায় গুজরাটের এক বাসিন্দাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শূতের নাম সুরাজ ঠাকুর। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বিধানগণের গোয়েন্দা শাখা এবং ইকো পার্ক থানায় পুলিশ যৌথভাবে ওই এলাকায় তল্লাশি চালায়। সন্দেহজনক কয়েকটি গাড়ি থামিয়ে তল্লাশি করা হয়। সেই সময় একটি অ্যাপ ক্যাবের ভিকি খুলতেই উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থ। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, কলকাতার বড়বাজার এলাকা থেকে ওই টাকা নিউটাউনের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তবে এই বিপুল অর্থের উৎস কী এবং কাদের হাতে তা পৌঁছনোর কথা ছিল, তা নিয়ে ধন্দে তদন্তকারীরা। ইতিমধ্যেই ধৃতকে ইকো পার্ক থানায় নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়েছে। শনিবার অভিযুক্তকে বারাসত আদালতে তোলা হবে বলে জানা গিয়েছে। পুলিশ সূত্রে ইঙ্গিত, তাকে নিজস্বের হেঙ্গলজুড়ে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে আরও তথ্য জানার চেষ্টা করা হবে। নির্বাচনের আগে যেআইনি অর্থ লেনদেন রুথতে এই ধরনের তল্লাশি অভিযান আরও জোরদার করা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ। নির্বাচনী মরগুমে এই ঘটনাকে বড় সাফল্য হিসেবেই দেখছে প্রশাসন।

প্রচারে ‘ঘরের ছেলে’ ভাবমূর্তি, ভোটারদের রান্নাঘরে খুন্তি নাড়লেন তৃণমূল প্রার্থী নির্মল মাজি

দূরস্ববার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, ২০ মার্চ : বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে ভিন্নধর্মী ছবি দেখা গেল স্থগিরি গোঘাটে। সাধারণ মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়াতে অভিনব উদ্যোগ নিলেন তৃণমূল প্রার্থী নির্মল মাজি। প্রচারের ফাঁকে একেবারে ভোটারদের বাড়ির রান্নাঘরে খুঁজতে পড়ে তাঁদের সঙ্গে মিশে যাওয়ার চেষ্টা করলেন তিনি। শুক্রবার গোঘাটের দক্ষিণপাড়া এলাকায় প্রচারে বেরিয়ে স্থানীয় এক পরিবারের বাড়িতে ঢুকে পড়েন নির্মল মাজি। সেই সময় বাড়ির মহিলারা রান্নায় ব্যস্ত ছিলেন। হঠাৎ প্রার্থীকে রান্নাঘরে দেখে স্বাভাবিকভাবেই চমকে যান তারা। তবে মুহূর্তের মধ্যেই পরিবেশ হয়ে ওঠে স্বতঃস্ফূর্ত। সেখানেই বসে শুধু খাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেই থামেননি নির্মল। রান্না চলতে দেখে নিজেই খুন্তি হাতে তুলে নেন এবং কিছুক্ষণ রান্নায় হাত লাগান। পরে উঠানো বসে ভাত, ডাল এবং মাছভাজা দিয়ে মধ্যাহ্নভোজন সারেন। স্থানীয়দের সঙ্গে মেলামেশার এই দিগমায় স্পষ্ট বার্তা দিতে চেয়েছেন তিনি। বোঝাতে চেয়েছেন তিনি ‘বহিরাগত’ নন, এলাকারই মানুষ। প্রচারের সময় প্রান্তিক কৃষকদের সঙ্গে আলাপ, প্রবীণদের প্রাথম করে আশীর্বাদ নেওয়া;সব মিলিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছনোর প্রচেষ্টা জারি রেখেছেন। এলাকার বাসিন্দারা প্রার্থীকে এত কাছ থেকে পেয়ে আশ্চুত। তাঁদের অনেকেই জানান, এভাবে ঘরে ঢুকে একজন প্রার্থীর সঙ্গে সময় কাটানো তাঁদের কাছে নতুন অভিজ্ঞতা। এই প্রসঙ্গে নির্মল মাজি বলেন, তৎখানে এসে যেন নতুন ঘর পেরেছি।

সম্পত্তির লোভে হাঁসুয়া দিয়ে কুপিয়ে খুন, অভিযোগের তীর দিদি-জামাইবাবু বিরুদ্ধে



দূরস্ববার্তা, সুমন আদক, ডামজুড়, হাওড়া, ২০ মার্চ : সম্পত্তির লোভে হাঁসুয়া দিয়ে কুপিয়ে খুন, অভিযোগের তীর দিদি-জামাইবাবু সব ভাগ্য-ভাগির বিরুদ্ধে। অভিযোগের খঁজছে পুলিশ। হাওড়ার ডোমজুড়ে উত্তোজন।। সম্পত্তির লোভে এই ঘটনায় আপন শ্যালককে ‘খুন’-এর অভিযোগ উঠেছে জামাইবাবু সহ তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটে হাওড়ার ডোমজুড়ের ভাড়াদর নস্করপাড়া এলাকায়। খুনের পর পরিবারের পলাতক ওই অভিযুক্ত। ঘটনার তদন্তে নেমেছে ডোমজুড় থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, শুক্রবার বড় নাগদ জামাইবাবু বাবলু নস্কর ধারালো অস্ত্র দিয়ে বাড়ির সামনের বাগানে কুপিয়ে ‘খুন’ করে তার শ্যালক রাকেশ নস্করকে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, প্রায় দু’বছর জামাইবাবু বাবলু নস্কর তাঁর স্ত্রী ভারতী এবং দুই ছেলে মেয়েকে নিয়ে ‘সম্পত্তির’ লোভে শ্বশুরবাড়িতেই থাকছিলেন। শ্বশুরবাড়ির জমির ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে প্রায়ই শ্যালক ও জামাইবাবুর মধ্যে কামেলা চলছিল। বৃহস্পতিবার ওই পরিবারের দু’জনের মধ্যে ফের গভণ্ডোলে বাজ। শুক্রবার সকাল থেকে ফের শুরু হয়ে যায় কামেলা। দুপুরে একটি নাগাদ কামেলা চরম আকার নেয়। এরপরই জামাইবাবু বাবলু নস্কর ধারালো হাঁসুয়া নিয়ে রাকেশের উপর ঝাপিয়ে পড়ে বলে অভিযোগ। তাঁর গোটা শরীরের বিভিন্ন অংশে কোপ মারতে থাকে। ঘটনাস্থলে রক্তজড় অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন রাকেশ। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে শরীর থেকে অত্যধিক রক্তক্ষরণের ফলেই তাঁর মৃত্যু হয়। খুনের পর ঘটনাস্থল থেকে চম্পট মেরে বাবলু নস্কর এবং পরিবারের সদস্যরা। মৃতের স্ত্রী শ্রাবতী নস্কর পাল বলেন, ‘জামাই আমাদের ঘরে ঢুকেতে দিত না। আমাকে ভাগা-ভাগি, দিদি, জামাইবাবু মিলে আমার স্বামীকে মার্ডার করে দিত। আমাদের ভিটেতে আমাদেরকেই ওরা থাকতে দিচ্ছিল না। ওরাই একা থাকবে ভিটেতে এমন পরিকল্পনা করেছিল। আজকে ঘরের /ছেলেকে সম্পত্তির লোভে মেরে দিল নন্দ। আজকেও মীমাংসার জন্য সকালে থানায় গিয়েছিলাম। থানা বলেছিল দেখবো।’

রাজ্যে অলিখিত রাষ্ট্রপতি ভাষণ চলছে

বলে অভিযোগ তৃণমূল সুপ্রিমোর



দূরস্ববার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা, ২০ মার্চ : রাজ্যে যেন রাষ্ট্রপতি শাশন জারি চলছে বলে অভিযোগ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলীয় ইন্তেহারা প্রকাশ করতে গিয়ে। পশ্চিমবঙ্গে অলিখিত রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করেছে কেন্দ্র। ঘোষণা জাতীয় নির্বাচন কমিশনার ও কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার প্রেসিডেন্ট রুল জারি করে নির্বাচন জিততে মরিয়া বলে অভিযোগ করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার কলকাতায় এক সাংবাদিক সন্মেলনে এমনটাই অভিযোগ করেন রাজ্যের তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন বঙ্গমন্ড চাটোছোলা ভাষায় দেশের নির্বাচন কমিশনকে তুলেছিলেন করে মুখ্যমন্ত্রী একদম, অতীতের সমস্ত চক্রান্তের তুলনায় এবারের চক্রান্ত নজিরবিহীন। তিনি বলেন, বিজেপি যেনতেন প্রকারে এই রাজ

বৃন্দাবনের রামকৃষ্ণ চ্যারিটবেল হাসপাতালের উন্নত রেডিওথেরাপি ইউনিটকে সহায়তা প্রদান রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর

বৃন্দাবন, ২০ মার্চ : ভারতের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় মিউচুয়াল ফান্ড সংস্থা HDFC মিউচুয়াল ফান্ডের (HDFCF) বিনিয়োগ ব্যবস্থাপক- HDFC অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড (HDFC AMC)-তাদের কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা (CSR) উদ্যোগের অংশ



হিসেবে বৃন্দাবনের রামকৃষ্ণ চ্যারিটেবল হাসপাতালের নতুন অনকোলজি ব্লকে একটি রেডিওথেরাপি ইউনিট স্থাপনে সহায়তা প্রদান করেছে। এই উদ্যোগের ফলে উত্তর ভারত জুড়ে রোগীদের জন্য উন্নত ক্যান্সার চিকিৎসার সুযোগ আরও সুগম ও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। আজ

সুবিধাটি মূলত উত্তর প্রদেশ, দিল্লি এবং রাজস্থানের রোগীদের উপকৃত করবে। যেসব রোগী চিকিৎসার উচ্চ খরচ কিংবা উন্নত স্বাস্থ্যসেবা অবকাঠামোর সীমিত প্রাপ্যতার কারণে সাধারণ চিকিৎসার সুযোগ পেতে বাধার সম্মুখীন হন, তাদের জন্য বিশেষায়িত ক্যান্সার চিকিৎসার সুযোগ উন্মুক্ত করাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য। এই উদ্যোগ প্রসঙ্গে HDFC অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও নবনীত মুনেটি বলেন, ভারতে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের অগ্রগতির জন্য মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ থাকাটা একটি মৌলিক বিষয়। বৃন্দাবনের রামকৃষ্ণ চ্যারিটেবল হাসপাতালে উন্নত রেডিওথেরাপি অবকাঠামো গড়ে তোলার কাজে সহায়তা করতে গেলে আমরা অত্যন্ত সম্মানিত করতাম। HDFC AMC-তে আমরা দুঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উচিত সমাজের সেবা করার মাধ্যমে এবং পূর্ণ যত্ন ও দায়িত্বশীলতার সাথে জাতি গঠনে একটি অর্থহীন ভূমিকা পালন করা। এই উদ্যোগটি ক্যান্সার চিকিৎসার মানোন্নয়ন এবং রোগীদের পরিবারের ওপর থেকে আর্থিক ও মানসিক বোঝা লাঘব করার প্রতি আমাদের অবিচল অঙ্গীকারেরই

সর্বমঙ্গলা বাড়িতে পূজো দিয়ে তৃণমূলকে আক্রমণ বর্ধমান দক্ষিণের প্রার্থীর

সৃজিত দত্ত, বর্ধমান, ২০ মার্চ : তৃণমূল সরকারকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করে নির্বাচনী প্রচার শুরু করলেন বর্ধমান দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র। শুক্রবার বর্ধমানের সর্বমঙ্গলা মন্দির এবং বিরহাটার বরো মা মন্দিরে পূজো দিয়ে তিনি প্রচারের



সূচনা করেন। মন্দিরে পুজো দেওয়ার পর সবাদনামাধ্যমে মুখোমুখি হয়ে মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র বলেন, তৃণমূল সরকার চারিদিকে ব্যাধির মতো ছড়িয়ে পড়েছে, সেই ব্যাধিকে উপড়ে ফেলতে হবে। তার দাবি, তৃণমূলের কোনও আদর্শ বা নীতি নেই এবং গত ১৫ বছর ধরে তারা মানুষের জীবন নিয়ে খিনিমিনি খেলেছে। তিনি আরও বলেন, আসন্ন নির্বাচন আদর্শ ও নীতির লড়াই, পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের মান, সম্মান ও নিরাপত্তা রক্ষার

প্রচার পর্বের প্রথম দিনেই মুর্শিদাবাদে বড় চমক দিলেন বিজেপি প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ২০ মার্চ : মুর্শিদাবাদ জেলায় নির্বাচনী প্রচারের প্রথম তিনি ব্যাপক চমক দিলেন ফরাক্কা বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপির প্রার্থী সুনীল চৌধুরী। বৃহস্পতিবার বিজেপির তরফে দ্বিতীয় দফার যে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করা হয়েছে তাতে মুর্শিদাবাদের ফরাক্কা বিধানসভা কেন্দ্রে থেকে এবার টিকিট দেওয়া হয়েছে প্রাক্তন তৃণমূল নেতা সুনীল চৌধুরীকে। ১৯৯৬ সাল থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত ফরাক্কা বিধানসভা কেন্দ্র কংগ্রেসের দখলে ছিল। পরপর পাঁচবার ওই কেন্দ্রে কংগ্রেসের প্রতিকে বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন প্রয়াত মইনুল হক। ২০২১ সালের নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস ফরাক্কা বিধানসভা কেন্দ্রে জয়ী হলেও দ্বিতীয় নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস বিজেপি প্রার্থী হেমন্ত ঘোষ। ২০২১ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী প্রয়াত মইনুল হক ফরাক্কা বিধানসভা কেন্দ্রে মাত্র ১৯ শতাংশ ভোট পেয়ে তৃতীয় স্থানে ছিলেন। ফরাক্কা বিধানসভা কেন্দ্রে এবার দ্বিতীয় থেকে প্রথম স্থানে উঠে আসতে আশাবাদী কেন্দ্রের ক্ষমতাধর থাকা বিজেপি দল। তার প্রার্থী হিসেবে নাম ঘোষণার পর থেকেই ফরাক্কা বিধানসভা কেন্দ্রের উত্তর থেকে দক্ষিণ চষে ফেলতে শুরু করেছেন সুনীল চৌধুরী। এক সময় ফরাক্কা ব্লকের প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা হওয়ার সুবাদে সুনীল চৌধুরী নখদাগল পরিয়ে ফরাক্কা বিধানসভা এলাকার রাজনৈতিক সমীকরণ।

আর এই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েই শুক্রবার সকালে নির্বাচনী প্রচারের প্রথম দিন তৃণমূল কংগ্রেসে বড়সড় ভাঙন ধরালেন তিনি। আজ সুনীল চৌধুরী নিজের দলের কর্মী সমর্থকদেরকে নিয়ে ফরাক্কা ব্লকের বেওয়া-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের নিশিন্দা এলাকায় ভোট প্রচার চালাতে যান। সেখানে তিনি ৬২ এবং ৬৩ নম্বর বুথ কংগ্রেসের সঙ্গে বৈঠক করার সময় তাঁর হাত ধরে স্থানীয় তৃণমূল কর্মী- সমর্থক আজ বিজেপিতে যোগদান করেন। সুনীলবাবু বলেন, বিজেপি সরকারের নীতি এবং আদর্শের প্রতি উদ্বুদ্ধ হয়ে আজ প্রচুর তৃণমূল কর্মী বিজেপিতে যোগদান করেছেন। বৃহস্পতিবার আমার নাম বিজেপি প্রার্থী হিসেবে ঘোষণার পর থেকে প্রচুর তৃণমূল এবং কংগ্রেস সমর্থক বিজেপিতে যোগদান করার জন্য আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন।



তিনি বলেন, বিজেপি দলের তরফ থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে – এলাকার প্রভাবশালী সমস্ত নেতাদেরকে অপ্রাধিকারের বিজেপিতে ভিত্তিতে যোগদান করানো হবে। প্রার্থী হিসেবে নাম ঘোষণার পর বৃহস্পতিবার সুনীলবাবু এবারের বিধানসভা নির্বাচনে ফরাক্কা কেন্দ্রে বিজেপির প্রতিপক্ষ বলে কেউ নেই। গত পাঁচ বছরে ফরাক্কা বিধানসভা এলাকায় উন্নয়ন একেবারে শুরু হয়ে রয়েছে। এখানকার মানুষ ‘দালাল রাজ’, ‘সিভিকিট রাজ’ বন্ধ করতে চায়। সেই কারণে তাঁরা বিভিন্ন দল থেকে বিপুল সংখ্যায় বিজেপিতে যোগদান করেছেন। সুনীলবাবুর দাবি, আগামী কয়েক দিনের মধ্যে ফরাক্কা বিধানসভা এলাকা থেকে কয়েক হাজার মানুষ বিজেপিতে যোগদান করবেন এবং বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল বিজেপির পক্ষেই যাবে।

জেতার মার্জিন বাড়ানোর লক্ষে গণেশ চন্দ্র মন্ডল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুলতলি, ২০ মার্চ : রাজো একাধিকবার রাজনৈতিক পালাবদল হলেও সুন্দরবনের কুলতলি বিধানসভা কেন্দ্র দীর্ঘদিন ধরেই ছিল ব্যতিক্রমী। রাজ্যের শাসকদলের বিপক্ষে চলতে কুলতলি। স্বাধীনতার পর একবার কংগ্রেস জিতলেও, পরবর্তী তে কংগ্রেস ও বাম আমলে এই কেন্দ্র কার্যত এস ইউ সি আই এর দখলেই ছিল। ২০১১ ও ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্র থেকে জয়লাভ করেন সিপিআইএম প্রার্থী। ফলে কুলতলির বিশেষত্বই ছিল-রাজো যে দলই ক্ষমতায় থাকুক না কেন, এই কেন্দ্র তাদের গালাগলের বাইরে থাকত। তবে ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে সেই দীর্ঘদিনের প্রথা ভেঙে দেন তৃণমূল কংগ্রেসের গণেশচন্দ্র মণ্ডল। তিনি জয়লাভ করে বিধায়ক নির্বাচিত হন এবং নতুন রাজনৈতিক সমীকরণ তৈরি হয় কুলতলিতে। এবার ও দল তার উপর আস্থা রেখে ফের প্রার্থী করেছে। প্রার্থী ঘোষণার পর থেকেই তিনি ময়দানে নেমে পড়েছেন। দলীয় কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে ইতিমধ্যেই ভোটের কৌশল নিয়ে বৈঠক করেছেন এবং শুরু করেছেন জনসংযোগের কাজ। দেওয়াল লিখনেও সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে দেখা যাচ্ছে তাকে। গণেশ চন্দ্র মণ্ডলের দাবি, গত পাঁচ বছরে কুলতলির সার্বিক উন্নয়ন হয়েছে।

মেট্রো রেলে ‘বিশিষ্ট রেল সেবা পুরস্কার’- ২০২৫

কলকাতা, ২০ মার্চ : আজ ২০.০৩.২০২৬ ‘মেট্রো রেল ভবনে’ ‘বিশিষ্ট রেল সেবা পুরস্কার’ (VRSP)-২০২৫ প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় মেট্রো রেলের জেনারেল ম্যানেজার স্ত্যাপ্তংগ এস. মিশ্র, MRWWO-এর সভানেত্রী মধুমিতা মিশ্রের উপস্থিতিতে প্াদনীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। এই অনুষ্ঠানে, এস. মিশ্র-বিভাগের সকল প্রধান আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে-মেট্রো রেলের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসামান্য ও কৃতিত্বপূর্ণ সেবা প্রদানকারী সেরা কর্মী ও আধিকারিকদের মধ্যে পুরস্কার তুলে দেন। মেট্রো রেলের জেনারেল ম্যানেজার বিভিন্ন বিভাগে পাঁচটি দলের হাতে ‘দক্ষতা শির্ট’ তুলে দেন এই দলগুলোর মধ্যে ম্যোপাড়া শপস এবং কালীঘাট মেট্রো স্টেশন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এই অনুষ্ঠানে মেট্রো রেলের সকল বরিশ্ত আধিকারিক এবং কর্মী ইউনিয়ন ও সমিতির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। এই উপলক্ষ্যে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এস. মিশ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত সকলকে অভিনন্দন জানান এবং বলেন যে, এই পুরস্কারগুলো বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের অনুকরণীয় সেবারই এক বিশেষ স্বীকৃতি। মেট্রো রেলের সকল ক্ষেত্রে ধারাবাহিক উন্নতির লক্ষ্যে অবদান রাখার জন্য তিনি অন্যান্য সকল কর্মীকেও ধন্যবাদ জানান।

দুর্গাপুরে দেওয়ালচিত্র বিকৃতির অভিযোগে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ২০ মার্চ : বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারের মাঝেই দুর্গাপুরে রাজনৈতিক উত্তেজনার পারদ চড়ল। শাসক দলের প্রচারের দেওয়ালে আঁকা নেত্রীর ছবিতে গোবর লেপে দেওয়ার অভিযোগ থিরে শুক্রবার চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। ঘটনাটি ঘটে দুর্গাপুর পুরসভার ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডের মায়াবাজারের নয়াবাজার অঞ্চলে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রচারের অংশ হিসেবে দেওয়ালে মলতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর একটি চিত্র অঙ্কিত ছিল। শুক্রবার সকালে দেখা যায়, সেই ছবির উপর অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতীরা গোবর লেপে দিয়েছে। ঘটনাটি প্রকাশে আসতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় তৃণমূল সমর্থকরা। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছন সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী কবি দত্ত। তিনি নিজে হাতে বিকৃত অংশ পরিষ্কার করে দেন এবং কর্মী-সমর্থকদের শান্ত থাকার বার্তা দেন। একইসঙ্গে বিরোধীদের বিরুদ্ধে কটাক্ষ করে এই ঘটনার নেপথ্যে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তোলেন তিনি। অন্যদিকে, এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে বিজেপি। বিজেপি প্রার্থী লক্ষ্মণ ঘোড়ুই দাবি করেন, এটি তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ কৌশলের ফল এবং এর সঙ্গে বিজেপির কোনও সম্পর্ক নেই। ঘটনার জেরে এলাকায় কিছু সময়ের জন্য উত্তেজনা তৈরি হলেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে পুলিশ। সন্ধ্যাকোভেন থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। ভোটের আগে এই ধরনের ঘটনায় রাজনৈতিক চাপানউতোর আরও তীব্র হচ্ছে বলে মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা।

কালীগঞ্জে সিপিআই(এম) দফতরে ভাঙুর, শৃঙ্খলাভঙ্গের দায়ে বহিস্কৃত সাত সদস্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ২০ মার্চ : নদীয়া জেলার কালীগঞ্জে দলীয় কার্যালয়ে ভাঙুরের ঘটনায় কঠোর অবস্থান নিল সিপিআই(এম)। শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে সাতজন সদস্যকে তৎক্ষণাত দল থেকে বহিস্কার করা হয়েছে। শুক্রবার জেলা সম্পাদক মেদালাল শেখ এক বিবৃতিতে এই সিদ্ধান্তের কথা জানান। দলীয় সূত্রে জানা গেছে, বহিস্কৃত সদস্যরা হলেন সহিদুল শেখ, সেন্টু শেখ, জহিরুদ্দিন আহমেদ, অজয় সরকার, মোদাসসের মীর, এম. রহমান এবং হানিক মহম্মদ। অভিযোগ, প্রথম দফার প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পরই এই সদস্যরা দলীয় কার্যালয়ে ঢুকে চোয়ার-টেবিলসহ আসবাবপত্র ভাঙচুর করেন এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেন। মাত্র তিন দিনের মধ্যে এই ক্লাপদক্ষপের মাধ্যমে দল বিক্ষুব্ধ কর্মীদের প্রতি একটি স্পষ্ট বার্তা দিল বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। উল্লেখ্য, গত মঙ্গলবার বামফ্রন্ট যোয়ারদান বিমান বসু ১৯২টি আসনে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন। সেই তালিকায় কালীগঞ্জ কেন্দ্র থেকে সাবিনা ইয়াসমিনকে প্রার্থী করা হয়, যিনি গত বছর রাজনৈতিক সংঘর্ষে নিহত শিশু তামামা খাতুনের মাতা। এই মনোমতীয় ইচ্ছার সূত্রে দলের অধিনায়ক এলাসের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়, যা শেষ পর্যন্ত হাতাহাতি ও ভাঙচুরের রূপ নেয়। প্রসঙ্গত, গত বছর কালীগঞ্জ উপনির্বাচনের সময় বোমা হামলায় ৯ বছর বয়সী তামামা খাতুনের মৃত্যু হয়েছিল। তামামার পরিবার বাম সমর্থক হিসেবে পরিচিত। সাবিনা ইয়াসমিনকে প্রার্থী করার বিষয়টিকে ‘আগে যিনি রাজনীতি’ বলে কটাক্ষ করেছে বিরোধী দলগুলি। তবে সিপিআই(এম) স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, কোনও অবস্থাতেই শৃঙ্খলাভঙ্গ বরাদ্দত করা যেন না।

নির্ভয়ে ভোট দিন অসুবিধা হলে হেফ্‌লাইন নম্বরে ফোন করুন... পুলিশ সুপার এবং জেলাশাসক জিতিন যাদব

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ২০ মার্চ : নির্বাচন ঘোষণা হতেই নির্বাচন কমিশন কোচবিহারের জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারকে বদলি করেছেন। কোচবিহারের নতুন জেলাশাসক হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন জিতিন যাদব এবং পুলিশ সুপার হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন জম্পিত সিং। সাধারণ মানুষ যাতে নির্ভয়ে তাদের ভোট দিতে পারে সেই কারণে ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় বাহিনী কোচবিহারে এসে পৌঁছেছে। শুক্রবার বিকেলে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সাথে কোচবিহার শহরে রুট মার্চ করলেন কোচবিহারের নতুন জেলাশাসক এবং নতুন পুলিশ সুপার। কথা বললেন সাধারণ মানুষের সাথে। সাধারণ মানুষকে নির্ভয়ে ভোট দেওয়ার কথা বললেন। নির্ভয়ে ভোট দিন আমরা রয়েছি পাশাপাশি কোচবিহারের পুলিশ সুপার একটি হেফ্‌লাইন নম্বারও দিলেন পথ চলতি মানুষ ও ব্যবসায়ীদের বললেন যে কোনরকম অসুবিধে হলে সাথে সাথে ফোন করুন খুব দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বারংবার ভোটের আগে এবং ভোটের পরে হিংসার কারণে খবরের শিরোনামে থাকে কোচবিহার। ১৯ লোকসভা, ২১ বিধানসভা অথবা পঞ্চায়েত নির্বাচন। বারংবার রক্তাক্ত হয়েছে কোচবিহারের মাটি রাজনৈতিক সন্ত্রাসে। অন্যান্য বারের তুলনায় এবার নির্বাচন কমিশন অনেক বেশি কড়া ভূমিকা গ্রহণ করছে বলেই মত সাধারণ মানুষের আর যে কারণেই ইতিমধ্যে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে রুট মার্চ করছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। অন্যান্য নির্বাচনের চেয়ে অনেক বেশি কেন্দ্রীয় বাহিনী আনা হয়েছে এই জেলায়। নির্বাচন কমিশন পরিবর্তন করেছে জেলাশাসক পুলিশ সুপারসহ একাধিক আধিকারিককে ইতিমধ্যে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা হয়েছে নির্বাচনী প্রচার শুরু হয়েছে জোরকদমে আর ঠিক তারই মাঝে শুক্রবার কোচবিহার জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারের সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহলা। এই



আশা রাখছি অন্যান্য বারের তুলনায় ভালো নির্বাচন হবে। মোবাইল নম্বর প্রসঙ্গে তিনি বলেন আমাদের কন্ট্রোলরুম খোলা রয়েছে সেই নম্বার আমরা সাধারণ মানুষকে দিচ্ছি পরবর্তীতে আমরা এগুলো বিভিন্ন জায়গায় মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেব যাতে যে কোনরকম সমস্যা দ্রুত সমাধান করা যায়। কোচবিহারে যে জায়গাগুলিতে সন্ত্রাস বেশি সেখানে কি রুট মার্চ বেশি হবে এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন- আমরা নির্দিষ্ট তালিকা তৈরি করছি এবং এলাকাকে চিহ্নিত করা হয়েছে সেই জায়গাগুলিতে রুট মার্চ হবে। তিনি বলেন অনান্য ঘরের থেকে বেশি কেন্দ্রীয় বাহিনী আমরা পাব এই আশা রাখছি। এখনো নির্বাচনের এক মাসেরও বেশি সময় বাকি রয়েছে তাই আগে যেভাবে নির্বাচন কমিশন মাঠে নেমেছে তাতে আশা করা যাচ্ছে শান্তিপূর্ণভাবে মানুষ তার নিজের ভোট নিজে দিতে পারবে। এখন দেখার নির্বাচনের দিন এর কতটা প্রতিফলন হয়।

গ্রীষ্মের মোকাবিলায় প্রস্তুত পূর্ব রেলঃ যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যে বসানো হচ্ছে কয়েকশো ওয়াটার কুলার

কলকাতা, ২০ মার্চ : থামেটিচারে পারদ যত উপরে উঠছে এবং প্রখর গ্রীষ্মের সূর্য দিগন্ত দখল করে নিচ্ছে, একটি বিষয় ততই পরিষ্কার হয়ে উঠছে এই গরমে জলপান কেবল একটি পছন্দ নয়, বরং এটি জীবন বাঁচানোর রসদ। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহে এক গ্রাস ঠাণ্ডা জলের চেয়ে আরামদায়ক আর কিছুই হতে পারে না। একটি সতেজ পানীয় যে কোনো ক্লান্তিকর সফরকে আরামদায়ক করে তুলতে পারে, এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে পূর্ব রেল ইতিমধ্যেই গ্রীষ্মের তাপ মোকাবিলায় সম্পূর্ণ প্রস্তুতি সেরে ফেলেছে। যাত্রীদের জন্য স্বস্তির ছোয়া যাতে মাত্র কয়েক পা দূরেই পাওয়া যায়, তা নিশ্চিত করছে রেল কর্তৃপক্ষ। বছরের এই কঠিন মাসগুলোতে যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যকে অগ্রাধিকার দিয়ে পূর্ব রেল পুরো জোন জুড়ে প্রধান প্রধান জংশন এবং লোকাল স্টেশনগুলিতে উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন ওয়াটার কুলার বসানোর একটি বিশাল উদ্যোগ

শিয়ালদহ ডিভিশনে ১০২টি স্টেশনে ১২৪ টি ইউনিটের মাধ্যমে ব্যাপক কভারেজ নিশ্চিত করা হয়েছে। মালদা ডিভিশনে ৩৪টি স্টেশনে ৯৬টি ওয়াটার কুলার সফলভাবে স্থাপন করা হয়েছে এবং আসানসোল ডিভিশন তাদের ২৫টি স্টেশনে মোট ৬৮ টি কুলিং ইউনিট বসিয়েছে। পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শিবরাম মাঝি জানিয়েছেন যে, জোন জুড়ে কৌশলগতভাবে এই কয়েকশো ওয়াটার কুলার স্থাপনের মাধ্যমে পূর্ব রেল এটি নিশ্চিত করছে যে, কোনো যাত্রী মালদা ডিভিশনের কোনো ছোট স্টেশনে থাকুন বা হাওড়ার ব্যস্ত প্ল্যাটফর্মে- ঠাণ্ডা জল নেন সবসময় তাদের নাগালের মধ্যেই থাকে। তিনি আরও জোর দিয়ে বলেন যে, এই উদ্যোগটি পুরো গ্রীষ্মকাল জুড়ে প্রতিটি যাত্রীর জন্য একটি নিরব্রয়, আরামদায়ক এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে একটি শীতল ভ্রমণ অভিজ্ঞতা প্রদানের প্রতি রেলওয়ের উৎসর্গকে প্রতীক্ষিত করে।

উন্নয়নের সামনে রেখে পুজো দিয়ে জনসংযোগে জয়নগরের বিজেপি প্রার্থী অলোক হালদার

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর, ২০ মার্চ : রাজ্যে ডাবল ইঞ্জিন সরকার গড়ার লক্ষ্যে এবং জয়নগর সহ রাজ্যের পরিবর্তনকে সামনে রেখে প্রচার শুরু করলো শুক্রবার বিজেপি প্রার্থী জয়নগরে। বৃহস্পতিবার বিকালে নাম ঘোষণার পর থেকেই নেমে পড়ে প্রার্থী শুক্রবার সকালে জয়নগর বিধানসভার ময়দার জাগ্রত পাতাভেদী কালী মন্দিরে পুজো দিয়ে জনসংযোগের মধ্যে দিয়ে আনুষ্ঠানিক প্রচার শুরু করেন জয়নগরের বিজেপি প্রার্থী তরুণ যুবক অলোক হালদার। ১৯৯৩ সালের ২১ মার্চ জয়নগর বিধানসভার মায়াহাউডি পঞ্চায়েতের দক্ষিন পদুমায় জন্মগ্রহন করেন অলোকা শিক্ষাগত যোগ্যতা বি এস সি অনার্স, বি এডা ২০০৮ সালে বিজেপির ছাত্র সংগঠন এবিডিপির সাথে যুক্ত হয়ে রাজনৈতিক জীবন

রাস্তা করতে। বাড়ি বাড়ি জল পৌঁছে দেওয়ার কাজ শেষ করতে। এছাড়া স্বাস্থ্য, পরিবহন শিক্ষার দিকে নজর দেওয়াই আমার মূল লক্ষ্য। আমি চাই শাসক দলের দুর্নীতি থেকে জয়নগরকে মুক্ত করতে। এদিন বিজেপি প্রার্থীর সাথে ছিলেন প্রাক্তন জেলা সভাপতি দেবত্যা আচার্য, গত দুব্বারের লোকসভার পরাজিত বিজেপি প্রার্থী ড। অশোক কাভারী সহ ৫ টি মন্ডলের সভাপতি সহ বহু কার্যকতগান।

নিউটেনশ্র আবেদনকারী রায়চের নামঃ ১) লিপিকা দত্ত (সুকুন) স্বামী- তন্ময় দত্ত ২) তন্ময় দত্ত পিতা- মনোদুন্দুদা দত্ত স্বামোজানরানা দাঃঃ- নিরঞ্জন চন্দ্র চৌধুরী টিকানাঃ নিউ সার্কুলার রোড, জলপাইগুড়ি গ্রহীতাঃ ১) লিপিকা দত্ত (সুকুন) ২) স্বামী- তন্ময় দত্ত

আমোজানরানা নং ও সনঃ I-3174 নং বহি 06.07.99 নং বহি আমোজানরানা বলে দলিল নং ও সনঃ I- 1899, Date 17.04.2002

নামজারি কেস নংঃ MN/2026/0702/609, 610 উক্ত আমোজানরানা বলে দলিল অস্বামী উপরোক্ত নিউটেনশ্র এর বিষয়ে বক্তব্য। আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবার একমাসের মধ্যে সরস সন্টি ভূমি ও ভূমি সংস্থার আধিকারিকের কাছে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আমোনিটি সম্পর্কিত করা হবে।

দলিলে বর্ণিত তথশিল্প সম্পর্কিত বিবরণ পরিমাপ এবং বিভিন্ন সহি ক্রেতা। গ্রহীতা ও বিক্রেতা। দাতার নাম ও টিকানা নিরূপণঃ

১) লিপিকা দত্ত (সুকুন) ২) স্বামী- তন্ময় দত্ত পিতা- মনোদুন্দুদা দত্ত নিউ সার্কুলার রোড, জলপাইগুড়ি মৌজা- বাড়িয়া, প্লট নং- ২০, দাগ নং 179, পরিমন- 0.002 ও 0.002 (আয়শে নংঃ ১০০০- I.S.২/২০২৪ তারিখ ২৭.০২.২০২৪ অনুসারে বিজপ্তি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্থার ও পরগণারী ত্রাল ও পূর্ববর্তিন দত্তের দ্বারা ব্যবহৃতকৃত) বিজপ্তি দাতার নামঃ ১) লিপিকা দত্ত এবং ২) তন্ময় দত্ত স্বামীঃ তন্ময় দত্ত টিকানাঃ নিউ সার্কুলার রোড, জলপাইগুড়ি

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE
NOTICE INVITING SHORT NQ NO. 14 OF 2025-2026 OF THE ASSISTANT ENGINEER, SERAMPORE SUB DIVISION, P.W.D.
Additional requirement and supply of 10 nos. Bed, 07 Mattress, 02 nos. Carton for partition, 05 nos. PVC table with Cover for the use of CAPF at Amulyakanan Bus Stand (2nd Floor), Serampore, Hooghly and Additional requirement of 01 no. Carton for partition regarding CAPF accommodation at Amulyakanan Bus Stand (1st Floor), Serampore, Hooghly under Serampore P.S. of Chandannagar Police Commissionerate for upcoming West Bengal Legislative Assembly Election 2026 under Serampore Sub Division (PWD) of Hooghly Division (PWD) during the year 2025 – 26. Bid submission start date: 21.03.2026 Bid Submission Closing Date: 23.03.2026 Details may be downloaded from the office of the u/s in working hours or from the Departmental website http://pwdwb.in Corrigendum, if any will be published in website only.
Assistant Engineer, P.W.D. Serampore Sub Division

কিছু ভুলগুলো করলে রুষ্ঠ হন মা লক্ষ্মী, সংসারে নামবে চরম অর্থকষ্ট

সংসারে সুখ-শান্তি, সমৃদ্ধি আর আর্থিক স্বচ্ছলতা বজায় রাখতে আমরা প্রতিদিন কত পরিশ্রমই না করি! সকাল থেকে রাত পর্যন্ত নিরলস পরিশ্রমের একটাই লক্ষ্য-পরিবারের মুখে হাসি ফোটানো। কিন্তু জানেন কি, আমাদের অজান্তেই করা কিছু ছোট ভুল ধীরে ধীরে নষ্ট করে দিতে পারে সেই সুখের ভিত্তি? প্রাচীন ভারতীয় বাস্তু মত অনুযায়ী, দিনের নিরদিষ্ট সময়ের কিছু আচরণ আমাদের জীবনে ইতিবাচক বা নেতিবাচক প্রভাব ফেলো। বিশেষ করে সৃষ্টিরের পর কিছু কাজ করা একেবারেই অনুচিত বলে মনে করা হয়। বিশ্বাস করা হয়, এই ভুলগুলিই সংসারে ডেকে আনতে পারে অশান্তি, আর্থিক সংকট এমনকি মান-সম্মানের ক্ষতিও। চলুন জেনে নেওয়া যাক-রাতের কোন কাজগুলো ভুলেও করা উচিত নয়। বাস্তবাস্ত্বে ঝাঁটকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বস্তু হিসেবে গণ্য করা হয়। অনেকেই জানেন না,

ঝাটা প্রতীকীভাবে গৃহলক্ষ্মীর সঙ্গে যুক্ত। তাই সন্ধ্যার পর ঝাটা দেওয়া অশুভ বলে ধরা হয়। বিশ্বাস করা হয়, সৃষ্টিস্তের পর ঘর ঝাড়ু দিলে ঘরের ইতিবাচক শক্তি বেরিয়ে যায় এবং গৃহলক্ষ্মী রুষ্ট হন। এর ফলে ধন-সম্পদের ক্ষয় হতে পারে এবং সংসারে অশান্তি দেখা দিতে পারে। শুধু তাই নয়, ঝাটা কোথায় রাখা হচ্ছে সেটাও গুরুত্বপূর্ণ। ঝাটা কখনও খোলা জায়গায় বা সবার চোখের সামনে রাখা উচিত নয়, বরং সেটিকে ঘাটা আলি বা ঢাকা দিয়ে রাখা উচিত, যাতে ঘরের শুভ শক্তি বজায় থাকে। রান্নাঘরকে বলা হয় গৃহের প্রাণকেন্দ্র। এটি শুধু খাবার তৈরির জায়গা নয়, বরং এটি অল্পপূর্ণ-র অধিষ্ঠানস্থল বলেও মানা হয়। অনেকেই রাতের খাবার শেষে ক্লাস্ত হয়ে এটো বাসন সিল্কে ফেলে রাখেন। কিন্তু বাস্তবাস্ত্র বলেছে, এই অভ্যাস অত্যন্ত অশুভ। এতে ঘরে নেতিবাচক শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং ধন-সম্পদের অপচয় হয়। বিশ্বাস



ইতিবাচক শক্তি বজায় থাকে এবং অন্ন-বস্ত্রের অভাব হয় না। আধুনিক জীবনে সময়ের অভাবে অনেকেই রাতের নখ কাটা বা চুল কাটার মতো কাজ করে থাকেন। কিন্তু বাস্তবাস্ত্র অনুযায়ী, এই অভ্যাস একেবারেই অনুচিত। বিশ্বাস করা হয়, রাতের নখ বা চুল কাটলে ঘরে নেতিবাচক শক্তির প্রবেশ ঘটে। এর ফলে পরিবারের

সদস্যদের স্বাস্থ্যের উপর খারাপ প্রভাব পাতে পারে। শুধু তাই নয়, এটি সামাজিক মর্যাদা এবং ব্যক্তিগত সাফল্যের উপরও প্রভাব ফেলতে পারে। এই কারণে প্রাচীনকাল থেকেই এই ধরনের কাজ দিনের আলোতেই করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এই নিয়মগুলো অনেকের কাছেই কুসংস্কার মনে হতে পারে, আবার অনেকেই এগুলোকে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে মেনে চলে। তবে বাস্তবিক অর্থে এই অভ্যাসগুলির মধ্যে লুকিয়ে আছে কিছু বাস্তবিক যুক্তিও।যেমন- রাতের ঝাটা না দেওয়া মানে অন্ধকারে গুরুত্বপূর্ণ কিছু হারানোর সম্ভাবনা কমানো, এটো বাসন না রেখে দেওয়া মানে স্বাস্থ্যবিধি বজায় রাখা, দিনে নখ বা চুল কাটা মানে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশ বজায় রাখা,অর্থাৎ, এই নিয়মগুলো শুধু বিশ্বাস নয়, বরং জীবনের শৃঙ্খলা বজায় রাখাও একটি উপায়। সংসারের সুখ ধরে রাখতে কী

করবেন? সংসারে শান্তি ও সমৃদ্ধি বজায় রাখতে খুব বা। কিছু করার প্রয়োজন নেই। শুধু কিছু ছোট অভ্যাসে পরিবর্তন আনলেই অনেক ইতিবাচক ফল পাওয়া সম্ভব- সৃষ্টিস্তের আগে ঘর পরিস্কার করে ফেলুন, রাতের বাসন ধুয়ে রাখুন, ঝাটা আড়ালে রাখুন, নখ ও চুল দিনের বেলায় কাটুন। এই সামান্য সচেতনতা আপনার সংসারকে আরও সুশৃঙ্খল ও সুখী করে তুলতে পারে। জীবনে সুখ-সমৃদ্ধি বজায় রাখতে পরিশ্রম নেমন জরুরি, তেমনি প্রয়োজন সচেতনতা। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ছোট ছোট অভ্যাসই অনেক সময় বড় প্রভাব ফেলে। তাই আজ থেকেই সতর্ক হোন। রাতের এই সাধারণ ভুলগুলো এড়িয়ে চলুন, যাতে আপনার কষ্টার্জিত ধন-সম্পদ এবং সংসারের সুখ অটুট থাকে। বিশ্বাস আর সচেতনতার মেলবন্ধনেই গাে উঠতে পারে এক শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ জীবন।

ইরানের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত আঘাতের ইঙ্গিত আমেরিকার



২০ মার্চ : মার্কিন প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবারই ইরানের উপর সবচেয়ে বড় সামরিক হামলা চালানো হতে পারে। প্রতিরক্ষা সচিবের দাবি, এই হামলাই মধ্যপ্রাচ্যের চলমান সংঘর্ষের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে এবং যুদ্ধের অবসান ঘটাতে পারে আমেরিকার শর্তে। হেগসেথ স্পষ্ট ভাষায় বলেন, আমাদের সামরিক শক্তি ক্রমশ বাছে, আর অন্যদিকে ইরান দুর্বল হয়ে

পাছে। তাদের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম কার্যত ধ্বংস হয়ে গেছে। তাঁর এই মন্তব্যে স্পষ্ট, আমেরিকা এখন পূর্ণ শক্তিতে শেষ আঘাত হানার প্রস্তুতি নিচ্ছে। গত ১৯ দিন ধরে মধ্যপ্রাচ্য কাঁড় যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। পরিস্থিতি এতটাই জটিল যে, প্রতিদিনই নতুন করে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ছে বিভিন্ন দেশে। প্রশ্ন উঠছে-বৃহস্পতিবারের সম্ভাব্য এই সবচেয়ে বড় হামলা কি সত্যিই যুদ্ধ থামাবে, নাকি আরও ভয়াবহ প্রতিশোধের আশ্বন জ্বালাবে? বিশেষজ্ঞদের মত, এমন আক্রমণ হলে ইরান চূপ করে বসে থাকবে না। বরং পাশ্টা আঘাতে সংঘর্ষ আরও দীর্ঘায়িত হতে পারে। বুধবার রাতে কাতার এর বৃহত্তম প্রাকৃতিক গ্যাস ঘাঁটিতে ক্ষেপণাস্ত্র

হামলা চালায় ইরান। তার পরপরই সৌদি-এর একাধিক তেল শোধনাগারেও আঘাত হানা হয়। এই হামলার ফলে বিশ্বজুড়ে জ্বালানি সরবরাহে মারাত্মক প্রভাব পড়েছে। তেলের দাম বাড়তে শুরু করেছে, এবং তার প্রভাব পাচ্ছে আমেরিকা-সহ বহু দেশের অর্থনীতিতে। হেগসেথ জানান, ইতিমধ্যেই ইরানের প্রায় ৭ হাজারটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে হামলা চালিয়েছে আমেরিকা। তবে তিনি একেও বলেন, সবচেয়ে বড় হামলাটি এখনও বাকি। বিশেষ করে খার্গ দ্বীপে হামলার পর থেকেই আমেরিকা মনে করছে, যুদ্ধ জয়ের পথ প্রায় পরিষ্কার। তাঁর কথায়, আমরা নিজেদের শর্তেই যুদ্ধ শেষ করব। এই যুদ্ধের সূচনা হয় ২৮ ফেব্রুয়ারি, যখন ইনাইটেড স্টেট আরও

ইজরায়েল যৌথভাবে ইরানের বিভিন্ন স্থানে বডসড হামলা চালায়। এই হামলায় তেহরানসহ বহু এলাকা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর বিষয়- এই হামলায় নিহত হন ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আলি কামেন। এই ঘটনার পর থেকেই যুদ্ধ আরও তীব্র হয়ে ওঠে। ইরান পাশ্টা আক্রমণে একাধিক দেশে মার্কিন ও মিত্র বাহিনীর ঘাঁটিতে হামলা চালায়। ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলায় কয়েক গুটে-সব দেশ।এই বিস্তৃত হামলা প্রমাণ করে যে সংঘর্ষ এখন আর শুধুমাত্র দুই দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই-এটি এক বৃহত্তর আঞ্চলিক যুদ্ধে রূপ নিয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন কূটনৈতিক মহল এখন পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে। বড় আকারের মার্কিন

হামলা হলে তা শুধু ইরান নয়, গোটা মধ্যপ্রাচ্য এবং বৈশ্বিক অর্থনীতির উপর ভয়াবহ প্রভাব ফেলতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, যদি এই হামলা সত্যিই চূড়ান্ত আঘাত হয়, তাহলে হয়তো যুদ্ধ দ্রুত শেষ হতে পারে। তবে সমান সম্ভাবনা রয়েছে-এটি আরও বড় সংঘর্ষের সূচনা হয়ে উঠতে পারে। বর্তমান পরিস্থিতিতে একটাই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে- বৃহস্পতিবার কি সত্যিই যুদ্ধের শেষ দিন, নাকি আরও ভয়াবহ অধ্যায়ের শুরু? মার্কিন প্রশাসনের দৃঢ় অবস্থান এবং ইরানের প্রতিরোধ-এই দুইয়ের সংঘাতে মধ্যপ্রাচ্য এখন বিক্ষোভের মুখে দাঁড়িয়ে। বিশ্ব অপেক্ষা করছে- পরবর্তী কয়েক ঘণ্টার জন্য, যা হয়তো ইতিহাসের গতিপথ বদলে দিতে পারে।

ভোটের আগে তৎপর রাজ্যপাল আরএন রবি

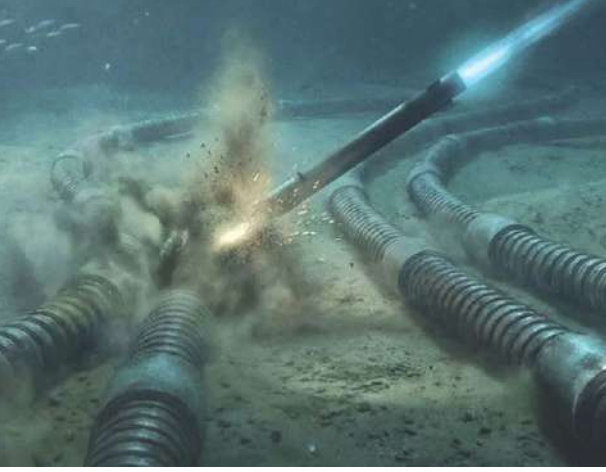
নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ২০ মার্চ : আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের ২০২৬-এর আগে রাজ্যে প্রশাসনিক তপরতা বাড়ছে। এই প্রেক্ষাপটে সক্রিয় ভূমিকা নিতে দেখা গেল বর্নবিন্দ্ভ রাজ্যপাল আরএন রবি-কো। বৃহস্পতিবার লোক ভবনে (প্রাক্তন রাজভবন) রাজ্যের মুখ্যসচিব এবং স্বরাষ্ট্রসচিব এর সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন তিনি। দায়িত্ব গ্রহণের পর এটিই প্রথমবার রাজ্যের শীর্ষ প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে সরাসরি বৈঠক করলেন রাজ্যপাল। প্রায় আধঘণ্টারও বেশি সময় ধরে চলা এই বৈঠকে মূলত রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, ভোট প্রস্তুতি এবং সামগ্রিক প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সূত্রের খবর, রাজ্যপাল এই বৈঠকে রাজ্যের বর্তমান আইনশৃঙ্খলার পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত রিপোর্ট চান। ভোটের আগে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতে কী পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। পাশাপাশি নির্ধিকানকে ঘিরে প্রশাসনের প্রস্তুতি কতদূর এগিয়েছে, সেই বিষয়েও খোঁজ নেন। উল্লেখযোগ্যভাবে, নির্ধান যোষণার পরই রাজ্যের প্রশাসনে বড়বড় রববল ঘটে। প্রাক্তন মুখ্যসচিব এবং স্বরাষ্ট্রসচিবকে তাঁদের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। এবার নতুন করে দায়িত্ব পান দুমশান্ত নারিওয়াল এবং সংঘমিত্রা ঘোষ। ইতিমধ্যেই তাঁরা কমিশনের নির্দেশ মেনে নিজেদের দায়িত্বভার গ্রহণ করছেন। এই পরিবর্তনের পরই রাজ্যপালের সঙ্গে তাঁদের এই বৈঠক বিশেষ তাৎপর্যপূঁ বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। কারণ, ভোটের আগে প্রশাসনের শীর্ষ স্তরের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ এবং পরিস্থিতি পর্যালোচনা ভবিষ্যৎ পদক্ষেপের ইঙ্গিত বহন করতে পারে। দায়িত্ব নেওয়ার পর রাজ্যপাল আরএন রবি প্রথমে দিল্লিতে গিয়ে রাষ্ট্রপতি-র সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সেখান থেকে ফিরে এসেই তিনি সক্রিয়ভাবে রাজ্যের প্রশাসনিক কাজকর্মে নজর দিতে শুরু করেছেন। এর আগে রাজভবনের শূন্যপদ পূরণ নিয়েও উদ্যোগী হন তিনি। নবাবে চিঠি পাঠিয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদে দ্রুত নিয়োগের অনুরোধ জানান। সূত্রের খবর, রাজ্যপালের সচিব হিসেবে একজন আইএএস আধিকারিক, বিশেষ সচিব হিসেবে একজন প্রোমোটি আইএএস এবং যুগ্মসচিব ও ডেপুটি সচিব পদে একাধিক আধিকারিকের নাম চাওয়া হয়েছে।এতে স্পষ্ট, রাজভবনের প্রশাসনিক কাঠামো এখনও পুরোপুরি গুছিয়ে ওঠেনি। কিন্তু সেই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই ভেটমুখী রাজ্যে সক্রিয় হয়ে উঠেছেন রাজ্যপাল।

‘জ্বালানি যুদ্ধ’-এর আওনে বিশ্ব,ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তায় বড় সংকট

নয়াদিল্লি, ২০ মার্চ : মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাত নতুন এবং আরও ভয়াবহর মোড় নিয়েছে। সামরিক সংঘর্ষের সীমা পেরিয়ে এবার তা পৌঁছে গেছে সরাসরি জ্বালানি অবকাঠামোর উপর হামলায়-যাকে বিশেষজ্ঞরা বলছেন ‘ওয়ার’ বা জ্বালানি যুদ্ধ। ইরান-এর সাম্প্রতিক আক্রমণে কৈঁপে উঠেছে সৌদি আরব এবং কাতার-এর গুরুত্বপূর্ণ তেল ও গ্যাস ভান্ডার। এই পরিস্থিতি শুধু মধ্যপ্রাচ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এর প্রভাব পড়তে শুরু করেছে গোটা বিশ্বে-বিশেষ করে ভারতের মতো জ্বালানি নির্ভর দেশগুলিতে। ঘটনার সূত্রপাত কয়েক সপ্তাহ আগে ইউনাইটেড এবং ইজরায়েল যৌথভাবে তেহরানকে অভিযান চালায়, যার লক্ষ্য ছিল ইরানের শাসনব্যবস্থাকে দুর্বল করা। সেই সংঘর্ষ প্রথমে সীমাবদ্ধ ছিল সামরিক ক্ষেত্রেই, কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা রূপ নিয়েছে বহুমাত্রিক যুদ্ধে। এমন তার কেন্দ্রবিদ্যুৎ-জ্বালানি অবকাঠামো। বুধবার রাতের বড়বড় হামলা চালায় ইরান। কাতারের

বৃহত্তম প্রাকৃতিক গ্যাস প্রকল্পকে লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা হয়। এই গ্যাসক্ষেত্র শুধু কাতারের অর্থনীতির মেরুদণ্ড নয়, বরং বিশ্ব জ্বালানি সরবরাহের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎস। তার বেশ কাটার আগেই আরও বড় আঘাত আসে। বৃহৎশক্তির ইরানি বাহিনী আঘাত হানে সৌদি আরবের গুরুত্বপূর্ণ তেল শোধনাগারে। লোহিত সাগরের তীরে অবস্থিত ইয়ানবু বন্দরে থাকা সৌদি আরামকো-র সামরেক রিফাইনারি লক্ষ্য করে ইরান হামলা চালানো হয়। এই হামলায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়। শুধু সৌদি আরবই নয়, কুয়েতের মিনা আল আহমাদি তেল শোধনাগারেরও হামলার খবর নিশ্চিত। এই আক্রমণের ফলে বিশ্বজুড়ে তেল সরবরাহে বড় ফালা লাগার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে হরমুজ-এর অবরোধ। এই গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রপথ দিয়ে বিশ্বের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ তেল পরিবাহিত



হয়। ইরান যদি এই পথ নিয়ন্ত্রণে রাখে বা অবরুদ্ধ করে, তাহলে বিশ্ববাজারে তেলের দাম অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যেতে পারে। এই পরিস্থিতিতে বিকল্প রুট হিসেবে

উঠে এসেছিল সৌদির ইয়ানবু বন্দর। কিন্তু সেই জায়গাতেই হামলা হওয়ায় বিকল্প পথও এখন বৃক্ির মুখে। ফলে জ্বালানি সরবরাহে অনিশ্চয়তা

বড় উদাহরণ ভারত। বিশ্বের অন্যতম বৃহ জ্বালানি আমদানিকারক দেশ। দেশের মোট প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রায় ৫০ শতাংশই আমদানি করা হয়। এর একটি বড় অংশ আসে কাতার থেকে। ফলে কাতারের গ্যাস প্রকল্পে হামলা ভারতের জন্য বড় সতর্কবার্তা। জ্বালানি বিশেষজ্ঞ মনে করছেন, পরিস্থিতি আরও খারাপ হলে ভারতে গ্যাস ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে হতে পারে। তার কথায়, এই সংকট চলতে থাকলে শিল্প ও বিদ্যুৎ খাতে গ্যাসের ব্যবহার কমাতে বাধ্য হতে পারে সরকার। এর সরাসরি প্রভাব পাতে পারে উৎপাদন খরচ, বিদ্যুতের দাম এবং সামগ্রিক অর্থনীতির উপর। তেদের দাম

বাড়লে পরিবহণ খরচ বাড়বে, যার প্রভাব পড়বে নৈনদ্দিন পণ্যের দামে। ফলে সাধারণ মানুষের উপর চাপ বাড়বে। শুধু অর্থনীতি নয়, এই সংঘাত বৈশ্বিক স্থিতিশীলতার জন্যও

সৌর বিদ্যুৎ উপাদনে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি অর্জন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের

মালিগাঁও, ২০ মার্চ, ২০২৬উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে সবুজ শক্তি ও স্থির উন্নয়নের প্রতি অঙ্গীকার পূরণে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অব্যাহত রেখেছে এবং বিভিন্ন ডিভিশন ও ইউনিটে সৌরশক্তি স্থাপনের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট উন্নতি সাধন হয়েছে।ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত, ২০১১-এ সৌরশক্তি ব্যবহারের পদক্ষেপ গ্রহণের সূচনা থেকে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে মোট স্থাপিত সৌর ক্ষমতা ৩১.৮৯০ এমডব্লিউপি-এ পৌঁছেছে। কেবল বর্তমান অর্থবছর ২০২৫-২৬-এর সময়কালেই, ২২.৭৩৪ এমডব্লিউপি অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রতিস্থাপন করা হয়েছে, যা নবীকরণযোগ্য শক্তি গ্রহণের লক্ষ্যে ত্বরান্বিত প্রচেষ্টারই প্রতিকলন।ডিভিশনগুলিতে, লামডিং (গুয়াহাটি অংশ সহ) সর্বাধি ১৩.৩৬৪ এমডব্লিউপি-এর প্রতিস্থাপন করেছে, তারপরে ৮.৯৪১ এমডব্লিউপি প্রতিস্থাপন সহ



সৌরশক্তি উপাদন প্রায় ৯.১৮ লক্ষ ইউনিট দাঁিয়েছে, যার ফলে প্রায় ৬৮.৮০ লক্ষ টাকা গা মাসিক আর্থিক সাশ্রয় হয়েছে। এটি কার্বন ফুটপ্রিন্ট হ্রাস করার পাশাপাশি শক্তির যাব্য হ্রাসকে সর্বোত্তম পর্যায়ে

নিয়ে আসার ক্ষেত্রে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলন ঘটায়।সবুজ শক্তি পোর্টফোলিওকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অন্তর্গত বিভিন্ন ডিভিশনে প্রায় ১৯.১৪ এমডব্লিউপি-এ অতিরিক্ত সৌর বিদ্যু উপাদনের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। লামডিং, রঙিয়া, কাটিহার এবং আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে বেশ কিছু বা স্থাপনা নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছে, যা অদূর ভবিষ্যতে সামগ্রিক নবীকরণযোগ্য শক্তি ক্ষমতাকে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করবে।এই পদক্ষেপগুলি স্থায়ী বিকাশের প্রতি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অঙ্গীকার এবং ‘মেটো-জিরাে কার্বন নির্গমনকারী’ পরিবহন ব্যবস্থা হিসেবে গাে ভ়ার ক্ষেত্রে ভারতীয় রেলওয়ের পরিকল্পনাকে সহায়তা প্রদানে তাদের সক্রিয় ভূমিকার ওপর জোর দেয়।

শিয়ালদহ ডিভিশনের মতুয়া মেলায় অনুকরণীয় পরিষেবা



কলকাতা, ২০ মার্চ : ঠাকুরনগরের মতুয়া ধর্মীয় মেলা মতুয়া সম্প্রদায়ের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের এক অনন্য উদযাপন। এই ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের সূচনা ১৮৬০-এর দশকে বর্তমান বাংলাবঙ্গের ডুগুঙে হয়েছিল। প্রতি বছর হাজার হাজার ভক্ত ঠাকুরনগরে সমবেত হয়ে পবিত্র মনোহর বিভিন্ন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন, যা এর গভীর ধর্মীয় ও সামাজিক গুরুত্বকে প্রতিকলিত করে। এ বছর পূর্ব রেলের শিয়ালদহ ডিভিশন মেলার সুষ্ঠু ও সফল আয়োজনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সুপরিচালিত উদ্যোগ এবং সমন্বিত বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক তীর্থযাত্রীর জন্য নিরাপদ, সুবিধাজনক এবং আরামদায়ক যাত্রা নিশ্চিত করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত ভিড়ের কক্ষ মাথায় রেখে বিস্তৃত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। অতিরিক্ত ৫টি মেলারঞ্জেস এবং ২৮টি অতিরিক্ত ইমএউ ট্রেন (৬টি বছরের তুলনায়,৩৫ গুণ বৃদ্ধি) চালানো হয়। উপনগরীয় ট্রেন পরিষেবার ফ্রিকোয়েন্সি বাড়িয়ে প্রায় ৬০ হাজার ভক্তের যাত্রায়ত সহজ ও সমর্থনযোগ্য করা হয়েছে। ঠাকুরনগর রেলওয়ে

টিটিএএডিসি ভোট

আগরতলা, ২০ মার্চ (হি.স.) ্ত্রিপুরা ট্রাইব্যল এরিয়াস অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল (টিটিএএডিসি) নির্বাচনের প্রকৌশল ১৩- সিননা তমসাকারী এবং ১৪-বোধজননগর-ওগাকিনগর কেন্দ্র থেকে সিপিআই(এম) প্রার্থী যথাক্রমে অম্ল্য দেববর্মা ও সখিত দেববর্মা শুক্রবার মোহনপুর মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে, তাঁদের মনোনয়নপত্র দাখিল করেন।

NAME CHANGE
I, Ramesh Kataruka (Old Name) S/o Late Shyam Sunder Kataruka Residing at Ujjwala Luxury Complex, Tower-1, FL-510, P.O - Rajarhat Hatiyara, P.S - Eco Park, District - North 24 Parganas, Pin - 700161, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Ramesh Kumar Kataruka (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated - 20-03-2026. Ramesh Kataruka (Old Name) and Ramesh Kumar Kataruka (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Sk Shadoun, Shaidu Sk (Old Name) S/o Late Sk, Piaru Residing at 133, P.A Shah Road, P.O - Tolly-gunga, P.s - Golfgreen, District - Kolkata, Pin - 700033, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Sk Shaidu (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Alipore vide affidavit no 27493 Dated 20-03-2026. Sk Shadoun, Shaidu Sk (Old Name) and Sk Shaidu (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Sarjul Ghatak (Old Name) S/o Tahmot Ghatk Residing at Faley (Shrirampur), P.O.P.s - Gopalinagar, District - North 24 Parganas, Pin - 743272, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Sarujul Gatak (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Bongaon vide affidavit Dated 11-02-2026. Sarjul Ghatak (Old Name) and Sarujul Gatak (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I,MD MAFIKUL SK (old name) S/O-SOLEMAN SEKH residing at VILL-GOLIARBAGH PO & PS JIAGANJ DIST - MURSHIDABAD PIN - 742123. West Bengal, do hereby declare that I have changed My nar from MD MAFIKUL SK (old name) to MAFIKUL SK (new name) and henceforth, I shall be Known as MAFIKUL SK (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court on 20/03/2026. MAFIKUL SK (new name)& MD MAFIKUL SK (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, SWAPNA DEY (OLD NAME) D/O KARTICK CHANDRA MAJUMDAR R/O VILL PURBA KHAMARSHIMULIA P/O KHAMARSHIMULIA P.S TAHERPUR DIST NADIA PIN 741121 W.B HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCENCE FORTH BE KNOWN AS SWANA MAJUMDAR (OLD NAME) AS DECLARE BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KRISHNAGAR VIDE AFFIDAVIT SL NO 12/2026 DATED 6/3/26 SWAPNA DEY AND SWAPNA MAJUMDAR BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON.

NAME CHANGE
I, SUNIL SHAW S/O Late RAJ KUMAR SHAW, at 8C, Topsia Road, P.O & P.S.- Tilijala, Kolkata- 700039, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as ARINDAM CHOUDHURY as declared before the Notary Public at Kolkata Alipur Judges Court vide affidavit Serial No 33, Dated 18/03/2026. ARINDAM CHOUDHURY and ARINDAM CHOUDHURY both are same and identical person.

NAME CHANGE
I, ARINDAM CHOUDHURY S/O AMITATYA CHOUDHURY residing at P-27, Manas Bag, Kamarhati, North 24 Parganas-700056, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as ARINDAM CHOUDHURY as declared before the Notary Public at Kolkata Alipur Judges Court vide affidavit Serial No 33, Dated 18/03/2026. ARINDAM CHOUDHURY and ARINDAM CHOUDHURY both are same and identical person.

NAME CHANGE
I,MD MAFIKUL SK (old name) S/O-SOLEMAN SEKH residing at VILL-GOLIARBAGH PO & PS JIAGANJ DIST - MURSHIDABAD PIN - 742123. West Bengal, do hereby declare that I have changed My nar from MD MAFIKUL SK (old name) to MAFIKUL SK (new name) and henceforth, I shall be Known as MAFIKUL SK (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court on 20/03/2026. MAFIKUL SK (new name)& MD MAFIKUL SK (old name) both name are same and one identical person.

চা শ্রমিকদের দ্বুয়ারে তৃণমূল প্রার্থী শঙ্কর মালাকার, নকশালবাড়িতে জোরদার জনসংযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২০ মার্চ : শিলিগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী শঙ্কর মালাকার শুক্রবার নকশালবাড়ির মাঞ্জা চা বাগানে জোরকদমে জনসংযোগ সাধলেন। এদিন তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাপতিত তথা জেলা চেয়ারম্যান অরুণ ঘোষ এবং তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি। প্রার্থী নিজ জা বাগানের শ্রমিকদের অভাব-অভিযোগ শোনেন এবং নির্বাচনের লড়াইয়ে তাঁদের সমর্থন প্রার্থনা করেন। শ্রমিকদের শঙ্কর মালাকার বলেন যে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের জনমুখী উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলি আজ বুথ স্তর পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। গত ১৫ বছরে মুখ্যমন্ত্রী চা বাগান এলাকাগুলিতে পরিকাঠামো ও জনকল্যাণে প্রভূত কাজ করেছেন। এই বিপুল উন্নয়নের খতিয়ানকে হাতিয়ার করেই তিনি এবার জনগণের কাছে আশীর্বাদ চাইছেন। অন্যদিকে, বিরোধী শিবিরকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করে তিনি অভিযোগ করেন যে, বিজেপি সাধারণ মানুষকে প্রতিনিয়ত ঘেঁষা দিচ্ছে এবং সমাজে বিভাজনের রাজনীতি করছে। শঙ্কর মালাকারের দাবি, উন্নয়নের নিরিখে এবারের নির্বাচনে পাছাড়- তরাইয়ের সাধারণ মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসের পাশেই রয়েছে।

প্রচারে সিপিআইএম প্রার্থী ইব্রাহিম আলি, ফুল বাজার ও স্টেশনে জনসংযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব মেদিনীপুর, ২০ মার্চ : বিধানসভা নির্বাচন ঘিরে জোরকদমে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক প্রচার। প্রার্থীতালিকা ঘোষণার পরই মাঠে নেমে পড়েছেন বিভিন্ন দলের প্রার্থীরা। পূর্ব পশ্চিভূড়া বিধানসভা কেন্দ্রে সিপিআইএম প্রার্থী হিসেবে নাম ঘোষণার পর শুক্রবার ভোর থেকেই প্রচারে নামলেন ইব্রাহিম আলি। সকালে কোলাখাট রেল স্টেশন এবং স্থানীয় ফুল বাজারে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে দেখা যায় তাঁকে। ব্যবসায়ী, শ্রমিক ও নিত্যযাত্রীদের কাছে তিনি নিজের ও দলের বার্তা তুলে ধরেন। স্থানীয় সমস্যার কথাও মনোযোগ দিয়ে শোনেন বাম প্রার্থী। ইব্রাহিম আলি অভিযোগ করেন, রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপির মধ্যে সেটিং চলছে, যার ফলে সাধারণ মানুষ বঞ্চিত হচ্ছেন। এই ইস্যুকেই সামনে রেখে তিনি প্রচারে জোর দিচ্ছেন বলে জানান। সিপিআইএম প্রার্থীর দাবি, মানুষের প্রকৃত উন্নয়ন ও স্বচ্ছ প্রশাসনের লক্ষ্যে তিনি লড়াই করছেন।

পরপর দু’বার ভূকম্পন সিকিমে, হতাহত ও ক্ষয়ক্ষতির খবর নেই

নিজস্ব প্রতিনিধি, গ্যাংটক, ২০ মার্চ : পর পর দু’বার কৈপে উঠল সিকিমের মাটি। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি জানিয়েছে, শুক্রবার ভোর ৪টো ২৬ মিনিট সিকিমের মঙ্গনে ভূপৃষ্ঠ থেকে পাঁচ কিলোমিটার গভীরে ৩.৬ মাত্রার ভূমিকম্প হয়। অন্যটি এ দিন তেরো ৪ টো ৩৭ মিনিটে হয়। গ্যাংটকে ভূপৃষ্ঠ থেকে ১০ কিলোমিটার গভীরে এই কম্পনের সৃষ্টি হয়। সেই কম্পনের মাত্রা ছিল ২.৭। এই কম্পনের জেরে এখনও পর্যন্ত কোনও হতাহত বা সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। তবে এর জেরে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে অনেকের মনে। পরপর দু’বার কম্পনে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে সিকিমবাসীদের একাংশের মধ্যে।

চুল কাটতে যাওয়ার পথে বাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক যুবকের

প্রসেনজিত দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ২০ মার্চ : ঈদ উপলক্ষ্যে চুলের কাটতে যাওয়ার পথে বাইক ও ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষে মৃত্যু হলো এক বাইক আরোহী



কিশোরের। মৃতের নাম সাকিল শেখ (১৭)। বাড়ি এলাকা বেগপুর বেলোড়ানগর বিটড়া কালাকা ঘটনায় বাইকোভার বিটড়া কালাকা শেখ নামে আরও এক কিশোর জন্ম হয়েছে। তাকে কালনা সূত্র পর স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়ে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয় গতকাল রাতে। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, কালনা বেগপুর অঞ্চলের বাসিন্দা দুই কিশোর বন্ধু সাকিল শেখ ও আলাউদ্দিন শেখ মিলে বৃহস্পতিবার ঈদ উপলক্ষ্যে চুলের কাটবে বলে বাইক নিয়ে বের হয়। এরপর দুপুর রসুলপুর পীডতলার কাছে ওদের বাইকের সঙ্গে ট্রাকের ধাক্কা লাগলে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় সাকিলের। গুরুতর আহত আলাউদ্দিনকে গতকালই রেফার করা হয় বর্ধমানে বর্তমানে বর্ধমানে সেখানে চিকিৎসাধীন কর্তি। এই প্রসঙ্গে শুক্রবার মৃতের এক পরিজন তিনি বলেন চুল কাটতে বেরিয়ে এই দুর্ঘটনা। পুলিশের কাছে অগোচর থাকে গাড়িটিকে আটক করে, অভিযুক্তর দৃষ্টান্তমূলক যেন শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়।

জিল সংকট, পথ অবরোধ স্থানীয়দের

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ২০ মার্চ : জল সংকটকে কেন্দ্র করে শুক্রবার সকালে উত্তাল হয়ে উঠলো দুর্গাপুরের মার্ঘের মোড় এলাকা। দীর্ঘদিনের পানীয় জলের সমস্যার প্রতিবাদে এদিন রাজ্য সড়ক অবরোধ করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এর জেরে যান চলাচল ব্যাহত হয় এবং এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, অনিয়মিত জল সরবরাহ নিয়ে বহুদিন ধরেই ক্ষোভ জ্বলছিল। এদিন সকালে জল নেই কেন? এই প্রশ্ন তুলে সশস্ত্রভাণ্ডা পাশ্পিং সৈশনে জড়ো হন বাসিন্দারা। সেখানে বিক্ষোভ দেখানোর পরই তারা রাস্তায় নেমে অবরোধ শুরু করেন। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। তবে অবরোধ তুলতে গেলে বিক্ষোভকারীরা পুলিশকে ঘিরে ধরে প্রতিবাদ চালিয়ে যান। পরে এক ঘণ্টার মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস নেতা ঘটনাস্থলে পৌঁছলে তাঁকে ঘিরেও ক্ষোভ উগরে দেন আন্দোলনকারীরা। আন্দোলনকারীদের হুঁশিয়ারি, জল সমস্যার স্থায়ী সমাধান না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে। ঘটনার জেরে রাজনৈতিক চাপানুউতোর শুরু হয়েছে। প্রশাসনের আশ্বাস সত্ত্বেও পরিস্থিতি এখনও থমথমে রয়েছে এলাকায়।

দেশি পিস্তল-সহ গ্রেফতার এক যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২০ মার্চ : আসাম বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতিকে কেন্দ্র করে শিলিগুড়ি জুড়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। এই কড়া নজরদারির মধ্যেই বৃহস্পতিবার রাতে প্রধানগর থানা এলাকা থেকে এক যুবককে দেশি পিস্তল-সহ গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃত যুবকের নাম গোপাল কর্মকার। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার রাত আনুমানিক দেড়টা থেকে দুটোর মধ্যে প্রধানগর থানার কাছে খবর আসে যে, দার্জিলিং মোড় এলাকায় এক যুবক আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে যোরাঘুরি করছে। খবর পেয়েই পুলিশের একটি বিশেষ দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে ওই যুবককে আটক করে। তল্লাশি চালাতেই তার কাছ থেকে একটি দেশি পিস্তল এবং তাজা কার্তুজ উদ্ধার হয়। অস্ত্রের কোনও বৈধ নথিপত্র দেখাতে না পারায় পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। ইতিমধ্যেই ধৃতের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। শুক্রবারই অভিযুক্তকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পেশ করার কথা রয়েছে।

বিজেপি-র দ্বিতীয় দফার প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ২০ মার্চ : বিজেপির দ্বিতীয় দফার প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পরইে আগুন জ্বললো মুর্শিদাবাদ জেলায়। জঙ্গিপূর এবং খড়গ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী পছন্দ না হওয়ায় বৃহস্পতিবার রাত্তে মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জের খড়গুড়ি ব্রীজের কাছে টায়ারে আগুন লাগিয়ে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান বিজেপির কর্মী সমর্থকরা। বিজেপির কর্মী

সমর্থকদের হঠাৎ এই বিক্ষোভে লাভগোলা- রচনাখগল রাজ্য সড়কের যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। বিজেপির নেতাকর্মীদের দাবি ‘সেটিং’ করে এই দুই বিধানসভায় শেষে মৃত্যুতে প্রাণী পরিবর্তন করা হয়েছে। যে দুই প্রার্থীকে বিজেপি তরফ থেকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে তাঁরা শাসক দলের সঙ্গে সহাতা বাঁধায় রেখে চলেছেন। দীর্ঘক্ষণ ধরে বিজেপি কর্মীদের পথ অবরোধ চালায় ভোগান্তির মধ্যে

ফরাক্কি বিধানসভা কেন্দ্র ধরে রাখতে ‘জামাই’কে ভরসা তৃণমূলের

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ২০ মার্চ : প্রায় ২৫ বছর একটানা মুর্শিদাবাদের ফরাক্কা বিধানসভা কেন্দ্র নিজেদের দখলে রাখার পর



২০২১- এর নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী মনিরুল ইসলামের কাছে ওই আসনে পরাজিত হন কংগ্রেসের প্রয়াত বিধায়ক মইনুল হক। কিন্তু পাঁচ বছর থেকে না যেতেই ফরাক্কা বিধানসভা কেন্দ্রে এবরর প্রার্থী বদল করেছে রাজ্যের শাসক দল। মনিরুলের পরিবর্তে এবার ফরাক্কা বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী ওই কেন্দ্রের ‘জামাই’ তথা তৃণমূল কংগ্রেসের জঙ্গিপূর সাংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইউসি সভাপতি আমিরুল ইসলাম। ফরাক্কার মত শক্ত আসনে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী বদল করায় প্রথমে অনেকেই অবাক হয়েছিলেন। তৃণমূলের টিকিট না পেয়ে বিদায়ী বিধায়ক মনিরুল ইসলাম প্রথম দিন বিব্রোহ ঘোষণা করলেও সূত্রের খবর

সংগঠনের তাবা নেতারা ইতিমধ্যে মনিরুল শিবির ছেড়ে আমিরুল শিবিরে যোগ দিয়েছেন। সংগঠনের এক্যবদ্ধ এই চেহারাই আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে বড় স্বস্তি দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসকে। গত বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের প্রতীকে সামশেরগঞ্জ আসন থেকে জয়ী আমিরুল ইসলামের আসন পরিবর্তন নিয়ে দলের অন্দরে অনেক রকমের কানায়ুষো শোনা গেলেও ফারাক্কার বাসিন্দা আনোয়ারা আমিরুলের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ আমিরুল সেই সবে কাল দিতে নারাজ। তৃণমূল বিধায়কের এক শ্যালক , হাবিব পারভেজ টনি ফরাক্কা বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের ২ নম্বর আসন থেকে

তৃণমূলের প্রতীকেই নির্বাচিত সদস্য এবং প্রদেশ যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক। তাই অন্য বিধানসভা কেন্দ্র থেকে ফরাক্কা লড়তে গেলেও আমিরুলকে সংগঠন নিয়ে খুব একটা ভাবতে হচ্ছে না। পাশাপাশি তাঁর ভরসা মুর্শিদাবাদবাসীর অতিথি বসল মনোভাব। একসময় ‘দিল্লির বাসিন্দা’ হিসেবে পরিচিত প্রণব মুখার্জিকেও জঙ্গিপূরবাসী আপন করে নিয়ে পরপর দু’বার লোকসভা নির্বাচনে জিতিয়েছিল। তাই জামাই হিসেবে শৃশুরবাড়ির আসন থেকেও জিতবেন বলে আশাবাদী আমিরুল। তবে শৃশুরবাড়ির বিধানসভা আসনে লড়তে যাওয়ার বিষয়টিকে আলাদা করে গুরুত্ব দিতে নারাজ আমিরুল ইসলাম। তার বক্তব্য, দল চেয়েছিল বলেই ফরাক্কা আসনে আমি লড়তে রাজি হয়েছি। তিনি বলেন, বিভিন্ন কারণে আমাদের দলের অনেক পুরনো কর্মীরা রাগ করে বসেছিলেন। দলীয় কর্মসূচিতে তাঁর অংশগ্রহণ করতেন না। যেকোনও কারণেই হোক তাঁদের মধ্যে হতাশা ছিল। আমি সমস্ত পুরনো কর্মীদের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের আবার সক্রিয়ভাবে দলীয় কাজ এবং ভোট প্রচারে যুক্ত করার চেষ্টা করছি। দল মনে করছে আমি ফরাক্কা আসনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে জিতবো। দলের এই ভরসাকে সম্মান দেওয়ার জন্য আমি চেষ্টার কোনও ক্রটি রাখছি না। ফরাক্কা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থীর বিশ্বাস তিনি সামশেরগঞ্জের বিধায়ক হিসেবে যে

উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন আসন্ন নির্বাচনে তা ফরাক্কা কেন্দ্রে তাকে ‘ডিভিডেন্ট’ দিতে চলছে। ফরাক্কা এবং সামশেরগঞ্জ – একদম গায়ে লাগা দু’টি বিধানসভা কেন্দ্র হওয়ায় দুই এলাকার মানুষই অবগত রয়েছেন তাঁর কাজ সম্পর্কে। তবে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতীকে নির্বাচিত মনিরুল ইসলামের হাত ধরে গত পাঁচ বছরে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ হওয়ায় তাঁর পক্ষে বলা সম্ভব নয় ওই কেন্দ্রে উন্নয়নমূলক কাজ থেকে বঞ্চিত রয়েছে। আমিরুল ইসলাম বলেন , সামশেরগঞ্জের মানুষ জানেন এমএলএ কাপের মাধ্যমে খেলার প্রসার থেকে শুরু করে নদী ভাঙন কবলিত মানুষের পাশে কীভাবে আমি বারে বারে গিয়ে দাঁড়িয়েছি। এখানে অধীকার করার জায়গা নেই রাজ্য সরকারের সঙ্গে কেন্দ্রের বিমাতৃ সুলভ আচরণ সত্ত্বেও মমতা বানার্জির উন্নয়নের কর্মখন্ডের সুফল ফরাক্কা পেয়েছে। ফরাক্কা বিধানসভা কেন্দ্রে সংগঠনে সবাইকে নিয়ে চলার ক্ষেত্রে কিছু ঘাটতি ছিল। আমি সেটা দূর করার চেষ্টা করছি। প্রচারের মূল ইস্যু থাকছে মানুষের সমস্যা।’ তৃণমূল প্রার্থী আরও বলেন, বাড়ি, রাস্তা, পানীয় জল সব ক্ষেত্রেই কেন্দ্র সরকার, রাজ্য সরকারকের সঙ্গে বঞ্চনা করছে। সীমিত ক্ষমতা সত্ত্বেও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বানার্জির উগ্রধনের কর্মখন্ড রয়েছে নেই। ফরাক্কা এনটিপিসি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিজেপি সরকারের কাছে

এলাকার বেকার যুবকদের চাকরি দেওয়ার সুযোগ থাকলেও কেন্দ্র সরকার ফরাক্কার বাসিন্দাদের স্থায়ী চাকরি দেওয়ার কোনও উদ্যোগ নেয়নি। ফরাক্কা বিধানসভা কেন্দ্রে ২৫ বছর কংগ্রেসের নির্বাচিত বিধায়ক থাকলেও ২০২৬- এর বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থীর মূল লড়াই বিজেপি প্রার্থীর সঙ্গেই হবে বলে মনে করেন তৃণমূল প্রার্থী, আমিরুল ইসলাম। তিনি বলেন, এখন কেনগ্রেসের কোনও সংগঠন নেই। আর সংগঠন করার জন্য যে লোক লাগে তাও তাদের নেই। ফরাক্কা বিধানসভার ২৬৬টি বুথের সবগুলোতে তৃণমূলের খেমটি এবং বুথ সভাপতি রয়েছে। দলের মজবুত সংগঠনই আমাকে বিধানসভা নির্বাচনে সাহায্য করবে। ফরাক্কার বিদায়ী বিধায়ক মনিরুল ইসলামের ‘বিব্রোহী’ হওয়ার প্রথম দিন তাঁর সঙ্গে যে সমস্ত তৃণমূল নেতাদের দেখা গিয়েছিল ইতিমধ্যে তাঁরা ঘর বদল করে আমিরুলের ছাতার তলায় এসেছেন। আমিরুল বলেন, বিদায়ী বিধায়কও হয়তো আমাদের সঙ্গেই রয়েছেন। আমরা সবাই একসঙ্গে লড়ে তৃণমূল কংগ্রেসকে ফরাক্কা বিধানসভা কেন্দ্র থেকে আবার জেতাবো। আমিরুল জানান, খুশির উপলক্ষে তাঁরা ছোট আকারের দলীয় কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক এবং জনসংযোগ করে প্রচার সারছেন।

পথ দুর্ঘটনায় শিশুমৃত্যু, বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ২০ মার্চ : পথ দুর্ঘটনায় এক শিশু কন্যার মৃত্যুকে ঘিরে উত্তণ্ড হয়ে উঠল বীরভূমের লাতপুর। শুক্রবার সকালে ঘটে যাওয়া এই মর্মান্তিক ঘটনার পর ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দারা রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। পরিস্থিতি সামাল দিতে হিমিশ্রম যেতে হয় পুলিশকে। দীর্ঘক্ষণ অবরোধের জেরে কার্যত বন্ধ হয়ে পড়ে চৌহাট্টা-সাইথিয়া সড়কের যান চলাচল। পুলিশ ও স্থানীয় সং জনা গেছে, মৃত শিশুটি লাতপুর থানার ধনাঙড়া গ্রামের বাসিন্দা। শুক্রবার সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ মায়ের সঙ্গে রাস্তা পার হওয়ার সময় দ্রুতগতির একটি টেম্পো তাকে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই গুরুতর জখম হয় সে। স্থানীয়রা তৎক্ষণাত তাকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা শিশুটিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই ঘটনার পরই এলাকায় চরম ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। অভিযুক্ত গাড়িটিকে আটক করে উত্তেজিত জনতা রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে ও গাছের গুঁড়ি ফেলে অবরোধ শুরু করেন। এর ফলে চৌহাট্টা-সাইথিয়া সড়কে সম্পূর্ণভাবে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায় এবং ঐহী যানজটের সৃষ্টি হয়। দুর্ঘটনার পর থেকেই টেম্পোর চালক পলাতক বলে জানা গেছে। খবর পেয়ে লাতপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চালায়। যদিও দীর্ঘক্ষণ এলাকায় উত্তেজনা বজায় ছিল। ঘটনার পর এলাকাজুড়ে এখনও থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে। অভিযুক্ত চালকের দ্রুত গ্রেফতার এবং কঠোর শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছে স্থানীয় বাসিন্দারা।

মৃত্যু তরুণীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ মার্চ : সল্টলেকের পাঁচ নম্বর সেক্টরে পথ দুর্ঘটনায় এক তরুণীর মৃত্যু হয়েছে। মৃতার নাম রিন্মা ধারা। শুক্রবার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দক্ষিণ কলকাতার বাসিন্দা ওই তরুণী পাঁচ নম্বর সেক্টরে চাকরি করতেন। বৃহস্পতিবার রাতে অ্যাপ বাইকে করে তিনি বাড়ি ফিরছিলেন। নাবদিস্ত উড়ালপুলের উপরে আবর্জনা ফেলার একটি ভাসপার পিছনে ছিটকে পড়েন ওই তরুণী। ভাস্পারের চাকার সামনে পড়ে যান তিনি। বাইক পলাকও ছিটকে পড়েন। দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে দু’জনকে উদ্ধার করে বিধানগর বহুকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে তরুণীকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসক। তবে বাইক চালকের আঘাত গুরুতর নয়। পুলিশ এই ভাস্পারের খোঁজ চালাচ্ছে। সিসি

পূর্ব রেলওয়ে				
এপ্রিল ২০২৬ মাসের জন্য ই-অকনন প্রোগ্রাম				
নং.এস.৪/এস/ডিরপি/২০২৬-২৭, তারিখ ১৮.০৩.২০২৬। চিফ মেটেরিয়ালস ম্যানেজার/সেোস, পূর্ব রেলওয়ে, ওয়.জল, ফেরার্লি পোস, ১৭, নেতাঞ্জি সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১ কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত বিশদ বিবরণের জন্য ই-অকনন আহ্বান করা হচ্ছে :				
ক্রম নং.	ডিপো/ডিভিশন	অধিক্ষেত্র	তারিখ	
১.	বিইএসওয়াই ডিপো	বিইএসওয়াই ডিপো, লিলুয়া গ্যারার্পশ, হাওড়া ও আসানসোল ডিভিশন	০৮.০৪.২০২৬	২৭.০৪.২০২৬
২.	এইচএলথার ডিপো	এইচএলথার ডিপো, কাঁচড়াপাড়া গ্যারার্পশ ও শিলালধ ডিভিশন	০৭.০৪.২০২৬	২১.০৪.২০২৬
৩.	জেএমপি ডিপো	জেএমপি ডিপো, জালাপুৰ গ্যারার্পশ ও মালদা ডিভিশন	০৯.০৪.২০২৬	২২.০৪.২০২৬
৪.	এইচব্রিউইএফ ডিভিশন	হাওড়া ডিভিশন	১০.০৪.২০২৬	২০.০৪.২০২৬
৫.	এএএএফ ডিভিশন	আসানসোল ডিভিশন	১৩.০৪.২০২৬	২৮.০৪.২০২৬
৬.	এসবিএইচডি ডিভিশন	শিলালধ ডিভিশন	১৭.০৪.২০২৬	৩০.০৪.২০২৬
৭.	এএএবিটি ডিভিশন	মালদা ডিভিশন	১৬.০৪.২০২৬	২৪.০৪.২০২৬
STORES-76/2025-26				
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.arindianrailways.gov.in www.ireps.gov.in -এ পাওয়া যাবে।				
আমাদের ফুসকার কন: ✉ @EasternRailway 📧 @easternrailwayheadquarter				

উৎকর্ষ স্মল ফিন্যান্স ব্যাংক

আপকি উমিদ কা খাতা

একটি নির্ধারিত বাণিজ্যিক ব্যাংক

জোনাল অফিসঃ ২৯ তলা, ১৩৪৫, ফেরার পলিগুপ্ত কলেজ, পলিগুপ্তনিক ফার্সাইডে বিপরীতে, পানান্, বিহার-৮০০০১৩
রেজিস্টার্ড অফিসঃ উৎকর্ষ টাওয়ার, এন-৪৫২/১১ (এয়ারপোর্ট রোড), সোহেলপুর, কাজি সারান্, গায়দা, বারানসী, উত্তর প্রদেশ-২২১ ১০৫

নিরাপত্তা স্বার্থ (বাস্তবদান) বিধানান্, ২০২২-এর বিধি ৬(২) অনুযায়ী
স্বার্থের সম্পত্তির দখল বিবরণী

এতদ্বারা "আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটিজেশনে ও পূর্ণদান এবং নিরাপত্তা স্বার্থ ব্যবসারকর আইন, ১৯৬৩"-এর অধীনে এবং "নিরাপত্তা স্বার্থ (বন্ধককরণ) বিধানান্, ২০০১"-এর বিধি ৩-এর সাথে পাঠিত উক্ত আইনের ধারা ১৩(১১)-এর অধীনে প্রদত্ত প্রকৃত প্রাথমিক প্রকারে কামানো যাচ্ছে যে, অনুমোদিত কর্তৃকতা অংশগ্রহীতা(গাং) এবং সহ-অংশগ্রহীতা(গাং)-এর প্রতি একটি "দাবি ঘোষণা" জারি করেছেন। এই ঘোষণাটি নিচে উল্লিখিত সক্রিয় ঋণ হিসাব(সহ) এর পরিলক্ষিত বর্ণিত তারিখে জারি করা হয়েছে এবং এতে অংশগ্রহীতারের দৈনিক দেওয়া হয়েছে যে তার উক্ত দাবি ঘোষণা গ্রাউন্ড তারিখে থেকে ৩০ দিনের মধ্যে দাবিকৃত অর্থ, ত্রাণ ওপর প্রযোজ্য হারে সুদ, এবং পরিশোধের তারিখ ও অর্থবা বাকি আদায়ের তারিখ পর্যন্ত উল্লেখ ভবিষ্যৎ সুদ প্রযোজ্য)কে, আনুগত্যিক হারে ও আনান দায়িত্ব চাঙ্কর স্বমুখ্য গোপন পরিদর্শন করেন। যেহেতু অংশগ্রহীতা/সহ-অংশগ্রহীতা(গাং) তাদের বাক্য দিয়েছেন যেহেতু বাকি হারিয়েছেন, তাই এখানে নিচে উল্লিখিত অংশগ্রহীতা/সহ-অংশগ্রহীতা/বন্ধকতা এবং সাধারণ কনট্রোল অফিট করা হচ্ছে যে, অনুমোদিত কর্তৃকতা উক্ত আইনের ধারা ১৩(৪)-এর সাথে পাঠিত উক্ত বিধানাবলি বিধি ৬-এর অধীনে অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, যিনি উল্লিখিত ঋণ হিসাবের বিবরণিত বর্ণিত তারিখের, নিচের দৃষ্টান্ত সম্পর্কিত "নিরাপত্তা সম্পদ" হিসেবে গণ্য-তার দলন শুরু করবেন। অংশগ্রহীতা/সহ-অংশগ্রহীতা/বন্ধকতা এবং বিশেষত সাধারণ জগণবদ্ধ এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, এতদ্বারা যেন এই নিরাপত্তা সম্পদ বা সম্পত্তির বিবরণে কোনো প্রকার ভ্রমেনো না করেন এই সম্পত্তির বিবরণে যেকোনো প্রকার ভ্রমেনো "উৎকর্ষ স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেড"-এর গাওনা দাবি বা 'চার্জ'-এর অধীন হয়ে, যা নিচে উল্লিখিত ঋণ হিসাবের বিবরণীতে বর্ণিত অর্থের পরিমাণ এবং তার ওপর প্রযোজ্য সুদের সাথে সম্পর্কিত।

নিচে বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা/সহ-অংশগ্রহীতা/বন্ধকতাসদের দুটি উক্ত আইনের ধারা ১৩-এর উপধারা (৬)-এর বিধানাবলির প্রতি কার্যকর করা হচ্ছে এই বিধানাবলি সম্পর্কিত সম্পদ বা সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করার জন্য উপলব্ধ সমরঞ্জনা বা সুযোগের সাথে সম্পর্কিত।

ক্রম নং.	শাখার নাম	আরআরটি নাম	অংশগ্রহীতা / জামিনদারের নাম (সম্পত্তির মালিক)	দাবি মোটেরপে তারিখ	বায়ব সম্বরের তারিখ	দাবি মোটেরপে তারিখে বকেয়া অর্থের পরিমাণ
১	বেহালা শাখা	১৪৪০৬০০০০ ০০০৬০০৪	জগদীশ চন্দ্র মস্তনের পুত্র বাণী মন্ডল (স্ব-অংশগ্রহীতা) / বন্ধক বাণী মস্তনের পুত্র অশোকচন্দ্র মন্ডল (স্ব-অংশগ্রহীতা)	২৭/১১/২০২৫	১৮/১০/২০২৬	৮৮২৫০.০০/-

সম্পত্তির বিবরণ (সম্পত্তির অগুপ্ত সমস্ত অংশ ও অস্ত্র): আনুমানিক ২.৫ শতক পরিমাণের (যা ১ কাটা, ৮ ঠাক ও ৯ বর্গফুটের সমতুল্য) এবংও জমি যা মৌজা-উষ্টি, জে.এল. নং-১৫, টোলি নং-৩৩ ও ৩৩২-এর অধীনে থাকা। উক্ত জমিটি সি.এস. দাশ নং-২১১, ২১২/৪২২, ২১২/৪২১ ও ২১৬/৪১০-এর অন্তর্ভুক্ত এবং গাংগুড়ি(এলা) এবং স্ব-অংশগ্রহীতা(গাং)-এর প্রতি একটি 'দাবি ঘোষণা' জারি হয়েছেন। এই ঘোষণাটি নিচে উল্লিখিত সক্রিয় ঋণ হিসাব(সহ) এর পরিলক্ষিত বর্ণিত তারিখে জারি করা হয়েছে এবং এতে অংশগ্রহীতারের দৈনিক দেওয়া হয়েছে। যা তার উক্ত দাবি ঘোষণা গ্রাউন্ড তারিখে দেওয়া ৩০ দিনের মধ্যে দাবিকৃত অর্থ, ত্রাণ ওপর প্রযোজ্য হারে সুদ, এবং পরিশোধের তারিখ ও অর্থবা বাকি আদায়ের তারিখ পর্যন্ত উল্লেখ ভবিষ্যৎ সুদ প্রযোজ্য)কে, আনুগত্যিক হারে ও আনান দায়িত্ব চাঙ্কর স্বমুখ্য গোপন পরিদর্শন করেন। যেহেতু অংশগ্রহীতা/সহ-অংশগ্রহীতা(গাং) তাদের বাক্য দিয়েছেন যেহেতু বাকি হারিয়েছেন, তাই এখানে নিচে উল্লিখিত অংশগ্রহীতা/সহ-অংশগ্রহীতা/বন্ধকতা এবং সাধারণ কনট্রোল অফিট করা হচ্ছে যে, অনুমোদিত কর্তৃকতা উক্ত আইনের ধারা ১৩(৪)-এর সাথে পাঠিত উক্ত বিধানাবলি বিধি ৬-এর অধীনে অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, যিনি উল্লিখিত ঋণ হিসাবের বিবরণিত বর্ণিত তারিখের, নিচের দৃষ্টান্ত সম্পর্কিত "নিরাপত্তা সম্পদ" হিসেবে গণ্য-তার দলন শুরু করবেন। অংশগ্রহীতা/সহ-অংশগ্রহীতা/বন্ধকতা এবং বিশেষত সাধারণ জগণবদ্ধ এছাড়া "উৎকর্ষ শ্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেড"-এর গাওনা দাবি বা 'চার্জ'-এর অধীন হয়ে, যা নিচে উল্লিখিত ঋণ হিসাবের বিবরণীতে বর্ণিত অর্থের পরিমাণ এবং তার ওপর প্রযোজ্য সুদের সাথে সম্পর্কিত।

ক্রম নং.	শাখার নাম	আরআরটি নাম	অংশগ্রহীতা / জামিনদারের নাম (সম্পত্তির মালিক)	দাবি মোটেরপে তারিখ	বায়ব সম্বরের তারিখ	দাবি মোটেরপে তারিখে নকসা অর্থের পরিমাণ
১	বেহালা শাখা	১৪৪০৬০০০০ ১০০০৬০০০০	জগদীশ চন্দ্র মস্তনের পুত্র বাণী মন্ডল (স্ব-অংশগ্রহীতা) / বন্ধক বাণি মস্তনের পুত্র অশোকচন্দ্র মন্ডল (স্ব-অংশগ্রহীতা)	২৭/১১/২০২৫	১৮/১০/২০২৬	৮৮২৫০.০০/-
সম্পত্তির বিবরণ (সম্পত্তির অগুপ্ত সমস্ত অংশ ও অস্ত্র): আনুমানিক ২.৫ শতক পরিমাণের (যা ১ কাটা, ৮ ঠাক ও ৯ বর্গফুটের সমতুল্য) এবংও জমি যা মৌজা-উষ্টি, জে.এল. নং-১৫, টোলি নং-৩৩ ও ৩৩২-এর অধীনে থাকা। উক্ত জমিটি সি.এস. দাশ নং-২১১, ২১২/৪২২, ২১২/৪২১ ও ২১৬/৪১০-এর অন্তর্ভুক্ত এবং গাংগুড়ি(এলা) এবং স্ব-অংশগ্রহীতা(গাং)-এর প্রতি একটি 'দাবি ঘোষণা' জারি হয়েছেন। এই ঘোষণাটি নিচে উল্লিখিত সক্রিয় ঋণ হিসাব(সহ) এর পরিলক্ষিত বর্ণিত তারিখে জারি করা হয়েছে এবং এতে অংশগ্রহীতারের দৈনিক দেওয়া হয়েছে। যা তার উক্ত দাবি ঘোষণা গ্রাউন্ড তারিখে দেওয়া ৩০ দিনের মধ্যে দাবিকৃত অর্থ, ত্রাণ ওপর প্রযোজ্য হারে সুদ, এবং পরিশোধের তারিখ ও অর্থবা বাকি আদায়ের তারিখ পর্যন্ত উল্লেখ ভবিষ্যৎ সুদ প্রযোজ্য)কে, আনুগত্যিক হারে ও আনান দায়িত্ব চাঙ্কর স্বমুখ্য গোপন পরিদর্শন করেন। যেহেতু অংশগ্রহীতা/সহ-অংশগ্রহীতা(গাং) তাদের বাক্য দিয়েছেন যেহেতু বাকি হারিয়েছেন, তাই এখানে নিচে উল্লিখিত অংশগ্রহীতা/সহ-অংশগ্রহীতা/বন্ধকতা এবং সাধারণ কনট্রোল অফিট করা হচ্ছে যে, অনুমোদিত কর্তৃকতা উক্ত আইনের ধারা ১৩(৪)-এর সাথে পাঠিত উক্ত বিধানাবলি বিধি ৬-এর অধীনে অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, যিনি উল্লিখিত ঋণ হিসাবের বিবরণিত বর্ণিত তারিখের, নিচের দৃষ্টান্ত সম্পর্কিত "নিরাপত্তা সম্পদ" হিসেবে গণ্য-তার দলন শুরু করবেন। অংশগ্রহীতা/সহ-অংশগ্রহীতা/বন্ধকতা এবং বিশেষত সাধারণ জগণবদ্ধ এছাড়া "উৎকর্ষ শ্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেড"-এর গাওনা দাবি বা 'চার্জ'-এর অধীন হয়ে, যা নিচে উল্লিখিত ঋণ হিসাবের বিবরণীতে বর্ণিত অর্থের পরিমাণ এবং তার ওপর প্রযোজ্য সুদের সাথে সম্পর্কিত।						
নিচে বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা/সহ-অংশগ্রহীতা/বন্ধকতাসদের দুটি উক্ত আইনের ধারা ১৩-এর উপধারা (৬)-এর বিধানাবলির প্রতি কার্যকর করা হচ্ছে এই বিধানাবলি সম্পর্কিত সম্পদ বা সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করার জন্য উপলব্ধ সমরঞ্জনা বা সুযোগের সাথে সম্পর্কিত।						

সম্পত্তির বি

আইপিএল অনুশীলনে বড় বদল, বোর্ডের একগুচ্ছ নতুন নির্দেশিকা

মুম্বাই, ২০ মার্চ : ২০২৬-এর আগে বড়সড় পরিবর্তনের পথে হাটল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। দীর্ঘদিনের বিতর্ক-বিশেষ করে ‘ গ্রাউন্ড অ্যাডভান্টেজ’-নিয়ে কড়া পদক্ষেপ করল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। পাঁচ পাতার বিস্তারিত নির্দেশিকা জারি করে অনুশীলন পদ্ধতি থেকে পিচ ব্যবহারের নিয়ম-সব ফেদেই আলান বদল। এই নতুন নিয়মাবলির কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত-২১০ মিনিটের অনুশীলন সীমা, যা ইতিমধ্যেই ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলির মধ্যে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছে। নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, ফ্লাডলাইটের নিচে কোনও অনুশীলন ম্যাচ সর্বোচ্চ ২১০ মিনিট (সাত্বে তিন ঘণ্টা)-এর বেশি চলতে পারবে না। বোর্ডের যুক্তি স্পষ্ট- পিচের অতিরিক্ত ক্ষয় রোধ করা, ম্যাচের আগে উইকেটের মান অক্ষুণ্ণ রাখা, নিরপেক্ষ খেলার পরিবেশ তৈরি করা। এর ফলে দলগুলি আর দীর্ঘ সময় ধরে ইন্ট্রা-স্কোয়াড ম্যাচ খেলতে পারবে না। অর্থাৎ, অনুশীলনও এখন আরও পরিকল্পিত এবং সীমাবদ্ধ হয়ে উঠবে। একসময় একাধিক দল একই পিচে অনুশীলন করত। কিন্তু এবার সেই ব্যবস্থায় ইতি টানল বোর্ড। নতুন নিয়ম অনুযায়ী- প্রতিটি দলের জন্য আলাদা অনুশীলন পিচ থাকবে, মূল ম্যাচের পিচে অনুশীলনের সুযোগ সীমিত,ম্যাচের অন্তত ৪ দিন আগে থেকে মূল পিচ ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এই পদক্ষেপের লক্ষ্য, কোনও দল যাতে আগে থেকে পিচের চরিত্র বুঝে অতিরিক্ত সুবিধা না পায়। অ্যাডভান্টেজ’ কমাতেই বড় পদক্ষেপ- দীর্ঘদিন ধরে অভিযোগ ছিল, আয়োজক দলগুলি নিজেদের সুবিধামতো পিচ তৈরি করে প্রতিপক্ষকে চাপে ফেলে। এই বিতর্কের জবাব দিতেই এবার কড়া অবস্থান নিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। নতুন নিয়ম কার্যকর হলে- হোম টিমের প্রভাব কমেবে, প্রতিযোগিতা হবে আরও নিরপেক্ষ, প্রতিটি ম্যাচে সমান সুযোগ পাবে দুই দল। ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের মতে, এই সিদ্ধান্ত আইপিএলের প্রতিযোগিতামূলক মান আরও বাড়াবে। নতুন নির্দেশিকায় অনুশীলন ম্যাচ নিয়েও একাধিক বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছে- প্রতিটি দল সর্বোচ্চ ২টি অনুশীলন ম্যাচ খেলতে পারবে, তার জন্য আগাম বোর্ডের অনুমতি বাধ্যতামূলক, এই ম্যাচগুলি মূল পিচে নয়, সাইড উইকেটে আয়োজন করতে হবে। ফলে ম্যাচের আগে পিচের অবস্থা নিয়ে অতিরিক্ত ‘ বন্ধ হবে।

নেট প্র্যাকটিসেও এসেছে বড় পরিবর্তন- প্রতিটি দলের জন্য আলাদা নেট বরাদ্দ থাকবে, একটি দল আগে অনুশীলন শেষ করলেও অন্য দল সেই পিচ ব্যবহার করতে পারবে না, শ্রো-ডাউন চলাকালীন অন্য দলের নেট ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এতে প্রতিটি দল নিজেদের পরিকল্পনা অনুযায়ী আলাদা ভাবে প্রস্তুতি নিতে পারবে। তবে কিছু ক্ষেত্রে নমনীয়তাও রাখা হয়েছে। বোর্ডের অনুমতি সাপেক্ষে ম্যাচের আগে দল দুই দল একসঙ্গে অনুশীলন করতে পারবে। এই ক্ষেত্রে- প্রতিটি দল পাবে ২ ঘণ্টা সময় সময় ভাগ করা থাকবে- সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ৮টা, রাত ৮টা থেকে ১০টা। এর ফলে শিশির বা আবহাওয়ার প্রভাব নিয়ে কোনও দলই বঞ্চিত হবে না। যেহেতু মূল পিচ ব্যবহারে কড়াকড়ি বাঁদোনা হয়েছে, তাই বিকল্প ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে- সংশ্লিষ্ট রাজ্য ক্রিকেট সংঘকে বিকল্প অনুশীলন মাঠ দিতে হবে, সেখানে শুধুমাত্র প্র্যাকটিস হবে, ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলিকে এর জন্য অতিরিক্ত খরচ করতে হবে না। এই সিদ্ধান্ত দলগুলির উপর আর্থিক চাপ কমাবে। অন্যদিকে, অ্যাওয়ে দলকে কেবল নিজেদের পানীয় সঙ্গে আনতে হবে। এই ব্যবস্থায় আয়োজক দলের সংগঠনিক দায়িত্ব আরও স্পষ্ট করা হয়েছে। এখন দেখার বিষয়, এই কাা নিয়মের মধ্যে দলগুলি কীভাবে নিজেদের মানিয়ে নেয়। তবে একটা কথা পরিষ্কার-এই পরিবর্তন আইপিএলকে আরও পেশাদার এবং প্রতিযোগিতামূলক করে তুলতে বা ভূমিকা নেবে।

টি-টোয়েন্টির নেতৃত্ব ছাড়লেন আয়ারল্যান্ডের স্টার্লিং

ডাবলিন, ২০ মার্চ (হি.স.)ঃ আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে শুধুমাত্র ব্যাটসম্যান হিসেবে খেলা চালিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে অধিনায়কত্ব ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আয়ারল্যান্ডের ওপেনার পল স্টার্লিং। টি-টোয়েন্টির নেতৃত্ব থেকে সরে দাঁড়ানোর কথা বৃহস্পতিবার ঘোষণা করেছেন ৩৫ বছর বয়সী স্টার্লিং। তবে ওয়ানডেতে আয়ারল্যান্ডের অধিনায়কত্ব করে যাবেন তিনি। ২০২৩ সাল থেকে টি-টোয়েন্টি তে আয়ারল্যান্ডের নেতৃত্বে আছেন স্টার্লিং। অ্যান্ডি বালবানির স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন তিনি। সব মিলিয়ে, আইরিশদের হয়ে ৪৮টি টি-টোয়েন্টিতে নেতৃত্ব দিয়েছেন স্টার্লিং। যেখানে ২০টিতে জিতেছে দল, হারে ২৬টিতে।

এক লিগে ১৭ দলের শিরোপার লড়াই, অবনমনের ভয় ১৫ ক্লাবে!

২০ মার্চ : ইউরোপীয় ফুটবলে এমন অদ্ভুত ও রোমাঞ্চকর সমীকরণ খুব কমই দেখা যায়। যেখানে লিগে মোট ১৮টি দল, আর তার মধ্যে ১৭টি দলই এখনও শিরোপা জয়ের দৌড়ে! শুধু তাই নয়, একইসঙ্গে ১৫টি দলকে ভাবতে হচ্ছে অবনমন নিয়ে। এমনই চমকপ্রদ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে পোল্যান্ডের শীর্ষ ফুটবল লিগ Ekstraklasa-এ। এই লিগে প্রতিটি দল ঘরে ও বাইরে মিলিয়ে মোট ৩৪টি ম্যাচ খেলে। বর্তমানে ২৫টি ম্যাচ শেষ হয়েছে, বাকি রয়েছে মাত্র ৯টি। আর এই ৯ ম্যাচই পুরো লিগের ভাগ্য নির্ধারণ করতে চলেছে। এই মুহূর্তে লিগের শীর্ষে রয়েছে ZagBie Lubin, তাদের পয়েন্ট ৪১। তবে অবাক করার বিষয়, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানেও থাকা দলগুলির পয়েন্ট সমান-৪১। অর্থাৎ শীর্ষে তিনটি দল একই পয়েন্টে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আরও চমকপ্রদ হল, নবম স্থানে থাকা Motor Lublin-এর পয়েন্ট ৩৪। শীর্ষে থাকা দলের সঙ্গে তাদের ব্যবধান মাত্র ৭ পয়েন্ট। ফুটবলে যেখানে একটি জয়ে ৩ পয়েন্ট পাওয়া যায়, সেখানে বাকি ৯ ম্যাচ থেকে সর্বোচ্চ ২৭ পয়েন্ট তোলা সম্ভব। ফলে নবম স্থানে থাকা দলও অনায়াসে শিরোপা জয়ের দৌড়ে টিকে আছে। প্রথম থেকে নবম স্থানে থাকা দলগুলির পয়েন্ট যথাক্রমে-৪১, ৪১, ৪১, ৩৮, ৩৭, ৩৬, ৩৬, ৩৪ এবং ৩৪। এই ঘনিষ্ঠ ব্যবধানই প্রমাণ করছে, লিগের প্রতিটি ম্যাচ কতটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তবে নাটক এখানেই শেষ নয়। লিগের ১৭তম স্থানে থাকা Widzew A2dz-এর পয়েন্ট ২৮। কাগজে-কলমে তারাও এখনও শিরোপা জয়ের দৌড়ে রয়েছে। যদি তারা বাকি সব ম্যাচ জেতে এবং অন্য ফলাফল অনুকূলে যায়, তাহলেও তাদের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সব মিলিয়ে, প্রথম থেকে ১৭তম দলের মধ্যে পয়েন্টের ব্যবধান মাত্র ১৩। যা ইউরোপের অন্য বড় লিগগুলির তুলনায় অত্যন্ত কম।

বিশ্বকাপ বয়কট নয়, আমেরিকাকেই ‘ পাকিস্তানের পথেই ইরান? সিদ্ধান্তে ইউ-টার্নে তোলপাড় ফুটবল দুনিয়া

২০ মার্চ : আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও খেলাধুলার মেলবন্ধনে আবারও তৈরি হয়েছে নতুন বিতর্ক। কিছুদিন আগেই ক্রিকেট বিশ্বে গুঞ্জনতন্ত্র-এর ‘ নাটক’ নিয়ে উত্তাল হয়েছিল পরিস্থিতি। এবার সেই একই পথে হাঁটছে বলে মনে করা হচ্ছে ইরান-কে খিছে। যুদ্ধ পরিস্থিতির জেরে প্রথমে শোনা গিয়েছিল, আসন্ন ফিফা যাল্ন্ড কাপ বয়কট করতে পারে ইরান। কিন্তু হঠাৎ সেই অবস্থান থেকে সরে এসে নতুন বার্তা দিল ইরান ফুটবল ফেডারেশন-বিশ্বকাপ নয়, তাদের লক্ষ্য আমেরিকাকে বয়কট করা। ইরানের ফুটবল ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট স্পষ্ট করে জানান, ইরান বিশ্বকাপ বয়কট করছে না। আমরা পুরো দমে প্রস্তুতি নিছি। তবে আমাদের অবস্থান স্পষ্ট-আমরা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রকে বয়কট করব,

বিশ্বকাপকে নয়। এই বক্তব্যের পর থেকেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছ- বিশ্বকাপের সমস্ত ম্যাচ ইউনাইটেড স্টেট থেকে সরিয়ে অন্য দেশে



তাহলে কি মার্কিন মাটিতে ম্যাচ খেলতে নামবে না ইরান? নাকি অন্য কোনও দেশে ম্যাচ আয়োজনের চেষ্টা করছে? সূত্রের খবর, ইরান চাইছে তাদের

আয়োজন করা হোক। বিশেষ করে Mexico-কে বিকল্প ভেন্যু হিসেবে প্রস্তাব দিয়েছে তারা। মূলত নিরাপত্তা ও রাজনৈতিক উত্তেজনার কারণেই এই দাবি জানিয়েছে ইরান।

সাম্প্রতিক যুদ্ধ পরিস্থিতির জেরে মার্কিন মাটিতে খেলতে অনীহা প্রকাশ করেছেন ইরানি কর্তারা। এই পরিস্থিতিতে গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট । তিনি জানিয়েছেন, প্রয়োজনে ইরানের ম্যাচগুলি মেক্সিকোয় আয়োজন করা যেতে পারে। আমাদের সব দেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক রয়েছে। তিনি আরও বলেন, ফিফার নির্দেশ পেলেই মেক্সিকো ম্যাচ আয়োজনের জন্য প্রস্তুত। ফলে এখন বল ফিফার কোর্টে-তারা কী সিদ্ধান্ত নেয়, সেটাই ইরান।-সবচেয়ে বড় প্রশ্ন এখানেই-সেখা কি শুধু রাজনৈতিক অবস্থান নিচ্ছে, নাকি বাস্তবে মাঠেও তার প্রতিফলন দেখা যাবে?যদি ইরান মার্কিন মাটিতে খেলতে অস্বীকার করে, তাহলে তা বিশ্বকাপের সূচি এবং আয়োজনে বড়সড় প্রভাব

ফেলতে পারে।এখানেই মনে পাে যায় সাম্প্রতিক এক ঘটনা। সদস্যমাণ্ড টি-২০ বিশ্বকাপে Pakistan প্রথমে দাবি করেছিল, তারা India-র বিরুদ্ধে ম্যাচ বয়কট করবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই অবস্থান থেকে সরে এসে ম্যাচ খেলেছিল। ইরানের ক্ষেত্রেও কি একই ঘটনা ঘটেবে? আপাতত সেই জল্পনাই ঘুরছে ক্রীড়ামহলে। বর্তমান সূচি অনুযায়ী, ইরানের গ্রুপ পর্বের ম্যাচগুলি হওয়ার কথা ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরে- লস অ্যাঞ্জেলেসে নিউজিল্যান্ড ও বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে ম্যাচ সিয়াটোলে দিশরের বিরুদ্ধে ম্যাচ কিন্তু ইরানের দাবি মেনে যদি ভেন্যু পরিবর্তন করা হয়, তাহলে এই ম্যাচগুলি Los Angeles m৮ Seattle থেকে সরিয়ে মেক্সিকোয় নিয়ে যাওয়া হতে পারে।

ফেলতে পারে।এখানেই মনে পাে যায় সাম্প্রতিক এক ঘটনা। সদস্যমাণ্ড টি-২০ বিশ্বকাপে Pakistan প্রথমে দাবি করেছিল, তারা India-র বিরুদ্ধে ম্যাচ বয়কট করবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই অবস্থান থেকে সরে এসে ম্যাচ খেলেছিল। ইরানের ক্ষেত্রেও কি একই ঘটনা ঘটেবে? আপাতত সেই জল্পনাই ঘুরছে ক্রীড়ামহলে। বর্তমান সূচি অনুযায়ী, ইরানের গ্রুপ পর্বের ম্যাচগুলি হওয়ার কথা ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরে- লস অ্যাঞ্জেলেসে নিউজিল্যান্ড ও বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে ম্যাচ সিয়াটোলে দিশরের বিরুদ্ধে ম্যাচ কিন্তু ইরানের দাবি মেনে যদি ভেন্যু পরিবর্তন করা হয়, তাহলে এই ম্যাচগুলি Los Angeles m৮ Seattle থেকে সরিয়ে মেক্সিকোয় নিয়ে যাওয়া হতে পারে।

জাতীয় দলের অগ্রাধিকার, আইপিএলের শুরুতেই নেই স্টার্ক-হ্যাজেলউড-কামিন্স! ধাক্কায় ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলি

২০ মার্চ : আইপিএলের সূচনা ঘিরে যখন উত্তেজনা তুঙ্গে, ঠিক তখনই বড় ধাক্কা খেল একাধিক দল। Indian Premier League-এর শুরুতেই পাওয়া যাবে না অস্ট্রেলিয়ার তিন তারকা পেসার- Mitchell Starc, Josh Hazlewood এবং Pat Cummins৷ জাতীয় দলের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে তাঁদের আইপিএলের প্রাথমিক পর্যায়ে খেলতে না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে Cricket Australia। ১ এপ্রিল Delhi Capitals তাদের আইপিএল অভিযান শুরু করবে Lucknow Super Giants-এর বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে। কিন্তু তার আগেই দলে চোট-আঘাতের সমস্যা মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে মিচেল স্টার্কের অনুপস্থিতি বড় ধাক্কা হতে চলেছে অধিনায়ক Axar Patel-এর দলের জন্য। সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, এই মুহূর্তে পুরোপুরি টোটমুখে নন স্টার্ক, হাজেলউড এবং কামিন্স। তাই ঝুঁকি এড়াতে তাদের আইপিএলের শুরুতে বিশ্রামে রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সামনে চাঁসা আন্তর্জাতিক সূচি এবং গুরুত্বপূর্ণ টুর্নামেন্ট থাকায় কোনও রকম ঝুঁকি নিতে চাইছে না অস্ট্রেলিয়া বোর্ড। বোর্ডের এক কর্তা জানিয়েছেন, আমরা আমাদের জোরে বোলারদের নিয়ে কোনও ঝুঁকি নিতে চাই না। সামনে অত্যন্ত ব্যস্ত সূচি রয়েছে। তিনি আরও জানান, আগামী এক বছরে অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ক্রিকেটারদের প্রায় ২১টি ম্যাচ খেলতে হবে। ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ইংল্যান্ড



হাজেলউড এবং কামিন্স-এই তিন পেসারকে খিরেই ভবিষ্য পরিকল্পনা সাজাচ্ছে অস্ট্রেলিয়া। ফলে তাঁদের পুরোপুরি ফিট না হওয়া পর্যন্ত মাঠে নামানোর ঝুঁকি নিতে নারাজ বোর্ড। জানা গিয়েছে, আগামী সপ্তাহে তাঁদের চোটের অবস্থা খতিয়ে দেখে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। গত মরশুমে প্রায় ১১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকায় স্টার্ককে দলে নিয়েছিল দিল্লি ক্যাপিটালস। তিনি ১১টি ম্যাচে ১৪টি উইকেট তুলে দলের বোলিং আক্রমণের অন্যতম স্তম্ভ হয়ে উঠেছিলেন। ফলে এবছরের শুরুতেই তাঁর অনুপস্থিতি দলের জন্য বড় ধাক্কা বলেই মনে করা হচ্ছে। অন্যদিকে Royal Chal-

lengers Bengaluru-এর জশ হাজেলউড এবং Sunrisers Hyderabad-এর অধিনায়ক পাট কামিন্সও টুর্নামেন্টের প্রথম কয়েকটি ম্যাচে খেলতে পারবেন না। ফলে এই দুই দলও বোলিং বিভাগে চাপে পড়তে পারে। এর মধ্যেই আরও একটি খারাপ খবর এসেছে Chennai Super Kings শিবিরে। হ্যামস্ট্রিং চোটের কারণে অস্ট্রেলিয়ার আরেক পেসার Nathan Ellis পুরো টুর্নামেং ট থেকেই ছিটকে গিয়েছেন। সব মিলিয়ে, আইপিএলের শুরুতেই একাধিক বড় নামের অনুপস্থিতি টুর্নামেন্টের প্রতিযোগিতার সমীকরণে প্রভাব ফেলতে পারে। ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলিকে তাই বিকল্প পরিকল্পনা নিয়ে মাঠে নামতে হবে। জাতীয় দলের স্বার্থ বনাম ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট-এই দ্বঃ নতুন নয়, তবে এবার তার প্রভাব বেশ স্পষ্টভাবেই পড়তে চলেছে আইপিএলের মধ্যে।

আইপিএলের সবচেয়ে দামী দল এখন আরসিবি! কেকেআর-সিএসকে কোথায়? ফ্র্যাঞ্চাইজির ব্র্যান্ড ভ্যালুর চমক

২০ মার্চ : আইপিএল মানেই শুধুই ক্রিকেট নয়-এটা এক বিশাল অর্থনৈতিক সাম্রাজ্য। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ আজ বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ক্রিকেট লিগ, এমনকি সব ধরনের ক্রীড়া লিগের মধ্যেও ব্র্যান্ড ভ্যালুর নিরিখে শীর্ষস্থানীয়দের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে।

সব নামই মুম্বইয়ের ব্র্যান্ডকে শক্তিশালী করে তুলেছে। তাদের বর্তমান মূল্য প্রায় ২৪২ মিলিয়ন ডলার। তৃতীয় স্থানে নেমে এসেছে চেন্নাই সুপার কিংস। একসময় ব্র্যান্ড ভ্যালুর শীর্ষে থাকা এই দল এখনও অত্যন্ত জনপ্রিয়, যার বড় কারণ এম এস

এখনও পর্যন্ত শিরোপা জিততে না পারলেও এই দল সবসময় তারকাসমৃদ্ধ। কে এল রাহুল এবং অক্ষর প্যাটেল-দের উপস্থিতি তাদের ব্র্যান্ডকে শক্তিশালী করেছে। রাজধানীর দল হওয়াও একটি বড় সুবিধা। তাদের বাজারমূল্য প্রায় ১,৪০৫ কোটি টাকা।

সপ্তম স্থানে রয়েছে রাজস্থান রয়ল ২০০৮ সালে আইপিএলের প্রথম চ্যাম্পিয়ন হওয়া এই দল এখনও অন্যতম আকর্ষণীয় ফ্র্যাঞ্চাইজি। বর্তমানে তাদের ব্র্যান্ড ভ্যালু প্রায় ১,৩৫০ কোটি টাকা। অষ্টম স্থানে উঠে এসেছে গুজরাট অগ্ন সময়ের মধ্যেই অসাধারণ সাফল্য পেয়েছে এই দল। অধিনায়ক স্তম্ভময় গিল-এর নেতৃত্বে তারা ইতিমধ্যেই একবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। তাদের বর্তমান মূল্য প্রায় ১,৩৩১ কোটি টাকা।

নবম স্থানে রয়েছে পাঞ্চাব। দীর্ঘদিন আইপিএলে খেললেও এখনও শিরোপা জেতা হয়নি তাদের। তবে দলের মালকিন প্রিতি জিন্টা-র উপস্থিতি জনপ্রিয়তা ধরে রেখেছে। তাদের ব্র্যান্ড ভ্যালু প্রায় ১,৩০৪ কোটি টাকা।

সবশেষে দশম স্থানে রয়েছে Lucknow Super Giants তুলনামূলক নতুন দল হলেও এখনও বড় ফ্যানবেস তৈরি করতে পারেনি। কিছু বিতর্কও প্রভাব ফেলেছে তাদের ইমেজে। বর্তমানে তাদের ব্র্যান্ড ভ্যালু প্রায় ১,১২৮ কোটি টাকা। সব মিলিয়ে দেখা যাচ্ছে, আইপিএলের প্রথম চারটি দল এবং বাকি ছয় দলের মধ্যে ব্র্যান্ড ভ্যালুর পার্থক্য এখনও বিশাল। একটি দলের মূল্য নির্ভর করে তার সমর্থকসংখ্যা, তারকা ক্রিকেটার, সোশ্যাল মিডিয়া জনপ্রিয়তা এবং মাঠের সাফল্যের উপর। প্রতি বছর এই তালিকায় কিছু পরিবর্তন এলেও, আইপিএলের অর্থনৈতিক শক্তি যে ক্রমশ বাড়ছে, তা আর বলায় অপেক্ষা রাখে না।

বড় কেলেক্কারি! বয়স জালিয়াতির অভিযোগে নিজস্ব অ্যাকাডেমিকেই নিষিদ্ধ করল এআইএফএফ

২০ মার্চ : ভারতীয় ফুটবলে আবারও বড়সড় বিতর্ক। যে অ্যাকাডেমিকে ভবিষ্যতের তারকা তৈরির কারখানা হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছিল, সেই অ্যাকাডেমিই এবার গুরুতর অভিযোগে বিদ্ধ। বয়স জালিয়াতির অভিযোগে অনুর্ধ্ব-১৮ যুব লিগ থেকে নিষিদ্ধ করা হয়েছেঅল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন-এর নিজস্ব দল এআইএফএফ এলিট অ্যাকাডেমি ওড়িশা-কে। এই ঘটনায় শুধু প্রতিযোগিতাই নয়, ভারতীয় ফুটবলের বিশ্বাসযোগ্যতাও বড় প্রশ্নের মুখে পড়েছে। সূত্রের খবর, যুব লিগে অংশ নেওয়া কয়েকজন ফুটবলারের বয়স নিয়ে গুরুতর অসঙ্গতি ধরা পড়ে। অভিযোগ ওঠে, নিয়ম ভেঙে বেশি বয়সী খেলোয়াড়দের অনূর্ধ্ব-১৮ বিভাগে খেলানো হয়েছে। এই অভিযোগ প্রথম তোলে পাঞ্চাব একসি তাদের দাবি,

এআইএফএফ-এর নিয়মাবলির ৯.১ ধারার স্পষ্ট লঙ্ঘন হয়েছে। অভিযোগ পাওয়ার পর বিষয়টি তদন্তে যায়, এবং প্রাথমিকভাবে সেই অভিযোগের সত্যতা মিলতেই কঠোর সিদ্ধান্ত নেয় ফেডারেশন। এআইএফএফ-এর প্রধান রাফা কনিটির প্রধান Vineet Saran জানিয়ে দিয়েছেন, এআইএফএফ এলিট অ্যাকাডেমি ওশিকে আর এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে দেওয়া হবে না। শুধু দল নয়, আরও বড় ধাক্কা-অ্যাকাডেমিটি এ পর্যন্ত হত ম্যাচ খেলেছে, সেই সব ম্যাচে প্রতিপক্ষ দলগুলিকেই বিজয়ী ঘোষণা করা হবে। এছাড়াও ফেডারেশনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তিন দিনের

দিকেও। একের পর এক বিতর্ক, প্রশাসনিক ক্রটি এবং এখন বয়স জালিয়াতির মতো গুরুতর অভিযোগ-সব মিলিয়ে চাপ বাড়ছে নেতৃত্বের উপর। ফুটবল মহলের অনেকেই মনে করছেন, শুধু খেলোয়া়ি বা কোচ নয়, প্রশাসনিক স্তরেও বড় ধরনের সংস্কারের প্রয়োজন। এই ঘটনা শুধু একটি অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক



যায়। এই ঘটনা নতুন নয়, বরং সাম্প্রতিক সময়ের একাধিক বিতর্কেরই ধারাবাহিকতা। এই মাসের শুরুতেই জানা যায়, সত্যতা মিলতেই কঠোর সিদ্ধান্ত নেয় ফেডারেশন। এআইএফএফ-এর প্রধান রাফা কনিটির প্রধান Vineet Saran জানিয়ে দিয়েছেন, এআইএফএফ এলিট অ্যাকাডেমি ওশিকে আর এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে দেওয়া হবে না। শুধু দল নয়, আরও বড় ধাক্কা-অ্যাকাডেমিটি এ পর্যন্ত হত ম্যাচ খেলেছে, সেই সব ম্যাচে প্রতিপক্ষ দলগুলিকেই বিজয়ী ঘোষণা করা হবে। এছাড়াও ফেডারেশনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তিন দিনের

বাবস্থা নয়, বরং গোটা ভারতীয় ফুটবল ব্যবস্থার জন্য একটি সতর্কবার্তা। যুব স্তরেই যদি স্বচ্ছতা ও নিয়ম মেনে চলা না হয়, তাহলে ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক মঞ্চে সাফল্য আশা করা কঠিন। খেলোয়া়ি তৈরির মূল ভিত্তিই যদি দুর্বল হয়, তাহলে তার প্রভাব পড়বে বাইরের উপর। এআইএফএফ-এর নিজস্ব অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে এমন গুরুতর অভিযোগ প্রমাণ করে, সমস্যাটা শুধু মাঠে নয়-মাঠের বাইরেও গভীর। যে অ্যাকাডেমি থেকে দেশের ভবিষ্য গড়ে ওঠার কথা ছিল, সেই জায়গাতেই যদি অনিয়ম ধরা পড়ে, তাহলে তা নিঃসংগেই উদ্বেগজনক। এখন দেখার বিষয়, ফেডারেশন এই ঘটনার পর কতটা কঠোর পদক্ষেপ নেয় এবং ভবিষ্যতে এমন ঘটনা রুখতে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করে। কারণ, বিশ্বাসে একবার ভেঙে গেলে তা ফিরিয়ে আনা সবচেয়ে কঠিন কাজ।

আইপিএলের শুরুর দিকের ম্যাচগুলো থেকে বাদ পড়াদের তালিকায় কামিন্স, হাজেলউডের সঙ্গে স্টার্ক

সিডনি, ২০ মার্চ (হি.স.) : অস্ট্রেলিয়ার দ্রুতগতির বোলার মিচেল স্টার্ক আসন্ন আইপিএলের শুরুর দিকের ম্যাচগুলো খেলতে পারবেন না। এর ফলে টুর্নামেন্টের শুরুতে বাইরে থাকা জশ হাজেলউড ও প্যাট কামিন্সের সঙ্গে বৃহস্পতিবার তিনিও এই দলে যোগ দিলেন। সামনের কয়েকটি কঠিন সিরিজের জন্য এই সিদ্ধান্তটি নেওয়া হয়েছে। আগস্ট থেকে অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট দলের পরপর দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারত এবং ইংল্যান্ডের মতো গুরুত্বপূর্ণ সফর রয়েছে। এরপর ২০২৭ সালের শেষের দিকে দক্ষিণ আফ্রিকায় ওয়ানডে বিশ্বকাপ শিরোপা রক্ষার দিকেও তাদের মনোযোগ আছে। স্টার্কের খেলার চাপটা ছিল অনেক বেশি। এই ক্রিকেটার পাঁচটি অ্যাশেজ টেস্টেই খেলেছেন এবং বিগ ব্যাশ লিগের শেষ দিকে খেলেছিলেন।তবে গত

বছর টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিক থেকে অবসর নেওয়ার পর এবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলেননি



তিনি। গত ১২ মাসে তিনি ভারতের মোহাম্মদ সিরাজ ছাড়া অন্য যেকোনো ফাস্ট বোলারের চেয়ে টেস্ট বেশি ডেলিভারি করেছেন। অস্ট্রেলিয়ার এই পেস ত্রয়ীর আইপিএলের প্রথম দিকে অনুপস্থিতি থাকার জন্য ফ্র্যাঞ্চাইজি

গুলোর অভাব অনুভূত হবে। কামিন্স সানারাইজার্স হায়দরাবাদের নেতৃত্ব দেবেন এবং শুরুতে তার

